NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি | সোম স্বাস্থ্য বীমা | মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি | বুধ ভ্রমণের চুক্তিটাকি | বৃহস্পতি খেলার জগৎ | শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ | শনি অর্থের আকাশ

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ নবান্নের সামনে নয়, বিকল্প স্থান বেছে নিয়ে ধর্নার প্রস্তাব হাইকোর্টের

জীবিত ব্যক্তি মৃত হবে না, এসআইআর নিয়ে কড়া কমিশন ৩

কলকাতা ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ ১ মাঘ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ২১৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.01.2026, Vol.19, Issue No. 215, 8 Pages, Price 3.00

## উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সংক্রান্তির দিনে কালীঘাটে বগলা মায়ের মন্দির উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিকেলে তিনি মন্দির চত্বরে পৌঁছন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী। মন্দিরে পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। পুজো চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী কাসর-ঘণ্টাও বাজান। এদিন মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে তিনি বাংলার মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে মুহূর্তে উৎসবের মেজাজ। সেই আবহেই এদিন কালীঘাটে বগলা মায়ের নবনির্মিত ওই মন্দিরে উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী। পুজোর সময়ে মন্দির প্রাঙ্গণে কিছু সময় বসেন। পুজো চলাকালীন বেশ কিছু সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাসর-ঘণ্টা বাজান।

উল্লেখ্য, দু'দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী শুক্রবার, ১৬ জানুয়ারি শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ায় প্রস্তাবিত মহাকাল মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। পরদিন, ১৭ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের নতুন ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। ওই অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

বুধবার কালীঘাটে বগলা মায়ের মন্দিরের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে নয়াদিল্লিতে পোঙ্গল উৎসবে অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এল মুরুগনের বাড়িতে পোঙ্গল উৎসবে যোগদান করেন তিনি। পোঙ্গল উৎসবকে আর্ন্তজাতিক উৎসব বলেও আখ্যা দেন তিনি। পাশাপাশি, মকর সংক্রান্তি ও মাঘ বিহু উৎসবের শুভেচ্ছাও জানান দেশবাসীকে।

# হাইকোর্টে নিষ্পত্তি তৃণমূলের মামলার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতায় আইপ্যাকের দপ্তর এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডির তল্লাশি নিয়ে হাইকোর্টে জোড়া মামলা দায়ের হয়েছিল। তদন্তে বাধার অভিযোগে মামলা করেছিল ইডি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা করে তৃণমূলও। প্রথম দিন মামলাটির শুনানি মুলতুবি হয়ে গিয়েছিল। বুধবার শুনানির পর তৃণমূলের মামলাটির নিষ্পত্তি করে দেন বিচারপতি ঘোষ। ইডির মামলা আপাতত মুলতুবি রাখা হয়েছে।

সল্টলেক সেক্টর ফাইভে রাজ্য সরকার এবং তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের দপ্তর এবং লাউডন স্ট্রিটে সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে বেআইনি কয়লা পাচার মামলায় গত ৮ জানুয়ারি তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল ইডি। তল্লাশি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ঘটনাস্থলে যান এবং একাধিক নথিপত্র বার করে নিয়ে যান। এই ঘটনায় ইডি এবং তৃণমূল পৃথকভাবে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিল। ইডির বক্তব্য ছিল, সাংবিধানিক ক্ষমতায় অপব্যবহার করে মুখ্যমন্ত্রী নথি কেড়ে নিয়ে গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে করা মামলায় তৃণমূলের বক্তব্য ছিল, ভোটের আগে ইডির অভিযান রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাদের দলের সংবেদনশীল নথি, নির্বাচনী কৌশল চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে গত শুক্রবার জোড়া মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আদালতকক্ষে বিশৃঙ্খলার কারণে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত শুনানি মুলতুবি করে দেওয়া হয়। পরে ইডি এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে। বুধবার হাইকোর্টে ফের মামলা দু'টির শুনানি ছিল। ইডির আইনজীবী দাবি করেন, তৃণমূলের করা মামলাটির কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই। যিনি হলফনামা দিয়েছেন, তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মামলায় যুক্ত করা উচিত বলেও জানান ইডির আইনজীবী। তাঁর সওয়াল, নির্বাচনের সঙ্গে তল্লাশি অভিযানের কোনও সম্পর্ক নেই। ইডি কোনও নথি বাজেয়াপ্তই করেনি। বরং নথি বাজেয়াপ্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূলের উচিত তাঁর বিরুদ্ধেই মামলা করা।

তৃণমূলের আইনজীবী পাল্টা জানান, কোনও নথি যে ইডি বাজেয়াপ্ত করেনি, এই বক্তব্য রেকর্ড করা প্রয়োজন। গত ছ'বছরে ইডি কোনও পদক্ষেপ না করে কেন ভোটের কয়েক মাস আগে তৎপর হয়ে উঠল, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি।

জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে আদালতে কিছু বলার আগে শিষ্টাচার মেনে চলা উচিত।

# আজ সুপ্রিম কোর্টে আইপ্যাকের লড়াই

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আজ আইপ্যাক নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ইডির দায়ের করা মামলার শুনানি। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি হয়। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে মামলার শুনানি হয়। দীর্ঘ শুনানি শেষে সেই মামলা আপাতত মুলতুবি রাখা হয়েছে। এবার আইনি লড়াই সুপ্রিম কোর্টে। জানা গিয়েছে, এদিন বেলা সাড়ে ১১ টা নাগাদ ইডির দায়ের করা মামলার শুনানি হবে। বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র এবং বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চোলির বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করে রেখেছে রাজ্য সরকার। একতরফাভাবে যাতে এই মামলার শুনানি না হয় সেজন্য ক্যাভিয়েট দাখিল করে রাখা হয়েছে রাজ্যের তরফে।

গত শুক্রবার হাইকোর্টে আইপ্যাক মামলার শুনানি ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছিল। তার পরেই ইডি সুপ্রিম কোর্টে যায় দ্রুত শুনানির আর্জি দিয়ে। রাজ্য সরকার শনিবারই ক্যাভিয়েট দাখিল করে জানিয়েছিল,

আইপ্যাকে তল্লাশি নিয়ে ইডি সুপ্রিম কোর্টে মামলা করলে এরতরফা ভাবে তা যেন শোনা না হয়। মামলার কথা জানাতে হবে রাজ্যকেও। রাজ্যের বক্তব্যও শুনতে হবে। আজ সেই মামলার শুনানি হবে।

গত ৮ জানুয়ারি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের দপ্তর এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু ফাইল নিয়ে আসেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওইসব তাঁর দলের নথিপত্র। তাতে নির্বাচনী রণকৌশলের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র রয়েছে। সেসব ছিনতাইয়ের ষড়যন্ত্র করেছে ইডি, এই অভিযোগ তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, দলের স্বার্থে তিনি সেসব ফাইল সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আর তাঁর এই পদক্ষেপেই ইডির সঙ্গে সংঘাত তৈরি হয়। পুরনো কয়লা পাচার মামলায় ওই তল্লাশি, তা দাবি করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা অভিযোগ তোলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তদন্তের কাজে বাধা দিয়েছেন। এবং তাঁকে সেই কাজে সহায়তা করেছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা-সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এর বিরোধিতা করে সোমবার সুপ্রিম কোর্টে জোড়া মামলা দায়ের হয়। একটি ইডির তরফে, অপরটি মামলাটি আলাদাভাবে দায়ের করেন ইডির তিন অফিসার। অভিযোগ, তল্লাশি চলাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের হাত থেকে ফাইল ছিনিয়ে নিয়েছেন।

## অবিলম্বে ইরান ছাড়ুন, নির্দেশিকা ভারতীয় দূতাবাসের

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি: ইরান নিয়ে ফের বিজ্ঞপ্তি জারি করল ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক। পশ্চিম এশিয়ার দেশটির সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে নয়াদিল্লি প্রথম বিজ্ঞপ্তিটি জারি করেছিল গত ৫ জানুয়ারি। ন'দিনের মাথায় বুধবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ফের ইরান নিয়ে ভারতীয় নাগরিকদের সতর্ক করলেন।

বুধবার সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'ইরানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি দেখে ভারতীয় নাগরিকদের আবার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, এ বিষয়ে পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত কেউ ওই দেশে যাবেন না। বিদেশ মন্ত্রকের গত ৫ জানুয়ারির উপদেশাবলিও দেখতে বলা হচ্ছে।' একই সঙ্গে ইরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস থেকেও একটি সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। যাঁরা এখন ইরানে আছেন, তাঁদের উদ্দেশে দেওয়া হয়েছে পাঁচ দফা পরামর্শ। বলা হয়েছে, 'ভারতীয় নাগরিকেরা অবিলম্বে যে কোনও উপায়ে ইরান ছাড়ুন।' দূতাবাস জানিয়েছে, পরিবহণের যে মাধ্যম পাওয়া যাবে, তাতেই ভারতীয়দের দেশে ফেরা উচিত। ভ্রমণ বা অভিবাসন সংক্রান্ত নথি, পাসপোর্ট, পরিচয়পত্রও সবসময় তাঁদের সঙ্গে রাখতে বলা হয়েছে।

ইরানের পরিস্থিতি, অস্থিরতা এবং আমেরিকার বার্তা নিয়ে ভারত কোনও মন্তব্য করেনি। কেবল ভারতীয় নাগরিকদের সতর্ক করা হয়েছে। দূতাবাসের পরামর্শগুলির মধ্যে রয়েছে, প্রথমত, ভারত সরকারের ৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তির উল্লেখ করে ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, ভারতীয় নাগরিকদের অবিলম্বে ইরান ছাড়া উচিত। ছাত্রছাত্রী, তীর্থযাত্রী, ব্যবসায়ী বা পর্যটক, সকলকে এই উপদেশ মানতে বলা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ইরানে ভারতীয় যাঁরা আছেন, তাঁদের সাবধানে থাকতে হবে। বিক্ষোভ, আন্দোলনের এলাকাগুলি এড়িয়ে চলতে হবে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে খবরাখবর নিতে হবে এবং ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। তৃতীয়ত, ইরানে উপস্থিত ভারতীয়দের ভ্রমণ বা অভিবাসন সংক্রান্ত নথি, পাসপোর্ট এবং পরিচয়পত্রও সবসময় সঙ্গে রাখতে হবে। চতুর্থত, ভারতীয় দূতাবাস যে হেল্পলাইন নম্বরগুলি জরুরি ভিত্তিতে প্রকাশ করেছে, সেগুলি সঙ্গে রাখতে হবে এবং যে কোনও প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে হবে। একটি ইমেল আইডিও প্রকাশ করা হয়েছে। পঞ্চমত, ইরানে থাকা ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা এখনও দূতাবাসে নথিভুক্ত নন, তাঁদের অবলিম্বে ওই কাজ সেরে রাখতে বলা হয়েছে। দূতাবাসের ওয়েবসাইটে গেলেই এই সংক্রান্ত লিঙ্ক পাওয়া যাবে। যাঁরা ইন্টারনেটের কারণে তা করতে পারবেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের এই কাজ করে রাখতে বলা হয়েছে।

## 'গরিবের প্রাপ্য অর্থ আটকানো যায় না'

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ১০০ দিনের কাজের বকেয়া অর্থ ঘিরে কেন্দ্র-রাজ্যের টানাপড়েনের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করল কলকাতা হাইকোর্ট। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বাংলার প্রাপ্য মনরেগার টাকা না মেলায় যে মামলা হয়েছে, তার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের মন্তব্যে স্পষ্ট বার্তা, 'গরিব মানুষই ১০০ দিনের কাজ করেন, তাঁদের প্রাপ্য টাকা হাতে পৌঁছনো জরুরি।' আদালতের মতে, ওই অর্থ দীর্ঘদিন আটকে রাখা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রসঙ্গত, গত অক্টোবরে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছিল, বাংলার সমস্ত বকেয়া ১০০ দিনের টাকা কেন্দ্রকে মেটাতেই হবে। তবু রাজ্যের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড় করা হচ্ছে না। সেই অভিযোগ নিয়েই মামলা গড়ায় হাইকোর্টে।

শুনানিতে রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জোর দিয়ে বলেন, 'দরিদ্র শ্রমিকদের ন্যায্য টাকা আটকে রাখা হয়েছে।' পাল্টা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়। দুই পক্ষের সওয়ালের পরই আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও গরিব শ্রমিকদের প্রাপ্য আটকে রাখা যায় না।' কেন্দ্রের তরফে ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল ডিভিশন বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ ছিল, দুর্নীতি হয়েছে। দোষীদের শাস্তি ও তদন্ত চালাতে হবে। আর গোটা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত রাজ্য সেটা প্রমাণিত। তাই রাজ্যের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের বিরুদ্ধেই মূল অভিযোগ ছিল । আইনজীবী অশোক চক্রবর্তী প্রশ্ন করেন, 'এখন তাহলে তাদের কী উদ্দেশ্য এই মামলা করার পিছনে?' ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তখন জানিয়ে দেন, এই সংক্রান্ত আদালত অবমাননা ও অন্য আরেকটি মামলা একইসঙ্গে শোনা হবে। তখন আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য জানতে চান, 'অগস্ট থেকে অপেক্ষা চলছে। অন্তত স্কিমের টাকা যাতে দেওয়া হয় সেটার ব্যবস্থা হোক। আর কত দেরি করা হবে।' আইনজীবীর কথা শুনে বিচারপতি বলেন, 'আমরা সবাই চাই টাকা পৌঁছে যাক শ্রমিকদের হাতে।' ১৭ ফেব্রুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

# মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলার হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এ বার আইনি লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সাম্প্রতিক কিছু মন্তব্যের জন্য গত শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীকে আইনজীবী মারফত একটি মানহানির নোটিস পাঠান তিনি। কিসের ভিত্তিতে মমতা ওই মন্তব্য করেন, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সেই প্রামাণ্য নথি চেয়েছিলেন শুভেন্দু। বিরোধী দলনেতার দেওয়া ওই সময়সীমা ইতিমধ্যে অতিক্রম করেছে। এ বার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন তিনি।

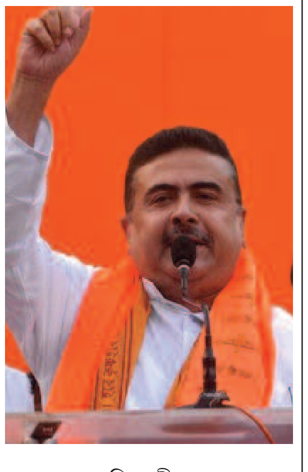

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতি এবং শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর কিছু মন্তব্য নিয়ে আপত্তি জানান শুভেন্দু। তার পরই শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীকে আইনজীবী মারফত মানহানির নোটিস পাঠান তিনি। আইনি নোটিসে দাবি করা হয়, কোনও এক কয়লা দুর্নীতির সঙ্গে শুভেন্দু এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যুক্ত রয়েছেন বলে ইঙ্গিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নোটিসে এ-ও বলা হয় যে এই বিষয়ক প্রামাণ্য নথিও তাঁর কাছে রয়েছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই ধরনের মন্তব্যের জন্য শুভেন্দুর ভাবমূর্তি এবং সম্মান নষ্ট হচ্ছে বলে মনে করছেন বিরোধী দলনেতার আইনজীবী। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কী প্রমাণ্য নথি রয়েছে তা ৭২ ঘণ্টার মধ্যে শুভেন্দুর কাছে দেওয়ার জন্য বলা হয় আইনি নোটিসে। শুভেন্দুর দেওয়া ওই ৭২ ঘণ্টার সময়সীমা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। তবে বিরোধী দলনেতার দাবি, তিনি এখনও পর্যন্ত ওই নোটিসের কোনও জবাব মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে পাননি। এ অবস্থায় পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের দিকে এগোচ্ছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এ বার আদালতে দেখা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন তিনি।

# কমিশনের এফআইআর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ফারাক্কায় তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়কের উপস্থিতিতে বিডিও অফিসে এসআইআরের শুনানি ক্যাম্পে ভাঙচুরের ঘটনায় নির্বাচন কমিশন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও ইতিমধ্যে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন। ওই এফআইআরের কপি ডিইও-র কাছে তলব করেছে সিইও দপ্তর। উল্লেখ্য, এসআইআর প্রক্রিয়ার নামে সাধারণ মানুষ ও বিএলওদের হেনস্থার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বুধবার ফারাক্কা বিডিও অফিস চত্বর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে হিয়ারিং ক্যাম্পে ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল

বিধায়ক মণিরুল ইসলামের উপস্থিতিতেই ভাঙচুর চলে। নির্বাচন কমিশন সূত্রের দাবি, এসআইআর সংক্রান্ত শুনানিতে বাধা সৃষ্টি বা সরকারি কাজে হস্তক্ষেপের ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুতর হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাই দ্রুত আইনি পদক্ষেপের মাধ্যমে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

## বিস্ফোরক দাবি

■ জুবিন গর্গের মৃত্যু নিয়ে আদালতে বিস্ফোরক দাবি সিঙ্গাপুর পুলিশের। তদন্তকারীরা জানান, স্কুবা ডাইভিংয়ের সময় মদ্যপ ছিলেন জুবিন। লাইফ জ্যাকেট কিছুক্ষণ পরেন। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে তা খুলে ফেলেন তিনি। পরে আবার জলে নামার সময় তাঁকে একটি লাইফ জ্যাকেট পরতে বলা হয়। তবে আর তা পরেননি তিনি। সে কারণেই এমন অঘটন বলেই দাবি পুলিশের। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, সিঙ্গাপুরে ১০০ মিলিলিটার রক্তে ৮০ মিলিগ্রাম অ্যালকোহল পাওয়া স্বাভাবিক। তবে জুবিনের শারীরিক পরীক্ষায় প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে ৩৩০ মিলিগ্রাম অ্যালকোহল পাওয়া গিয়েছে। যা প্রমাণ দেয় যে তিনি যথেষ্ট পরিমাণ মদ্যপান করেছিলেন।

## প্রধান বিচারপতি হলেন সুজয় পাল

■ নয়া প্রধান বিচারপতি পেল কলকাতা হাইকোর্ট। এবার দায়িত্বে বিচারপতি সুজয় পাল। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। গত ৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের বৈঠকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে সুজয় পালের নাম সুপারিশ করা হয়। অবশেষে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাঁর নামে সিলমোহর দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মু।

# নিপা সংক্রমিতের সংস্পর্শ, আইডিতে আরও দুই

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত নার্সদের সংস্পর্শে আসা দু'জনকে ভর্তি করানো হল বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে। তাঁদের মধ্যে এক জন নার্স। অপর জন চিকিৎসক। দু'জনকেই বর্তমানে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তাঁদের লালার নমুনাও সংগ্রহ করা হয়েছে।

নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘিরে উদ্বেগ দানা বাঁধতেই 'কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং'-এর (সংক্রমিতেরা কোন কোন জায়গায় গিয়েছেন, কারা তাঁদের সংস্পর্শে এসেছেন তা চিহ্নিত করা) কাজ শুরু হয়। সেই সূত্র ধরেই চিহ্নিত করা হয় এক নার্স এবং এক চিকিৎসককেও।

সূত্রের খবর, নিপা-আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা নার্সকে বর্ধমান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে বেলেঘাটা আইডি-তে। সংক্রমিতদের সংস্পর্শে আসা চিকিৎসক দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। জানা যাচ্ছে, তিনি বাড়িতেই নিভৃতবাসে ছিলেন। কিন্তু কিছুটা অসুস্থ বোধ করায় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে তাঁকে হাসপাতালে

নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালেই পর্যবেক্ষণে রয়েছেন দু'জনে।

নিপা-আক্রান্ত দুই নার্স কিছু দিন আগেই বর্ধমানে গিয়েছিলেন বলে খবর। কাটোয়ায় তাঁরা কার কার সংস্পর্শে এসেছিলেন, তার সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করে সকলের স্বাস্থ্যের অবস্থার খোঁজখবর নিচ্ছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম। তিনি জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ৪৮ জনের তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

### নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কল্যানী, নদীয়া, কোর্টে ৫২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sajal Bapari S/o. Haripada Bepari সাং Majherchar, Ward No. 7, Kalyani, Nadia, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Being No. B/2023/208723, dt. 17/01/2023, D.O.B. 09/01/2023), পুত্রের সঠিক নাম Adrik Bapari-এর পরিবর্তে Shreyan Bapari লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পুত্র Adrik Bapari ও Shreyan Bapari S/o. Sajal Bapari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

### নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sudip Kumar Chakraborty S/o. Pankaj Kumar Chakraborty ও Sudip Kumar Chakraborty S/o. Biba Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৬০ নং এফিডেভিট বলে আমি Rafik Molla ও Rafiq Molla এবং আমার স্ত্রী Supiya Bibi ও Sufiya Begam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sariful Molla.

### নাম-পদবী

গত ০৯/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Vijay Kumar Jaiswal S/o. Methailal Jaiswal ও Vijoy Kr. Jaiswal S/o. Mithae Lal Jaiswal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ১৪/০১/২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১০৬১ নং এফিডেভিট বলে আমি Ashok Kumar Dutta S/o. Joydeb Dutta ও Ashok Kr. Dutta S/o. J. Kr. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### NAME CHANGE

I, **Aamir Nadeem**, on behalf of my minor son **Afyan Nadeen** (Old Name) residing at 283/4/1, Belilious Road, P.S.-Howrah, Dist.-Howrah-711101 have changed his name and he shall henceforrth be known as **Afyan Nadeem** (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Howrah ide affidavit no. 33, dt. 13.01.2026. **Afyan Nadeen** (Old Name) and **Afyan Nadeem** (New Name) both are same and identical person.

I Arabinda Saha (Old Name) S/o - Late Kartick Chandra Saha resident of Bank By Lane, Hatarpara, P.O. - Krishnagar P.S. Kotwali Dist. Nadia Pin. 741101 W.B. do hereby declare that I have changed from Arabinda Saha (Old Name) to Arabindu Saha (New Name) and henceforth I shall be known as Arabindu Saha in all purpose vide Affidavit No 24 sworn Before The Notary Public Krishnagar Nadia on 14/01/2026 and Arabindu Saha & Arabinda Saha both are same and one identical person.

### LOST & FOUND

**My Client Rajendra Kumar Jaiswal has lost one original Deed of his flat being No. 14680 year 2023, registered at A.D.S.R Rajarhat, Newtown My Client lodged G.D at P.S – Baguiati Police Station on 24/12/2025 vide G.D No. 2249/25. If found inform Paraj Barman, Enrolment No. WB-1576/2003, Mob No.9831141856**

PARAJ BARMAN, ADVOCATE
Enrollment No.-WB-1576/2003
Sealdah Court, Kolkata-14

### LOSS OF MARK SHEET

I, Sayantan Bhowal, S/o. Kajal Bhowal, residing at 65 South End Park, PS. Rabindra Sarobar, Kolkata 700029 West Bengal, hereby bring to the notice of the public that my original ISC pass certificate, Mark Sheet & Admit Card (Year 2004, Role No. B/8303/113-SAYANTAN BHOWAL) have been irrecoverably lost during transit. I intend to apply for duplicate certificates. If anybody happens to find the original documents, kindly send the same or intimate at my above address.

### আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমি **শ্রী শৈলেন কুন্ডু** দিগর, পিতা প্রয়াত বৈদ্যনাথ কুন্ডু, সাকিম-কুণ্ডুঘাট চন্দননগর, পো: ও থানা-চন্দননগর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৬, আমরা বিগত ইংরাজী ১০/০২/২০২০ তারিখে ডি.এস.আর-১ হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪নং বহির ৪৭ নম্বর দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তারগণ- **(১) শ্রী জ্যোতিষ সরকার**, পিতা শ্রী রামাতোষ সরকার, সাং- পূর্বায়ন মানসপুর, পো:- সাহাগঞ্জ, থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন - ৭১২১০৪, **(২) শ্রী অমল মৃধা,** পিতা প্রয়াত সুশীল মৃধা, সাং- ও পো:- তিন্না, থানা- পাণ্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৪৯, **(৩) শ্রী রমেশ চন্দ্র মিস্ত্রী** পিতা প্রয়াত রাজেশ্বর মিস্ত্রী, সাং- ৩নং কেওটা মিলিটারী কলোনী, পো:-সাহাগঞ্জ, থানা-চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০৪, **(৪) মহম্মদ হাবিবুল ইসলাম**, পিতা-মহম্মদ নসরুল ইসলাম, হাল সাং- বৈঁচী, থানা-পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী, পিন -৭১২১৩৪ মহাশয়গণ পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত জে.এল. নম্বর ২৬, পাঁচগড়া মৌজা, জে.এল. নম্বর ২৭, তোড়গ্রাম মৌজা, জে.এল. নম্বর ৪৫, তিন্না মৌজা এবং জে.এল. নম্বর ২১, চৌবেড়া মৌজায় অবস্থিত সম্পত্তি যাহা হাল রেকর্ডে কিছু নিজস্ব খতিয়ান ও কিছু ওয়ারিশান সূত্রে খতিয়ান হিসাবে আমরা পাইয়া আমমোক্তার নিযুক্ত করি, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পান্ডুয়া বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী শৈলেন কুন্ডু (বিক্রেতা)**

### বিজ্ঞপ্তি

**বিবাহ সংক্রান্ত নোটিশ (ভারত)**

আমার মক্কেল জনাব মহঃ হাসানুজ্জামান, পিতা- মহঃ কামরেজ্জামান, মাতা-নারগিস খাতুন, সাং + পোঃ + থানা , খড়গ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্ব সাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে,

জনাব মহঃ হাসানুজ্জামান, পিতা- মহঃ কামরেজ্জামান, মাতা- নারগিস খাতুন ঠিকানা-খড়গ্রাম, পশ্চিমপাড়া, খড়গ্রাম জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত- ৭৪২১৪৭।

এর সহিত

কন্যা- স্বর্না আক্তার, পিতা- হেলাল উদ্দিন, মাতা- হোসনেয়ারা হাসি ঠিকানা- বাসা/হোল্ডিং ১১৬৬, শের-ই- বাংলা সড়ক, রূপাতলি (অংশ) বরিশাল সদর, বরিশাল কর্পোরেশন, বরিশাল, বাংলাদেশ।

এরমধ্যে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তারিখ ০২.০৫.২০২৫ ইং তারিখে বৈধ ভাবে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত বিবাহ সম্পর্কে যদি কারো কোন আইনগত আপত্তি থাকে তাহলে এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ হতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিত ভাবে জানাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অন্যথায় উক্ত বিবাহকে আইনগত ভাবে বৈধ ও আপত্তিমুক্ত বলে গণ্য করা হবে।

**Sohel Rana**
**Advoacte**
**Kandi Court**
**Enrollment No- F/1579/1486/2015**

### বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **১) সোম হালদার,** পিতা অশোক হালদের, **২) মনি হালদার** স্বামী সোম হালদার বিগত ০৪-০৭-২০১২ তারিখে বারাসাত জেলা নিবন্ধন অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৪৬৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **১) অনিমা সরকার ২) নীলিমা ঘোষ ৩) শিখা দে,** মালিকগণ এর পক্ষে নিযুক্তি আমমোক্তার **শ্রী সুনীল সরকার, শ্রী বিশ্বনাথ সরকার, শ্রী সুজিত সরকার,**মহাশয়ের নিকট হইতে ৫.৮২ শতক জমি খরিদ করেন, যাহার মৌজা- ফুলতলা,জে এল নং-১৪৭, এল আর ২৫৭ খতিয়ানভুক্ত, এল আর দাগ ২০৯, যদি কারোর আপত্তি থাকে, তাহা হলে ৩০ দিনের মধ্যে বি এল এন্ড এল আর ও বারাসাত অফিসে যোগাযোগ করুন।

**কেকা দাস (এ্যাডভোকেট),** বারাসাত জাজেস কোর্ট, ফোন নং: 6290468448

### বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **১) কাজি আরফানুল কবীর,** পিতা কাজি নজরুল ইসলাম, বিগত ০৯-০৬-২০১৬ তারিখে বারাসাত জেলা নিবন্ধন অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০০৪৯৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **১)সোনাপন বিবি ২) রূপবান বিবি ৩) সোকোরজান বিবি** মালিকগণ এর পক্ষে নিযুক্তি আমমোক্তার **১) আরিফার হোসেন ২) সামাদ আলী** মহাশয়ের নিকট হইতে ২ কাঠা ১৭ বর্গফুট জমি খরিদ করেন, যাহার মৌজা- চন্দনহাটি জে এল নং- ১০৪, এল আর ৩০৬ খতিয়ানভুক্ত, এল আর দাগ ৯৩, যদি কারোর আপত্তি থাকে, তাহা হলে ৩০ দিনের মধ্যে বি এল এন্ড এল আর ও বারাসাত অফিসে যোগাযোগ করুন।

**কেকা দাস (এ্যাডভোকেট),** বারাসাত জাজেস কোর্ট, ফোন নং: 6290468448

### NOTICE

I, ANIL PAL, Advocate, hereby declare that my Client MD. TARIQUE AKHTAR, Son of Md. Nasim Akhtar, residing at 3A, Bengali Shah Warshi Lane, P.O.- Khiddirpore, P.S.- Ekbalpore, Kolkata-700023, Dist- South 24- Parganas, West Bengal.

That his, Son born at Chittaranjan Seva Sodan College of Gyne and Child Health, Kolkata- 700026 on 11.12.2020. And that in his wife's discharge certificate wrongly recorded as MOHAMMAD TARIQUE AKHTAR

So, he changed his name MD. TARIQUE AKHTAR

From MOHAMMAD TARIQUE AKHTAR To MD. TARIQUE AKHTAR Vide Affidavit No. 1546 before the First Class Judicial Magistrate at 3rd Judicial Magistrate on 06.01.2026 hence MD, TARIQUE AKHTAR AND MOHAMMAD TARIQUE AKHTAR both are same and identical person, if anyone has any objections to this, kindly contact on Advocate Anil Pal, 9830965511.

**Anil Pal, Advocate**
**Regd. No. WB/1530/2000**
**Alipore Police Court**
**Kolkata-700027**

### বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে অবগত করানো যাইতেছে যে, ১) পিউ গিরি, স্বামী- দুঁস্মন্ত গিরি, ২) প্রিয়াংকা গিরি, ৩) দিকসাংকা গিরি, ও ৪) দ্বৈপায়ন গিরি, সর্ব্ব পিতা- দুঁস্মন্ত গিরি, সর্ব্ব সাং- বাছুরডোবা, পোঃ ও থানা- ঝাড়গ্রাম, জেলা-ঝাড়গ্রাম তাহাদের দখলীয় জেলা- ঝাড়গ্রাম, থানা ও পৌরসভা- ঝাড়গ্রাম, মৌজা- খাসজঙ্গল, জে.এল. নং- ৩৯০, হাল খতিয়ান নং- ৬৩৪, ৬৩১, ৬৩০ ও ৬৩২, রিঃ দাগ নং- ১৫১, হাল দাগ নং- ২৭৪ মধ্যে মোট ২১ ডেসিমেল ডাহি ভূমি উপরোক্ত ১নং নাগাদ ৩নং বিক্রেতাগণের দ্বারা গত ইংরেজী ০১/১১/২০২২ তারিখে ঝাড়গ্রাম ডি. এস. আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৩৪২২/২০২২নং আমমোক্তারনামা পত্র মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং উপরোক্ত দ্বৈপায়ন গিরি মহাশয়ের দ্বারা কতক পরিমিত ভূমি মধ্যে গত ইংরেজী ০৯/০১/২০২৬ তারিখে ঝাড়গ্রাম এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৯৬/২০২৬নং বিক্রয় কোবালা মূলে দেবাশীষ ঘোড়াই, পিতা - সুনীল ঘোড়াই, সাং- জাম্বনী, পোঃ-ডোকরা, থানা- নয়াগ্রাম, জেলা- ঝাড়গ্রাম-এর বারবর বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত ভূ-সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনরূপ আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আমার সেরেস্তায়/ অফিসে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক উক্ত ভূমি বিষয়ক কার্য্যাদি করা হইবে । তৎপর, কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

**(দীনবন্ধু মাহাত)**
**উকিলবাবু**
**ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত**

## আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

**আজ ১৫ ই জানুয়ারি। ১লা মাঘ। বৃহস্পতিবার । দ্বাদশী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

**বৃষ রাশি :** সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

**মিথুন রাশি :** অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

**কর্কট রাশি :** শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

**কন্যা রাশি :** শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা- বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

**তুলা রাশি :** আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

**বৃশ্চিক রাশি :** শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

**ধনু রাশি :** অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

**মকর রাশি :** আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

**কুম্ভ রাশি :** খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**মীন রাশি :** শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

**(শুভ কর্ম্ম নেই- ব্যবহারিক অগস্ত্য দোষ।**
**ডঃ সুকুমার সেন র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস)**

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
**সন্তোষ কুমার সিং**
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
**সেখ আজাহার উদ্দিন,** বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,**
**সর্বাণী চ্যাটার্জি,** ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,**
**প্রসেনজিৎ সামন্ত,** ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,**
**নিরঞ্জন পাল,** ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

**রাজ টেলিকম,**
**অমিতাভ বিশ্বাস,** ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,**
**শ্রীধর অঙ্গন,** বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

**অবসর,**
**ডি. বালা,** চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

**সবিতা কমিউনিকেশন,**
**প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার,** ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

# তৃণমূল স্বৈরাচারের কালো ছায়া: সুকান্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বুধবার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর তীব্র অভিযোগ তোলেন। তিনি লেখেন সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দমনমূলক অত্যাচার ছড়িয়েছে দলটি। পূর্ব মেদিনীপুরের ধান্দালিবাড় গঙ্গামেলায় ১৬ জানুয়ারি মঞ্চে আসার নির্ধারণ ছিল রঙ্গ অপেরার নাটক 'অসহায় পশ্চিমবঙ্গ'। কিন্তু স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের বারবারের ভয় দেখানো এবং চাপড়ানিতে মেলা আয়োজকরা পিছু হটেন ও নাটক খারিজ হয়ে যায়। নেতারা খোলাখুলি বলে দেন, নাটক হলে বাইরের উপাদান ঢুকিয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটবে। এই হিংস্রতার পিছনে একমাত্র কারণ; নাটকে উন্মোচিত হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকার্যকর শাসনের ভয়াবহ রূপ। লক্ষ লক্ষ বেকার যুব সমাজের নির্বোধ জীবনযাপনের চিত্র তুলে ধরবে এটি। তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত মুখবন্ধন খুলে যাবে জনসামনে, তাই অন্ধকারে কণ্ঠ দমনের ষড়যন্ত্র! মজুমদারের অভিযোগ এই অপরাধের প্রাচীরভেদী তির। সাংস্কৃতিক ভূখণ্ডে এমন নির্যাতন অগ্রহণীয়। পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকরা উঠে দাঁড়াচ্ছে, তৃণমূলের অপশৃণালী শাসনের প্রতি ক্ষোভের ঝড় উত্তরণ করছে। এই অন্ধকার যাত্রা থামবে শীঘ্রই!

## বিধানসভা ভোটের আগেই রাজ্যসভার পাঁচ আসনে নির্বাচন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বিধানসভা নির্বাচনের আগেই পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যসভার নির্বাচন করানোর প্রস্তুতি শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন; এমনই খবর কমিশন সূত্রে। আগামী ২ এপ্রিল ২০২৬ রাজ্যের পাঁচ জন রাজ্যসভার সাংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সুব্রত বক্সী, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌসম নূর, সাকেত গোখলে এবং সিপিআইএমের বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। সংবিধান অনুযায়ী, কোনও রাজ্যসভার সাংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক। সেই নিয়ম মেনেই পশ্চিমবঙ্গে এই পাঁচটি আসনে নির্বাচন করাতে হবে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, যদি ২ এপ্রিলের আগেই নির্বাচন সম্পন্ন করতে হয়, তবে মেয়াদ শেষের অন্তত ১৫ দিন আগে ভোটপ্রক্রিয়া শেষ করা বাধ্যতামূলক। সেই হিসেবে মার্চের মাঝামাঝির মধ্যেই নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। ফলে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহের মধ্যেই। অর্থাৎ এসআইআর প্রক্রিয়ার চাপের মধ্যেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে রাজ্যসভার নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়; একই সময়ে মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, অসম, বিহার, ছত্তীসগঢ়, হরিয়ানা এবং হিমাচল প্রদেশেও রাজ্যসভার নির্বাচন হবে। তবে প্রতিটি রাজ্যে পৃথক তারিখে নির্বাচন সম্পন্ন করার নির্দেশ কমিশনের তরফে ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রের দাবি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যসভার ভোট বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বিধায়কদের সংখ্যার ভিত্তিতেই রাজ্যসভার আসনে জয় নির্ধারিত হবে। ফলে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধী বিজেপি; উভয় পক্ষই কৌশলগতভাবে প্রার্থী বাছাই করবে। এখন নজর, তৃণমূল কংগ্রেস এবার কাদের রাজ্যসভার প্রার্থী করবে এবং বিজেপি কোন মুখকে সামনে আনে। রাজ্য রাজনীতিতে সেই ঘোষণাও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

## শীত নয়, ভক্তিই শেষ কথা, গঙ্গাসাগরে বিশ্বাসের ডুব, ভিড়ের চাপে ভাঙছে ব্যবস্থাপনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগর:** কনকনে ঠান্ডাকে তুচ্ছ করে মকর সংক্রান্তির ভোরে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানে মানুষের ঢল। রাতের অন্ধকার কাটতেই সাগরদ্বীপে উপচে পড়েছে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। কুয়াশা, ঠান্ডা হাওয়া আর শীতল জলের বাধা উপেক্ষা করে গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমে স্নান করছেন আট থেকে আশি; সব বয়সের মানুষ। ভোরের মন্ত্রোচ্চারণে বারবার শোনা যাচ্ছে, সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। কপিলমুনির আশ্রম থেকে সমুদ্রতট; সর্বত্র শুধু মানুষের স্রোত। কেউ স্নান সেরে পুজো-অর্চনায় মগ্ন, কেউ দান-ধ্যানে, কেউ সূর্যদেবকে গঙ্গাজল অর্পণ করে প্রণাম জানাচ্ছেন। গোটা এলাকা জুড়ে এক গভীর ধর্মীয় আবেশ। তবে বাড়তি শীতের দাপটে অসুস্থতার খবরও সামনে আসছে।

এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের তরফে স্বাস্থ্য শিবির, অ্যাম্বুল্যান্স, স্বেচ্ছাসেবক ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নজরদারিতে পুলিশ। তবুও ভিড়ের চাপে বারবার হোঁচট খাচ্ছে পরিকাঠামো। সবচেয়ে বড় অভিযোগ, স্নান শেষে পোশাক বদলানোর জায়গা নিয়ে। বহু পুণ্যার্থীর কথায়, ভক্তির পরীক্ষায় পাশ করেছি, কিন্তু ব্যবস্থার পরীক্ষায় ফেল। পর্যাপ্ত চেঞ্জিং রুম না থাকায় বিশেষ করে মহিলা ও প্রবীণদের ভোগান্তি চরমে। আন্তর্জাতিক মানের এই মহামেলায় মৌলিক সুবিধার ঘাটতি ফের প্রশাসনিক প্রস্তুতিকে প্রশ্নের মুখে ফেলল।

## ফর্ম জমা মানেই হয়রানি, এসআইআর ঘিরে নির্বাচন কমিশনের দোরগোড়ায় বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যজুড়ে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় ৭ নম্বর ফর্ম জমা দেওয়া নিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা ও ভয়ভীতির পরিবেশ তৈরি হয়েছে; এই অভিযোগ তুলে বুধবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন জমা দিল বিজেপি প্রতিনিধি দল। একই সঙ্গে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছেও লিখিতভাবে একাধিক নির্দিষ্ট অভিযোগ ও দাবি পেশ করা হয়।

বিজেপির অভিযোগ, বিভিন্ন জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা স্থানীয় প্রশাসন ও শাসকদলের চাপে ফর্ম ৭ নিতে অস্বীকার করছেন। বিষয়টি নিয়ে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তাপস রায় বলেন, সৎ ও সচেতন ভোটাররা সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করতে গেলেই বাধার মুখে পড়ছেন। তাঁর দাবি, বিকেন্দ্রীকৃত স্তরে ফর্ম গ্রহণ না হওয়ায় ভোটাররা ইআরও, এসডিও বা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের দ্বারস্থ হলে প্রশাসনিক সহায়তার বদলে তাঁদের বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, এমনকী গাড়ি আটকানো হচ্ছে।

তাপস রায়ের বক্তব্য, এটা শুধু প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, সরাসরি মৌলিক অধিকারের উপর আঘাত। বিজেপির তরফে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, বর্তমান শত্রুভাবাপন্ন ও অনিরাপদ পরিস্থিতিতে সব ইআরও ও ডিইও-কে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হোক, যাতে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জমা দেওয়া বৈধভাবে স্বাক্ষরিত ফর্ম ৭ গ্রহণ করা হয়। চিঠির সঙ্গে বিধানসভা ভিত্তিক চ্যালেঞ্জ হওয়া ভোটারদের একটি সারসংক্ষেপ তালিকাও জমা দেওয়া হয়েছে। বিজেপির দাবি, অবিলম্বে কমিশনের হস্তক্ষেপ না হলে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা গুরুতর প্রশ্নের মুখে পড়বে।

*গঙ্গাসাগর মেলায় হাজির বিদেশি পর্যটকরা।*

*মানবিক উৎসবে বিবেকানন্দ স্মরণে ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে রক্তদান শিবিরের আয়োজন হল। পুরমাতা সুস্মিতা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে লিন্ডসে স্ট্রিটে রক্তদান কর্মসূচি হয়। উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা সুব্রত বক্সি, মেয়র পারিষদ সদস্য বাবু বক্সি, গোপাল চন্দ্র সাহা এবং বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন সমাজসেবী বিশাল খটিক।*

## অস্থায়ী কর্মীদের বেতন নিয়ে এনবিইউতে উত্তেজনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি:** আমাদের দাবি বৈধ, বাস্তবায়ন চাই। শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কর্মীরা দীর্ঘদিন বেতন-বিতর্কের মুখে। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর সম্প্রতি তাদের তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে, যা বর্ধিত বেতন মেটানোর পথে ছোট আশার আলো জ্বালিয়েছে। তবে, কোষাগার থেকে কি দেওয়া হবে, না কি ১০ কোটির সরকারি গ্রান্ট; এ বিষয়ে অনিশ্চয়তা এখনও রয়েছে। ২০১৮ সালে কিছু অস্থায়ী কর্মীর নিয়োগের অভিযোগে গ্রান্ট বন্ধ হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থ দিয়ে বেতন দেওয়া হত। ২০২৪ সালে ১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে কর্তৃপক্ষ জটিলতায় পড়ে। নতুন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ভাস্কর বিশ্বাস কলকাতায় উচ্চশিক্ষা দপ্তরে তদবির করেন। অস্থায়ী কর্মীদের আন্দোলন ভিত্তিহীন নয়, বলছেন তিনি। তৃণমূল শিক্ষা বন্ধু সমিতির সভাপতি রণজিৎ রায় বলেন, নির্ধারিত সিদ্ধান্ত কার্যকর করা এবং আন্দোলনের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে চাই। এবার তালিকা অনুমোদিত হলে ১০ কোটির গ্রান্ট ফের চালু হতে পারে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন সমস্যা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ। এনবিইউয়ে বর্তমানে ৭৩১ জন অশিক্ষক কর্মী রয়েছেন, যাদের মধ্যে মাত্র ২০৪ জন স্থায়ী।

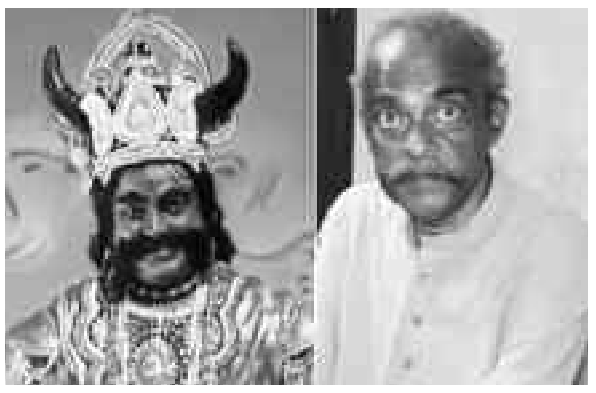

*প্রয়াত অমল চৌধুরী। যাকে 'অমল অসুর' নামেই আপামর বাঙালি চিনত। অশোকনগরের বাসিন্দা অমল চৌধুরী দীর্ঘদিন দুরদর্শন-এ মহালয়ার অনুষ্ঠানে মহিষাসুরের চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বুধবার জীবনাবসান হল তাঁর। জানা যায়, একসময়ে শত শত ছেলেমেয়েকে আঁকা সেখাতেন তিনি। তার সঙ্গে চলত অভিনয়ের টুকটাক কাজ। কিন্তু বিগত দেড়-দু' দশক ধরে অভিনয় দুনিয়া থেকে দূরে থাকা অমল অসুরের সঙ্গী হয়েছিল নিত্য অভাব, অনটন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।*

## ভূগর্ভস্থ জলের গবেষণায় বিশ্বমঞ্চে খড়গপুর, সঙ্গে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ৭৫ কোটির সাহসী বাজি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, খড়গপুর:** খড়গপুর আইআইটির মুকুটে নতুন সংযোজন। বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি পেলেন এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ হাইড্রোজিওলজিস্টের দেওয়া ২০২৫ সালের 'অ্যাপ্লাইড হাইড্রোজিওলজি অ্যাওয়ার্ড' জিতে প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসেবে ইতিহাস গড়লেন তিনি। মেলবোর্নে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কার গ্রহণের সময় আইএএইচ জানায়, নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলির জলসংকট মোকাবিলায় তাঁর গবেষণা বাস্তবসম্মত ও বৈশ্বিক প্রভাবসম্পন্ন। ভূগর্ভস্থ জল দূষণ, জলরসায়ন ও জনস্বাস্থ্যের সংযোগ ব্যাখ্যায় তাঁর কাজ আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত। আগেই জাতীয় ভূ-বিজ্ঞান পুরস্কার ও শান্তি স্বরূপ ভাটনগর সম্মান পেয়েছেন তিনি।

এরই পাশাপাশি প্রযুক্তি-ভিত্তিক ভবিষ্যৎ গড়তে খড়গপুর আইআইটিতে চালু হল ৭৫ কোটি টাকার 'টেক জংশন এনডাউমেন্ট ফান্ড'। ২০০১ ব্যাচের প্রাক্তনীদের উদ্যোগে এই তহবিল নিয়ে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, গবেষণা, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা তৈরির স্থায়ী ভিত গড়াই লক্ষ্য। বিশ্বমানের গবেষণা আর দেশগঠনের স্বপ্ন; দু'দিকেই একযোগে এগোচ্ছে খড়গপুর।

একদিন
# আমার শহর
কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১ মাঘ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার

## মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

■ পৌষ সংক্রান্তি তথা মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে বাংলার মানুষকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ একটি বার্তার মাধ্যমে তিনি এই উৎসবের শুভেচ্ছা ভাগ করে নেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সংক্ষিপ্ত বার্তায় লিখেছেন, সকলকে জানাই মকর সংক্রান্তির আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। উল্লেখ্য,বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পৌষ মাসের শেষ দিনটি পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি হিসেবে পালিত হয়। এটি মূলত একটি শীতকালীন ফসল উৎসব। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, এই দিনেই সূর্য ধনু রাশি ত্যাগ করে মকর রাশিতে প্রবেশ করে। সূর্যের এই দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখী যাত্রার পরিবর্তনের সময়টি নতুন শুরুর প্রতীক হিসেবে উদযাপিত হয়। বাংলার ঘরে ঘরে উৎসবের আমেজ। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে মকর সংক্রান্তি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে।

## অগ্নিকাণ্ড বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে

■ মাত্র সাতদিনের ব্যবধানে তৃতীয়বার অগ্নিকাণ্ডে আতঙ্ক ছড়াল শহরের অন্যতম ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকা বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে। বুধবার সকালেই জনবহুল এই রাস্তায় একটি আসবাবপত্রের দোকান থেকে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তে বদলে যায় পরিস্থিতি। চারপাশের দোকানগুলিতেও কাঠ, পালিশ, থিনার-সহ দাহ্য সামগ্রীর মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়ানোর আশঙ্কা তৈরি হয়। চোখের সামনে বিপদ দেখে দোকানদাররা নিজেরাই ঝাঁপিয়ে পড়েন। কেউ কাঠের ফার্নিচার রাস্তায় নামাচ্ছেন, কেউ গুদামের দরজা ভেঙে মালপত্র বের করার চেষ্টা করছেন। এলাকাজুড়ে তখন ধোঁয়া, চিৎকার আর দৌড়ঝাঁপ। খবর পেয়ে সকাল ১১টা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। সঙ্গে আসে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয় পূর্ণ গতিতে। দমকল ও জরুরি পরিষেবার এক আধিকারিক জানান, আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এখনো পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই। আগুন নেভানোর কাজে যাতে বাধা না আসে, সেই কারণে বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে যান চলাচল সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। বারবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে; শহরের অগ্নি-নিরাপত্তা কতটা সুরক্ষিত?

## ইস্তফা ১৭ বিএলও-র

■ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া ঘিরে হাওড়ায় প্রশাসনিক অস্বস্তি। শুনানি চলাকালীন একসঙ্গে ইস্তফা দিলেন ১৭ জন বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)। বাঁকড়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৪০ থেকে ১৫৭ নম্বর পার্টের বিএলও-রা বুধবার বিডিও মারফত ইআরও-র কাছে ইস্তফাপত্র জমা দেন। ইস্তফাপত্রে তাঁদের বক্তব্য, গত দু'মাস ধরে কাজ করছি, কিন্তু শেষ মুহূর্তে হোয়াটসঅ্যাপে আসা বদলে যাওয়া নির্দেশ পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে। একাধিকবার নির্দেশ পরিবর্তনের ফলে একই ভোটারের কাছে বারবার নথি চাইতে হচ্ছে, ডাকা হচ্ছে শুনানিতে। এতে ভোটারদের ক্ষোভ বাড়ছে, যার সরাসরি আঘাত পড়ছে বিএলও-দের উপর। ভোটারদের চোখে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা শেষ, এই অভিযোগ তুলে বিএলও-রা জানান, কটু কথা ও অপমান সহ্য করতে হচ্ছে তাঁদের। সামাজিক সম্মানহানি ও চরম মানসিক চাপে ভেঙে পড়ে তাঁরা এসআইআর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চান। এই ঘটনায় এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে প্রশাসনিক মহলে। এখন দেখার, ইস্তফা গৃহীত হয় কি না।

মকর সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে পুণ্যার্থীদের ঢল। গঙ্গাসাগরে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

## মাঘেও ঠান্ডার দাপট থামবে না, পূর্বাভাস আলিপুরের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** মহানগরের তাপমাত্রার ওঠানামা দেখে রাজ্যের শীতের প্রকৃত ছবি ধরা পড়ছে না। কলকাতা বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই এখন কনকনে ঠান্ডার আধিপত্য। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর শীত যেন বাড়তি সময় নিয়ে মাঠে নেমেছে। পৌষের শেষ দিনে দাঁড়িয়ে আবহাওয়াবিদদের ইঙ্গিত; এই ঠান্ডা মাঘেও কাটবে না। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, আগামী সাতদিন রাজ্যের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তির সময়ও শীতের ধার কমবে না। তাঁর কথায়, মাঘের শুরুতেও দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে স্বাভাবিকের নীচেই থাকবে রাতের তাপমাত্রা। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য কম। বুধবার সকালে দার্জিলিঙের কিছু জায়গার তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসে। সার্বিভাবে পাহাড়ি শহরে ন্যূনতম তাপমাত্রা ৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ছিল। রাজ্যের সমতলভূমির মধ্যে এদিন সব থেকে বেশি ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে শ্রীনিকেতনে। ৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তারপরেই রয়েছে কোচবিহার ও বাঁকুড়া। এই দুই জায়গায় দেখা গেছে ৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়া জলপাইগুড়িতে ৯.৬ ডিগ্রি, কল্যাণীতে ৯.৮, বহরমপুরে ১০.২ ডিগ্রি ও মেদিনীপুরে ১১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতায় পারদের সামান্য ওঠানামা থাকলেও জেলাগুলিতে ঠান্ডার দাপট বজায় থাকবে। বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চল ও জঙ্গলমহলে শীতের কামড় আরও তীব্র হতে পারে। আজ বৃহস্পতিবারের তাপমাত্রা এই শীতের ছবিকে আরও স্পষ্ট করবে বলে ইঙ্গিত।

## জীবিত ব্যক্তি মৃত হবে না, এসআইআর নিয়ে কড়া কমিশন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যে চলমান এসআইআর প্রক্রিয়া ভোটার তালিকা আরও নিখুঁত করার লক্ষ্যেই শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাজ বা উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে না। তবু বাস্তব চিত্র সামনে আসতেই প্রশাসনিক স্তরে নজরদারির ঘাটতি নিয়ে আলোচনা জোরালো হয়েছে। সংশোধনী পর্বে এমন একাধিক নাম ধরা পড়েছে, যাঁদের এসআইআর নথিতে 'মৃত' হিসেবে উল্লেখ থাকলেও তাঁরা বাস্তবে জীবিত।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের ১৮টি জেলায় মোট ৯৭ জন ভোটারের ক্ষেত্রে এই অসঙ্গতি চিহ্নিত হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, এর মধ্যে ৭০ জনের নাম চিহ্নিত করেছে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপির তরফে পাওয়া গেছে ৪ জনের নাম। বাকি নামগুলি যাচাই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে উঠে এসেছে।

সংখ্যার নিরিখে দক্ষিণ ২৪ পরগনা শীর্ষে। মেটিয়াবুরুজে ২৩ জন ও কাকদ্বীপে ১ জন; জেলায় মোট ২৪ জন। কোচবিহারের ৬টি বিধানসভায় ১৬ জন, পূর্ব বর্ধমানে ৯ জন, হাওড়া ও হুগলিতে ৭ জন করে এই তালিকায় রয়েছেন। তৃণমূলের বক্তব্য, উদ্দেশ্য সঠিক, কিন্তু মাঠপর্যায়ের যাচাই আরও সতর্ক হওয়া জরুরি। তাঁদের আশঙ্কা, এমন ভুল চলতে থাকলে প্রকৃত ভোটারদের ভোগান্তি বাড়তে পারে। কমিশনের নির্ভুলতার লক্ষ্য অটুট রেখেই এই ত্রুটি সংশোধনের দাবিই এখন রাজনৈতিক মহলের মূল উদ্দেশ্য।

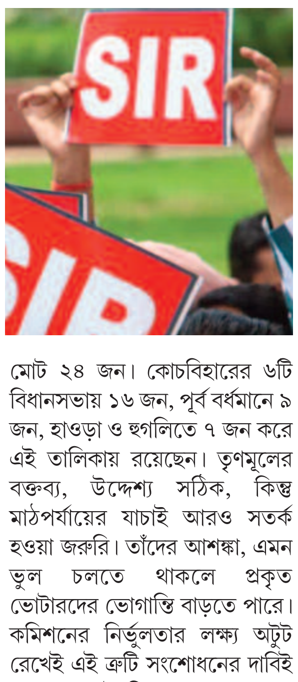


এদিকে সিইও দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, সামনে আসা প্রতিটি অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভুলবশত যাঁদের 'মৃত' বা অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাঁদের নথি পুনরায় যাচাই করে সংশোধনের প্রক্রিয়া চলবে। কমিশনের স্পষ্ট আশ্বাস, যোগ্য কোনও ভোটারের নামই চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ যাবে না।

তবে পর্যবেক্ষকদের মতে, ভুয়ো নাম, শুনানি ও তালিকা সংশোধন ঘিরে একের পর এক অভিযোগ সামনে আসায় এসআইআর প্রক্রিয়া এখন নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আলোচনার কেন্দ্রে।

### লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির নামে ভোটাধিকার কাটা
## মহিলা ভোটার ইস্যুতে তৃণমূলের তোপ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির অজুহাতে বৈধ মহিলা ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার সুপরিকল্পিত চেষ্টা চলছে; এই অভিযোগে বুধবার ফের নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। সাংবাদিক বৈঠক থেকে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের দাবি, এই প্রবণতা কোনও একটি এলাকায় সীমাবদ্ধ নয়, রাজ্যের একাধিক জেলায় একই ছবি ধরা পড়ছে।

এই অভিযোগের পটভূমিতে উঠে এসেছে বাঁকুড়ার খাতড়ার ঘটনা। মঙ্গলবার একটি রহস্যজনক গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় হাজার হাজার এসআইআর ফর্ম ৭। তৃণমূলের অভিযোগ, ফর্মগুলি আগে থেকেই পূরণ করা ছিল এবং সেগুলি কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। দলের বক্তব্য, এটা নিছক প্রশাসনিক ত্রুটি নয়, পরিকল্পিতভাবে বৈধ ভোটারদের নাম ছাঁটাই করার চেষ্টা। মঙ্গলবার বিষয়টি প্রকাশ্যে এনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

## এসআইআর শুনানি কমিশনের তাগাদা, নথি আপলোডে কঠোর নির্দেশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** নথি সময়মতো আপলোড করতে হবে, বিলম্ব গ্রহণযোগ্য নয়। কলকাতায় স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) শুনানি নিয়ে নির্বাচন কমিশন সতর্ক। সিইও মনোজ আগরওয়াল জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের ডিইও ও ইআরও-দের জন্য বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। শুনানি প্রক্রিয়ার গতি কম হওয়ায় কমিশন বলেছেন, শৃঙ্খলাভঙ্গ করলে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

ড্যাশবোর্ডে রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, আনম্যাপড ২০ লক্ষের মধ্যে মাত্র ১০ লক্ষ নথি আপলোড হয়েছে। কমিশনের নির্দেশ, নথি ছাড়া হাজির ব্যক্তি থাকলে বিএলওদের অতিরিক্ত সময় না দিয়ে নির্ধারিত নিয়মে শুনানি সম্পন্ন করতে হবে। উত্তরবঙ্গের সাত জেলায় বিশেষ নথি ছাড়া অন্য কোনও প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না। সিইও জানান, ডিইও-দের ছ'দফা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে শুনানির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণও ট্র্যাক করা যায়। মোট ৮০,৬৮১ বুথ লেভেল অফিসার দায়িত্বে আছেন, প্রতিদিন গড়ে ১৪০টি নোটিস বিতরণ করতে হবে। কমিশন সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন ৭ ফেব্রুয়ারি।

রাজনীতিবিদরা বলছেন, সঠিকভাবে এসআইআর কার্যক্রম না হলে ভোটারদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কমিশনের তাগাদা স্পষ্ট; নিশ্চিত করতে হবে, কোনও বৈধ ভোটার বাদ না পড়ুক। এই নির্দেশনা অনুযায়ী নথি ও ছবি আপলোডে কোনও রকম বিলম্ব মেনে নেওয়া হবে না। প্রস্তুত ডেটা দ্রুত আপলোড করতে ডিইও-দের প্রতি কমিশনের বার্তা কঠোর।

## শুনানিতে হাজিরা দেবের, কমিশনকে মানবিক হওয়ার আর্জি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বুধবার এসআইআর-এর শুনানির পর এসআইআরের কাজে যুক্ত সকলকে কুর্নিশ জানালেন অভিনেতা দেব। ছবিও তোলেন তাঁদের সঙ্গে। বুধবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ যাদবপুরের কাটজুনগর স্বর্ণময়ী বিদ্যাপীঠে শুনানিতে হাজিরা দেন তারকা সাংসদ দেব। নথি পেশের পর বেরিয়ে কমিশনকে মানবিক হওয়ার আর্জি জানান দেব। বলেন, আমাদের লাইনে দাঁড়াতে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু যাঁরা বৃদ্ধ, অসুস্থ তাঁদের লাইনে দাঁড়ানো সমস্যার। কমিশনকে বলব, তাঁদের যদি বাড়ি গিয়ে প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করা যায়। রাজ্যে এসআইআর-এর শুনানি পর্ব চলছে। নথিতে গরমিলে তলব করা হচ্ছে ভোটারদের। অভিযোগ, দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে বৃদ্ধ, অসুস্থদেরও। শুনানিতে ডাক পেয়েছেন জয় গোস্বামী, মহম্মদ শামি, লক্ষ্মীরতন শুক্লা-সহ বহু বিখ্যাতরা। সেই তালিকায় নাম ছিল ঘাটালের সাংসদ তথা অভিনেতা-পরিচালক দেবেরও। নোটিস পাঠিয়ে বুধবার তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়। এদিন নির্দিষ্ট সময়েই যাদবপুরের কাটজুনগর স্বর্ণময়ী স্কুলে পৌঁছন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে একনজর দেখতে উপচে পড়ে ভিড়। গাড়ি থেকে নেমে সোজা স্কুলের ভিতরে চলে যান দেব।

## ভোটাধিকার চাইলেন দুই প্রবাসিনী

■ ভারতের নাগরিকত্ব পেয়েছেন, এই দাবিতেই এবার ভোটাধিকার চেয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হলেন দুই বিদেশিনী। বিষয়টি ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল তৈরি হয়েছে। সংবিধান ও নির্বাচনী আইন স্পষ্ট করে বলছে, শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকরাই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। সেই জায়গা থেকেই প্রশ্ন, কীভাবে এই দুই মহিলা নাগরিকত্ব পেলেন? ইস্কনের মায়াপুরে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী বদ্রেশরি দেবী দাসী ও রুকমাবতী দেবী দাসীর দাবি, দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতে রয়েছেন তাঁরা। দীক্ষার পর এই নামেই পরিচিত। বদ্রেশরি আদতে ইউক্রেনের বাসিন্দা, রুকমাবতী রাশিয়ার। তাঁদের বক্তব্য, নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথি কমিশনের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে, যদিও সরকারি স্তরে এখনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি। এসআইআর প্রক্রিয়া চলায় এই সময়কেই ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য বেছে নিয়েছেন তাঁরা।

## নবান্নের সামনে নয়, বিকল্প স্থান বেছে নিয়ে ধর্নার প্রস্তাব হাইকোর্টের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** নবান্নের সামনে ধর্না দিতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আদালত এখনও কোনো চূড়ান্ত নির্দেশ দেননি। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ জানিয়েছেন, নবান্ন বাসস্ট্যান্ড বা মন্দিরতলা বাসস্ট্যান্ডে ধর্না করা যেতে পারে; একটি জায়গা বেছে আদালতকে জানাতে হবে। শুভেন্দুর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, ১৫-১৬ জন বিধায়ককে নিয়ে শান্তিপূর্ণ ধর্না কোনও নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে না। ২০২৩ সালে শাসক দলকেও রাজভবনের সামনে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, এবারও একই যুক্তি প্রযোজ্য। ধর্নার কারণ স্পষ্ট, ৮ জানুয়ারি ইডি আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও সংস্থার অফিসে তল্লাশি চালায়। শুভেন্দু অধিকারীর ভাষ্য অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলীয় নথি নিয়ে গেছেন, যা তল্লাশির প্রক্রিয়ায় বিতর্ক তৈরি করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় ৯ জানুয়ারি তৃণমূল সাংসদরা দিল্লিতে ধর্না করেন।

শুভেন্দু অধিকারীর আবেদন, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে ধর্না চালানোর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। আদালত এরপর লিখিত নির্দেশ দেবে। ২০০ জনের বেশি নয়, মাত্র ১৫ জন বিধায়ক অংশগ্রহণ করবেন। শুভেন্দুর প্রতিশ্রুতি, মাইক ব্যবহার করা হবে না, স্বল্প সময়ের জন্য হলেও প্রতিবাদ করা হবে। এ ব্যাপারে পুলিশের কাছে অনুমতি চাওয়া হলেও, পুলিশ জানায় নবান্নের সামনে জায়গা ছোট অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। নবান্নের পরিবর্তে মন্দিরতলা বাসস্ট্যান্ডের সামনে ধর্না কর্মসূচি করা যায়। পাশাপাশি নবান্নের সামনে বিএনএস ১৬৩ জারি থাকে। আইনজীবী আরও জানান, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, ধর্না যে কোনও নাগরিকের মৌলিক অধিকার। সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না। ২০২৩ সালে রাজভবনের সামনে শাসক দলকে টানা পাঁচদিন ধর্না করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিরোধী দলনেতাকে সিআরপিসি ১৪৪ ধারার অজুহাতে পুলিশ সেই অনুমতি দেয়নি। পরে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হলে আদালত সেই অনুমতি দেয়। ফলে নবান্নের সামনে বিএনএস ১৬৩ ধারা লাগু একটা অজুহাত। পুলিশ আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ বা বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে, কিন্তু ধর্না বা র‍্যালি বন্ধ করতে পারে না।

## সংগঠনের রাশ শক্ত হাতে, জেলায় জেলায় দায়িত্ব বণ্টনে বিজেপির কড়া বার্তা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** সংগঠনই শক্তি, আর সংগঠনের শিরায় শিরায় শৃঙ্খলা এই বার্তাকে সামনে রেখেই বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিতে বড়সড় সাংগঠনিক রদবদল করলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ২০২৫ থেকে ২০২৭—এই তিন বছরের জন্য রাজ্য জুড়ে সাংগঠনিক জেলাগুলির দায়িত্বপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে অবিলম্বে। নেতৃত্বের এই পুনর্বিন্যাসে স্পষ্ট, আসন্ন রাজনৈতিক লড়াইয়ের আগে সংগঠনকে আরও চনমনে ও গতিশীল করতেই এই পদক্ষেপ।

উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ; প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ জেলায় অভিজ্ঞ ও পরিচিত মুখদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং থেকে শুরু করে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ; উত্তরবঙ্গের সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন ছক কষেছে বিজেপি। একই সঙ্গে কলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলি; উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, যাদবপুর, ডায়মন্ড হারবার, জয়নগর, মথুরাপুরেও দায়িত্বে আনা হয়েছে নির্দিষ্ট ইনচার্জদের।

মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গেও কম নয় চমক। হাওড়া শহর ও গ্রামীণ এলাকা, শ্রীরামপুর, হুগলি, আরামবাগ, তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া, আসানসোল, বর্ধমান, কাটোয়া, বোলপুর; প্রতিটি জেলায় আলাদা করে সাংগঠনিক দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। বীরভূম সাংগঠনিক জেলার ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত হয়েছে ইনচার্জের নাম।

দলীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, এটা শুধুই নামের তালিকা নয়। প্রতিটি জেলার জন্য ভাবনা, পরিকল্পনা আর দায়িত্বের স্পষ্ট রূপরেখা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই নিয়োগের মাধ্যমে বিজেপি এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছে; একদিকে সংগঠনকে শাণিত করা, অন্যদিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার প্রস্তুতি আরও মজবুত করা। অভিজ্ঞ সাংগঠনিক মুখদের দায়িত্ব দিয়ে জেলার স্তরে কর্মসূচি, আন্দোলন ও ভোট-রাজনীতিতে গতি আনাই মূল লক্ষ্য। সব মিলিয়ে, শমীক ভট্টাচার্যের ঘোষণায় স্পষ্ট ইঙ্গিত; আগামী লড়াইয়ের ময়দানে নামার আগে দল আর কোনও ঢিলেমি রাখতে নারাজ।

মা-মাটি-মানুষের সরকারের গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছরের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে 'উন্নয়নের পাঁচালি'তে। এদিন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের স্বনামধন্য অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিককে উন্নয়নের পাঁচালি-সহ সম্মাননা স্মারক ও উত্তরীয় পরিয়ে অভিনন্দন জানাল তৃণমূল। রঞ্জিত মল্লিক বাংলার শিল্প সংস্কৃতির অন্যতম ব্যক্তিত্ব, যিনি বাংলার নাম গৌরবান্বিত করেছেন। তাঁর হাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি তুলে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক ব্যানার্জি।

## এসআইআর সম্পূর্ণ না হলে ভোট নয়, বার্তা শমীকের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** যদি আমাদের অভিযোগ উপেক্ষা করা হয়, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হবে না। এভাবেই এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে তোপ দাগলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সিইও মনোজ আগরওয়ালের নজরে আনা এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজকে ঘিরে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। ভোটার তালিকার সংশোধন নিয়ে একাধিক আপত্তি জানিয়ে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যাতে চূড়ান্ত তালিকায় কোনও বৈধ ভোটার বাদ না পড়ে এবং অবৈধ ভোটার অন্তর্ভুক্ত না হয়।

তিনি স্পষ্ট করেন, বুথে পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী ও নিরপেক্ষ নিরাপত্তা না থাকলে আমাদের ভোটার অধিকার সুরক্ষিত হবে না।

বিজেপির তরফে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। দলের দাবির মধ্যে রয়েছে খসড়া ভোটার তালিকার ওপর সরাসরি 'অন-স্পট' নজরদারি এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় অভিযোগ অনুযায়ী, বুথ লেভেল অফিসার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের ভূমিকা যথাযথ নয়। কমিশনের উচিত রাজ্যে এসে নিজেই পুরো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা। শমীক ভট্টাচার্য বলেন, আমরা চাই কার্যক্রম স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হোক। ন্যায্য ভোট নিশ্চিত না হলে রাজনৈতিক পরিণতি এড়ানো যাবে না। রাজ্যের রাজনীতি ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত, ভোটার তালিকা সংশোধনের বিষয়টি নতুন করে কেন্দ্রীয় নজরদারি ও রাজ্য, কেন্দ্র সম্পর্ককে আরও তীব্র করেছে। এসআইআর প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, দ্রুত নথি আপলোড এবং বিএলওদের কার্যকারিতা সকলের নজরদারিতে এসেছে।

## সম্পাদকীয়

# এক শ্রেণির দালালদের ওপর রাজ্য সরকারের পক্ষপাতিত্বে বিপন্ন ডেকরেটর ব্যবসায়ীরা

রাজ্য সরকারের পক্ষপাতিত্বের জেরে বিপন্ন হয়ে পড়ছে এ রাজ্যের ডেকরেটর শিল্প। বিশেষ করে ছোট ছোট ডেকরেটররা। চরম সঙ্কটে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কয়েকশো ব্যবসায়ী, কর্মচারি ও তাঁদের পরিবার। আগামীদিনে তাঁরা কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের একমাত্র ভরসা রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছেন ডেকরেটর ব্যবসায়ীরা। তাঁদের ধারণা এভাবে আর কিছুদিন চললে তাঁদের ব্যবসাপত্তর গুটিয়ে ফেলতে হবে। গোটা পরিস্থিতির জন্য তাঁরা দায়ী করছেন রাজ্য সরকারের পক্ষপাতমূলক মনোভাবকে। তার জেরেই বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁরা। এখন সমস্যাটা কোথায়? তাঁদের অভিযোগ,জরুরি পরিস্থিতি থেকে শুরু করে রাজ্যের প্রায় সমস্ত ছোট-বড় অনুষ্ঠান সফলভাবে পরিচালনা করলেও সরকারিস্তরের সমস্ত বড় বড় অনুষ্ঠানের বরাত তাঁরা পাচ্ছেন না। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সমস্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ওই টেন্ডার প্রক্রিয়ায় তারা অংশই নিতে পারছেন না। ফলে বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁরা। ডেকরেটর মালিকদের ইউনিয়নের বক্তব্য, এমন অনেক সংস্থা টেন্ডার পেয়ে যাচ্ছে, বাস্তবে যাদের ডেকরেশন শিল্পে কাজেরই অভিজ্ঞতা নেই, পরিকাঠামোও নেই। এমনকি বাঁশ থেকে দড়ির মতো ন্যূনতম সরঞ্জামটুকুও নেই। কিন্তু কাজ তাঁরাই পেয়ে যাচ্ছেন। অথচ দীর্ঘদিন ধরে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করা সত্ত্বেও ডেকরেটারদের কায়দা করে সেই টেন্ডার থেকে দূরে রাখা হচ্ছে। আর সেই জায়গা দখল করে মুনাফা করছে এক শ্রেণির হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা ব্যবসায়ী। যাঁরা এই শিল্পের সঙ্গেই যুক্ত নয়। শুধুমাত্র সরকারি মদতে তাঁরা জায়গাটা দখল করে আছে। ফলে মার খাচ্ছে ডেকরেটর শিল্প। আরও আছে। সরকারের ছোটখাটো টেন্ডার যা আসছে, সেগুলোর কাজ শেষ করেও সময়মতো টাকা মিলছে না। বাজার থেকে ধার করে সরকারি কাজ করতে হয়। কিন্তু বিলের টাকা পেতে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। এতে তাঁদের ওপর আর্থিক চাপ ক্রমশ বাড়ছে। সবমিলিয়ে নাভিশ্বাস ডেকরেটর ব্যবসায়ীদের।

### শব্দছক ৪৪

রবি দাস

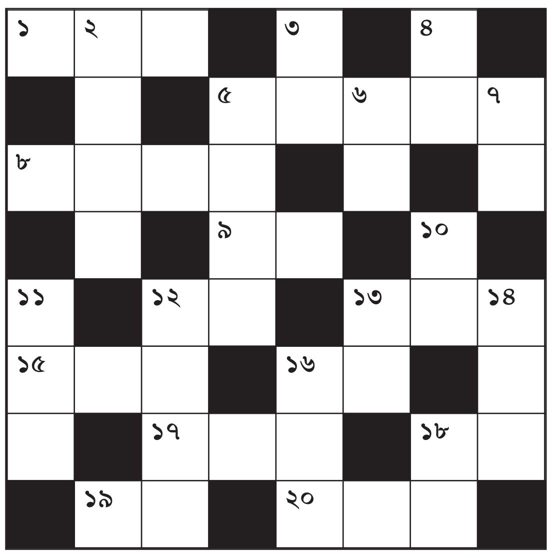

**পাশাপাশি:** ১. শক্তিমত্তা ৫. জীবন শেষের ক্ষণ ৮. মিথ্যাবাদী ৯. তৈরী করা ১২. মস্তক ১৩৬. বিবাদীয় গন্ডগোল ১৫. নয়তো ১৬. ব্যতিরেকে ১৭. ইত নিম্নমানের ১৮. কেল্লা ১৯. ঘোড়া ২০. বিদ্যুৎ

**ওপর-নিচ:** ২. ছন্দতালে অপটু ৩. ভুল ৪. চক্র ৫. বিপুলদেহী সাপ ৬. মন বা হৃদয় ৭. আয়ত্ত ১০. কলক্তা-ছোঁওয়া পুণ্য-নদী ১১. অনুনয় ১২. শিবের আস্তানা ১৩. খানা-তল্লাসীর জন্য আগমন ১৪. মাকড়সা ১৬. ক্ষান্ত ১৮. সঙ্গীত-রাগে কেপ্রকার গায়কী

**সমাধান ৪৩ — পাশাপাশি:** ২. সাহসিনী ৫. মধুর ৭. শিব ৮. চোনা ৯. আনত শির ১১. বেল ১২. নর ১৩. মদ ১৪. গুয়া ১৬. অধুনালুপ্ত ১৮. বরা ১৯. বাপ ২০. চশমা ২১. কানপুর

**ওপর-নিচ :** ১. কামচোর ২. সার ৩. সিঞ্চন ৪. বিবর ৬. ধুনা ৭. শিশির ৯. আল ১০. তনয়া ১১. বেদনা ১৩. মধুপ ১৪. গুপ্ত ১৫. মারামারি ১৬. অবাধ ১৭. লুণ্ঠন ১৮. বশ ২০. চর

### আজকের দিন

■ **১৭৫৯** — লন্ডনে ব্রিটিশ জাদুঘর খোলা হয়।

■ **১৯৪৯** — ভারতের সেনাবাহিনী দিবসে প্রথম ভারতীয় কমান্ডার-ইন-চিফের দায়িত্ব গ্রহণ উদযাপন করা হয়।

■ **২০০১** — উইকিপিডিয়া, বিনামূল্যের অনলাইন বিশ্বকোষ, চালু হয়।

### জন্মদিন

**১৯৫১** *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রীতীশ নন্দীর জন্মদিন।*

**১৯৫৬** *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মায়াবতীর জন্মদিন।*

**১৯৬৪** *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ভানুপ্রিয়ার জন্মদিন।*

মায়াবতী

## ডায়মন্ড হারবার ও যাদবপুর

# ভুতুড়ে ধামের সবুজ সেবাশ্রয়ে গৈরিক গুনিন

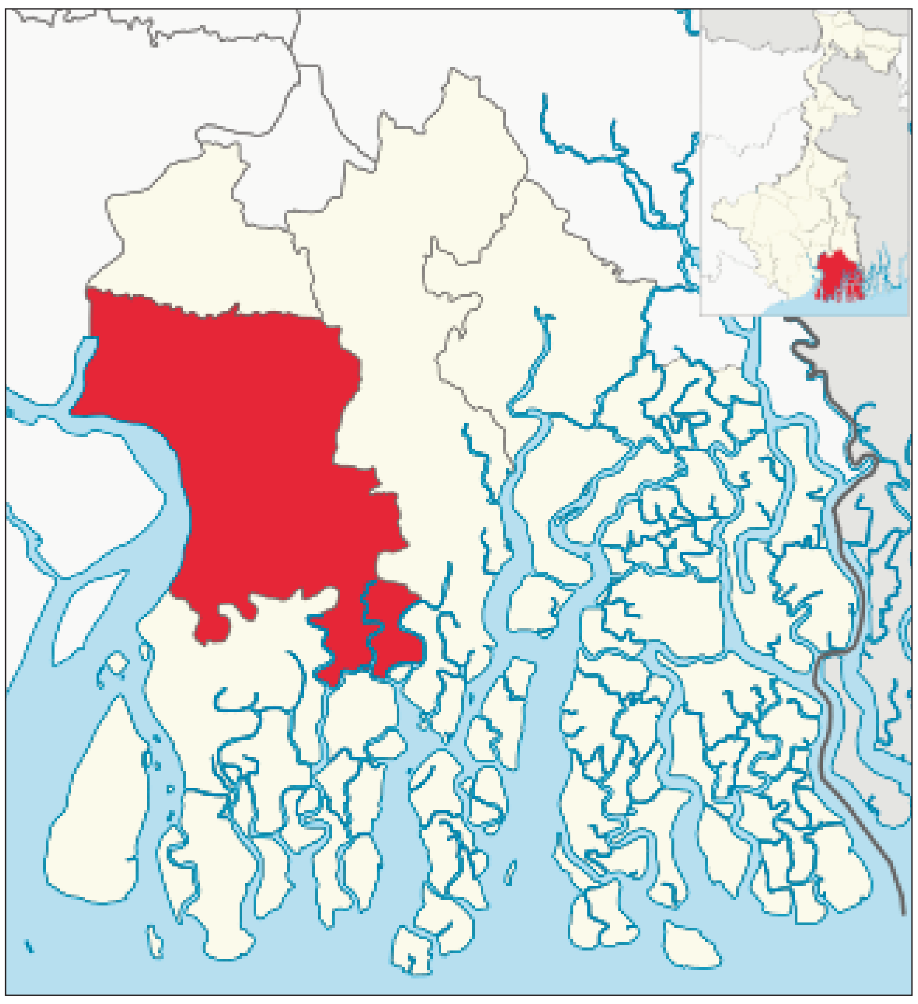

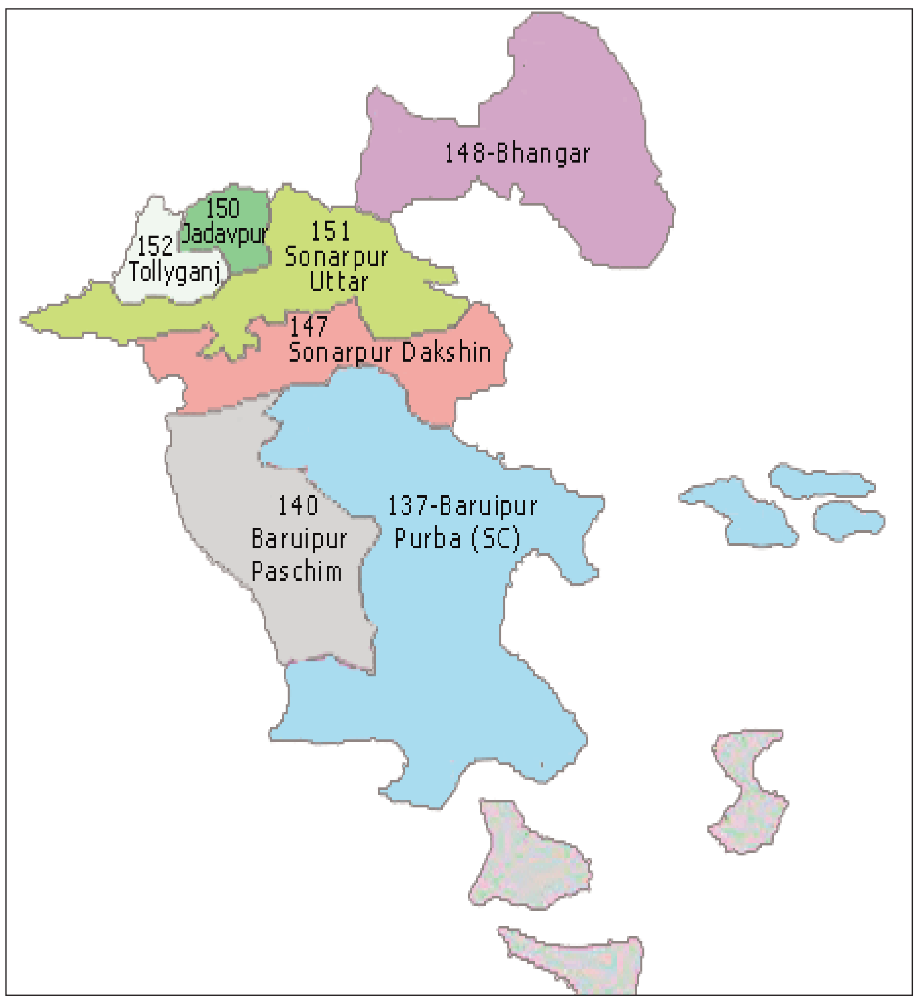


**সুবীর পাল**

রাজ্য রাজধানী কলকাতার বুক চিরে রাস্তাটি সোজা চলে গিয়েছে একেবারে নাম বরাবর দক্ষিণবঙ্গের সাগর ছুঁই ছুঁই ভূখণ্ডে। নাম তার ডায়মন্ড হারবার। লোকসভার নাম যে তাই। আবার রাস্তাটির নামও যে তালে তাল মিলিয়ে রাখা হয়েছে দাদরা ও কাহারবা বোলের বোল তুলে। নামটি যে ডায়মন্ড হারবার রোড। ভাবুন সেই শশব্যস্ত রাস্তা দিয়ে চলেছে এক অদ্ভুরে দর্শনের গরুর গাড়ি। একেবারে হাস্যকর ছন্দে। তবে কি আপনি একবারও মুচকি হাসবেন না? রাজনৈতিক পাঠশালাতেও তো কখনও কখনও চুটকির উদ্রেক হয় নাকি?

যেমন ধরুণ, ‘একেতে গরুর গাড়ি। তাতে আবার হেডলাইট।’

কথাটা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। গরুর গাড়ি বলতে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে তিনি বুঝিয়েছেন, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস’কে। সারা দেশের নিরিখে আদতে এই আঞ্চলিক দলটির কঙ্কালসার চেহারার কথাই তিনি উপমার মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন অনেকটা ঘুরিয়ে নাক দেখানোর আদলে। চরিত্রগতভাবে রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ অথচ সর্বভারতীয় ইমেজ হাইজ্যাক করার তৃণমূলী এ হেন প্রয়াস সম্পর্কে এমন কথা বলতে গিয়ে তিনি আরও উল্লেখ করেন, ‘কে যুবরাজ? কে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান সেকেন্ড ইন কমান্ড? ওই দলের সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আমি রাজনৈতিক শিষ্টাচার মেনে অবশ্যই সমালোচনা করতে পারি। এর বাইরে আমি তৃণমূলের কাউকে মানি না।’ অনেকটা তাচ্ছিল্যের স্বরে বিরোধী দলনেতা মন্তব্য করেন, ‘যাঁর কথা উঠছে তিনি আবার রাজনৈতিক নেতা কবে থেকে হলেন? ২০১১ সাল পর্যন্ত সিপিএমের বিরুদ্ধে সেই রক্তক্ষয়ী টিএমসি আন্দোলনের সময় তিনি কোথায় ছিলেন? রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাই বা কি রয়েছে? উনার এত বিপুল আয়ের উৎস কি? উনি তো সুখের পায়রার মতো উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন ওই দলে। আমি উনার মতো হেলিকপ্টার চড়া বা ঘরে এস্কেলেটর লাগানো নেতা নই। উনার একমাত্র পরিচয় হলো কয়লা, গরু, বালি, পাথর, চাকরি বিক্রি, রেশন সহ হাওলা কেলেঙ্কারির আসল নাটের গুরু। লিপস এন্ড বাউন্সের ব’কলমে উনি তো দেশের টাকা নানা জনের মাধ্যমে বিদেশী বান্ধবীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও ঢেলেছেন। পিসির কোল থেকে নেমে এবং পুলিশ বেষ্টনী ছেড়ে ডায়মন্ড হারবার সহ রাজ্যের যে কোনও এলাকায় একটিমাত্র বুথে জিতে দেখাক, তবে বুঝবো উনি একজন নেতা। গেঞ্জির বুক পকেট কি জিনিষ জানেন?’

শুভেন্দু অধিকারীর এরকম লাগাতার বেনজির আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু যে ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তা মনে হয় সদ্যজাত শিশুর অনুমান করতে খুব একটা কাঠখড় পোড়াতে হবে না। তবে এইসব অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতাকে। তিনি বলেন, ‘চূড়ান্ত হতাশা থেকে মানুষের ভুলভাল বকাটা একটা সহজাত দৃষ্টান্ত। উনিও এর ব্যতিক্রম হতে পারেন না। বাপের ব্যাটা হলে আমার বিরুদ্ধে যে কোনও একটা বেনিয়মের অভিযোগ প্রমাণ করে দেখাক। আমি ওয়াশিং মেশিনে ব্যবহৃত হতে বিজেপিতে কখনও যাব না উনার মতো। তিনি তো আবার গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল গোছের মানুষ। আমার পিছনে ইডি, সিবিআই লাগিয়ে কিচ্ছু হবে না। দশ পয়সার দুর্নীতি আমার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হলে আমি প্রকাশ্যে স্বেচ্ছায় ফাঁসিতে ঝুলে যাব।’ এমনতর রাজনৈতিক তরজার কিন্তু এখানেই শেষ নয়। গত লোকসভা ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে ডায়মন্ড হারবার আসন থেকে সবাইকে কার্যত হতবাক করে, বিপুল মানে অভাবনীয় বিপুল ভোটে জয়লাভ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নয়াদিল্লির যাত্রা নিশ্চিত করেছিলেন। কিন্তু এখানেও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি রাজ্য রাজনীতিতে ‘ভাইপো’ হিসেবে বহুল কথিত ঘাসফুলের এই আইপ্যাক নির্ভর নেতাকে। ওই ভোটে গো-হারা হেরে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির অভিজিৎ দাস ওরফে ববি হেস্তনেস্ত চাইতে দৌড়ে ছিল কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে। এজলাসে ববি লিখিত নালিশ করেন বিভিন্ন তথ্য সহকারে যে, বিজিত সাংসদ নির্বাচনী বৈধতা লঙ্ঘন করে বিভিন্ন কারচুপি সহযোগে তাঁকে অন্যায় ভাবে পরাজিত করেছেন। মামলার গতিপ্রকৃতি যেভাবে এগিয়েছে তাতে সাম্প্রতিক কালে অভিযুক্তকে সশরীরে উপস্থিত থাকতে বাধ্য হতেও হয়েছিল।

ডায়মন্ড হারবার লোকসভা অঞ্চলের আবর্তে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করতে গেলে যেকোনও পরিস্থিতিতেই উপরিউক্ত আলোচনা বা সমালোচনা কি যে ভীষণ রকমের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তা প্রকৃতই কল্পনাতীত। এইসব রাজনৈতিক বিতর্ক এবং ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র যেন আক্ষরিক অর্থেই পারস্পরিক কায়া ও ছায়ার সম্পৃক্তে পরিণত হয়েছে বর্তমান সময়ে।

ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের অনুকরণে অনৈতিকতার থোক থোক জলছাপ লেগে রয়েছে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের পার্লামেন্টেরিয়ানকে ঘিরেও। তবে এখানকার সাংসদ সায়নী ঘোষের বিরুদ্ধে ওঠা গুঞ্জন অনেকটাই ভিন্নতর। প্রকৃত রাজনৈতিক কাহিনীটা এটাই যে, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা মতো যাদবপুর সংসদীয় আসন প্রসঙ্গেও নানা আড্ডায় কান পাতলে বিভিন্ন ঠেকের অন্যতম ফিসফাস হলো, দুইজন সাংসদই হলেন তৃণমূলের সঙ্গে সংযুক্ত যুব নেতানেত্রী। আর উভয়ের বিরুদ্ধে আজও রয়েছে গেছে অবৈধ লেনদেনের সঙ্গে জড়িত থাকার মারাত্মক রকমের অমীমাংসিত অভিযোগ।

সায়নী ঘোষ উপর অভিযোগের কালো কালির ছোপটা লেগেছিল ২০২৩ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে। যেখান থেকে এখনও কিন্তু তিনি ক্লিন চিট পেয়েছেন এমনটা নয়। মামলাটা আফটার অল বিচারাধীন।

একসময়ের টলিউডি টিভি সিরিয়াল খ্যাত তথা তৃণমূল সুপ্রিমোর আখ্যায়িত ‘স্ট্রিট ফাইটার’ সায়নী ঘোষ বাস্তবিকই ইডির তদন্তের আতশকাচের নিচে আসেন ২০২৩, ৩০ জুন। ১১ ঘণ্টা ইডির কলকাতা স্থিত দফতরে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে যোগসূত্র খুঁজে পায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দলটি তৃণমূলের অপর যুব নেতা কুন্তল ঘোষের বিরুদ্ধে। বড়মাপের একাধিক সম্পত্তি সংক্রান্ত বেআইনি লেনদেন সঙ্গে এই দুই যুব ঘোষের একটা সেতু বন্ধন রয়েছে বলে ইডির প্রাথমিক সন্দেহ।

তবে নিজের বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে আজ তিনি যাদবপুর থেকে নির্বাচিত সাংসদ। গত লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূলের ভোট প্রার্থী হয়েই মিডিয়ার ক্যামেরাকে সাক্ষী করে মাছ কিনতেন বেশ ঘটা করে। যাদবপুর লোকসভা এলাকার একটি মাছের বাজার থেকে। তখন তাঁর ভাবখানা এমনই, দেখ দেখ আমজনতা, আমি তোমাদেরই লোক। সময়ের নিয়মে নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে গেছে বছর দেড়েক। প্রার্থী থেকে তিনি সাংসদও হয়েছেন। তারপর যা হবার তাই হলো। ক্যামেরার লেন্সে তাঁর আর মাছ কেনার ছবি ধরা পড়ে না এখন। এমতাবস্থায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই কবিতাটি মনে পড়ে খুব যাদবপুরবাসীর অন্তরে অন্তরে, ‘কেউ কথা রাখেনি। কেউ কথা রাখে না।’

দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে। তখন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা আসন থেকে জিতেছিল সিপিআই। ১৯৬৭ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এখান থেকে টানা ১২ বার সিপিএম জয় পেয়েছিল। এরপর ২০১৪, ২০১৯ ও ২০২৪ সালে এখানে তৃণমূল বিজয়ী হয়। শেষতম নির্বাচনে এই এলাকায় সর্বমোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৮,৮০,৭৭৯ জন। তারমধ্যে তৃণমূল পেয়েছিল ১০,৪৮,২৩০ জনের সমর্থন। যার অর্থ ৬৮.৪৮ু ভোট জমা পড়েছিল তৃণমূলের সিন্দুকে। উল্টোদিকে বিজেপির খাতে সঞ্চিত হয়েছিল ৩,৩৭,৩০০ জনের গেরুয়া প্রীতি। যার শতকরা প্রাপ্তি হলো ২২.০৩ু। গাণিতিক হিসেবে এখানে তৃণমূলের কাছে বিজেপি পরাস্ত হয়েছিল ৭,১০,৯৩০ ভোটের তফাতে। যা এক কথায় অবিশ্বাস্য মার্জিন বলে অনেকেই মনে করেন।

এখনও পর্যন্ত রাজ্যের বিধানসভার ভোট ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এই লোকসভার মধ্যে যে সাতটি বিধানসভা আসন রয়েছে তার সবকটিতেই ঘাসফুল নেতা কর্মীরা বিজয়ের হাসি হেসে ছিলেন অনেকটা একচ্ছত্র ভাবে। ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর, মহেশতলা, বজবজ এবং মেটিয়াবুরুজে যথাক্রমে জিতেছিল তৃণমূল ১৬,৯৯৬, ৪০,৭৭৪, ২৩, ৩১৮, ৫৮,৮৩২, ৫৭,৯৪৯, ৪৪,৭১৪, ১,১৯,৬০৪টি ভোটের ফারাকে।

এমতাবস্থায় ডায়মন্ড হারবার লোকসভার অভ্যন্তরীণ যে সাতটি বিধানসভা আসনে চলতি বছরে ভোট হতে চলেছে, তাতে এই মুহূর্তে তৃণমূল অনেকটাই সাংগঠনিক দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে বিজেপির থেকে। তার উপর দলীয় স্তরে সেবাশ্রয় প্রকল্পও টিএমসির পালে বাড়তি বাতাস অবশ্যই যুগিয়েছে যা নিরপেক্ষ ভাবে বলা যেতেই পারে। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস ঘাটলে এটাও একশো শতাংশ সঠিক মনে হবে, শাসক যার সংগঠন তার। তাও আবার সরকার যখন উল্টায় তখন তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়ে ওইসব সংগঠনের প্রতিটি স্তর। সুতরাং বিজেপিও এই অঞ্চল সম্পর্কে ইদানিং যথেষ্ট আশাবাদী যে, ভোটার লিস্ট থেকে সবরকমের ভুতুড়েরা বাদ পড়লে সার্বিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটলে অবাক হবার কিছু নেই ছাব্বিশের ভোট বৈতরণীতে।

১৯৫২ সালে ভারতের প্রথম লোকসভা নির্বাচনের সময় যাদবপুর নামে কোনও আসন ছিল না। বরং এই অঞ্চলটি ছিল তদানীন্তন সময়ের কলকাতা দক্ষিণ-পশ্চিম লোকসভার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭৭ সালে আসন পুর্নবিন্যাসের মধ্যে দিয়ে যাদবপুর কেন্দ্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৮৪ সালের লোকসভা ভোটে এই যাদবপুরে ঘটে যায় বাংলার রাজনীতিতে এক চমকপ্রদ ঘটনা। একদা এটি ছিল লালদুর্গ। সেখানে স্বনামধন্য ভারতীয় রাজনৈতিক জ্যোতিষ্ক সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে রাতারাতি জনপ্রিয়তার পাদপ্রদীপে চলে এসেছিলেন আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন সোমনাথবাবু পরাজিত হয়েছিলেন ১৯,৬৬০ ভোটের পার্থক্যে। এরপর ১৯৯৮, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ এবং ২০২৪ সালে তৃণমূল বিজয়ের মর্যাদা লাভ করেছে এখান থেকে মাখনের মধ্যে ছুরি চালানোর অবলীলায়। মোট ভোটার ছিল ২০,৩৩,৫২৫ জন এই কেন্দ্রে ২০২৪’এর দিল্লি দখলের লড়াইয়ে। তৃণমূল এখানে বিজেপিকে হারিয়ে দেয় ২,৫৮,২০১টি বেশি ভোট পেয়ে। বিজেপির প্রাপ্তির ভোট সংখ্যা ছিল ৪,৫৯,৬৯৮। শতকরায় যা হলো ২৯.৩৫ু। পক্ষান্তরে তৃণমূলের জন্য ঘাসফুল বোতাম টেপেন ৭,১৭,৮৯৯ জন ভোটদাতা। অতএব ৪৫.৮৩ু ভোটার রায় যায় সবুজ পার্টির অনুকূলে।

গত বিধানসভার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছিল। নাম আইএসএফ। সেই দলটি একটিমাত্র বিধায়ক পেয়েছিল ২০২১ সালে ভাঙর আসন থেকে। ২৬,১৫১ ভোট তৃণমূল থেকে অতিরিক্ত পেয়ে।

যাদবপুর লোকসভা ভিতরে ভাঙর কেন্দ্রটি ছাড়া বাকি ছয়টি আসন যথা বারুইপুর পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম, সোনারপুর দক্ষিণ, সোনারপুর উত্তর, যাদবপুর এবং টালিগঞ্জে জয়ের স্বাদ পায় জোড়াফুল চিহ্ন। এই সমস্ত আসনে টিএমসির জয়ের ব্যবধান ছিল সংখ্যানুক্রমে ৪৯,৬৪১, ৩৬,৫৩২, ২৬১৮১, ৩৬,০৯০, ৩৮,৮৬৯ সহ ৫০,০৮০ ভোটের।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতির আচমকা হেরফের না হলে আগামী বিধানসভা ভোটে ভাঙর জয় সম্পর্কে তৃণমূল কিন্তু আশঙ্কা একটা রয়েই গেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের ধারণা, যাদবপুর, টালিগঞ্জ আসন তৃণমূলের কাছে এখনও অনেকটা সুরক্ষিত মনে হলেও বারুইপুর পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম, সোনারপুর দক্ষিণ, সোনারপুর উত্তর কেন্দ্রগুলোর আকাশে যেন শাসকের জন্য সিঁদুরে মেঘ দেখা দিয়েছে।

আবার কিছু ভোটকুশলীরা এটাও বলে থাকেন, ‘যত গর্জায় তত বর্ষায় না।’ বৈশাখের সব মেঘ কি ঝড় তুলতে পারে? কখনই না। মাঝে মাঝে মেঘও যথারীতি ফলস দেয় বৈকি। তাই বলে বৈশাখী ঝড় নিজস্ব মরশুমে একদমই উঠবে না, এমনটাও নয়। তাই হয়তো ‘আশায় বাঁচে চাষা।’ কি তাই তো সনাতনী মণ্ডলী?

### চর্চাবাসর ৫০

আর্বিতে ‘আম’ কথার অর্থ সাধারণ। তা থেকে আমজনতা, আমদরবার। যদিও আমাশয় কথাটা সংস্কৃত থেকে এসেছে। আবার আমদানি এসেছে ফার্সি ‘আমদন্’ থেকে।

(‘সংসদ বাঙ্গালা অভিধান’, পৃ ৭৭)

— কলমবীর

### লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# শুনানিতে ডাক একই গ্রামের ৩৭০ জনের, কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ গ্রামবাসীদের

## পরিদর্শনে গলসির বিধায়ক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক পড়েছে একই গ্রামের একই বুথের ৩৭০ জনের। বুধবার সকাল থেকেই শুনানি কেন্দ্রে এসে দীর্ঘক্ষণ ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন গ্রামের বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে, কাঁকসা ব্লকের বিদবিহার গ্রাম পঞ্চায়েতের জাটগড়িয়া গ্রামে ১৩ নম্বর বুথে মোট ভোটারের সংখ্যা ১২৬০ জন। যার মধ্যে ৩৭০ জনের নাম সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়। কারোর নামের বানান ভুল, তো কারোর বাবার ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই। আবার কারোর বাবার সাথে বয়সের তফাৎ সন্দেহজনক। যার কারণে ৩৭০ জনের মধ্যে বুধবার শুনানি কেন্দ্রে হাজির হন প্রায় ২০০ জন। আগামী আরও দুই দিনে বাকিদের হাজির হওয়ার কথা রয়েছে। এদিন শুনানি কেন্দ্রে এসে

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন গ্রামবাসীরা। তাঁরা জানিয়েছেন, কেউ কেউ তিন পুরুষ ধরে গ্রামে বসবাস করছেন। তাঁদেরকেও ডাকা হয়েছে। যে সমস্ত মহিলারা হাজিরা দিতে আসেন ছোটো ছোট শিশুদের কোলে নিয়ে। তাদের জন্য কোনওরকম জল ও খাবারের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে শুনানি কেন্দ্রে হাজিরা দিতে এসে চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় তাঁদের। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, কয়েকজন অসুস্থ থাকায় সকলের সহমতে তাঁদের শুনানি কেন্দ্রে আগে প্রবেশ করানো হয়। যেহেতু গ্রামবাসীরা এখন অধিকাংশই তৃণমূলের সমর্থক। তাই বেছে বেছে সেই সমস্ত মানুষদের ডাকা হয়েছে। গোটাটাই বিজেপির ষড়যন্ত্র বলে ক্ষোভ উগরে দেন গ্রামবাসীরা। এদিন কাঁকসার বিডিও অফিসে শুনানির কাজ খতিয়ে দেখতে আসেন গলসি বিধানসভার বিধায়ক নেপাল ঘড়ুই, ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি উত্তম মুখার্জি।

উত্তম মুখার্জি জানিয়েছেন, 'জাটগড়িয়া গ্রামে অধিকাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। একটা সময় সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বর্তমানে তাঁরা তৃণমূলের সমর্থক। বিজেপি অঙ্ক কষে ষড়যন্ত্র করে সেই সমস্ত জায়গাতেই থাবা বসাচ্ছে। যেখানে তৃণমূলের ভোট বেশি। বিজেপি মনে করছে যেখানে তৃণমূলের ভোট বেশি, সেখানে থাবা বসিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ষড়যন্ত্র করে কোনওভাবে নাম কাটতে পারলেই তাঁরা ভোটে জিতে যাবে। সেটা তাঁদের ভুল ধারণা। নির্বাচন কমিশন রাক্ষসের ভূমিকা পালন করছে। মোদির এবং অমিত শাহের নির্দেশে তাঁরা মানুষকে মারার পরিকল্পনা করেছে।' যদিও বিজেপির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মার দাবি, 'গত পঞ্চায়েতে নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ দেখেছে, কিভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তৃণমূল নেতারা এটা হয়তো জানেন না, এসআইআর-এর সমস্ত কাজ জাতীয় নির্বাচন কমিশন করছে। নির্বাচন কমিশন সঠিক কাজ করছে না ভুল কাজ করছে, তা দেখার জন্য আদালত রয়েছে। সাধারণ মানুষের সাহায্যের জন্য শুনানির শুরুতে হেল্প ডেস্ক করা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা চলে যেতেই দু'দিনের পর সেই সমস্ত হেল্প ডেস্ক উঠে গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের থেকে টাকা পাঠালেও সেই টাকা কাটমানি হয়েছে যার কারণে হেল্প ডেস্ক উঠে গিয়েছে। বিজেপির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে কোনো লাভ নেই।'

# শুনানির নামে হয়রানি, পূর্বস্থলীতে বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলি:** এসআইআর-এর শুনানির নামে হয়রানি করছে নির্বাচন কমিশন। অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ জানিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সকাল থেকে দফায় দফায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। কেতুগ্রাম এক ব্লকের পাশাপাশি পূর্বস্থলী ১ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরের সামনেও রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কুলপুতুল দাহ করে প্রতিবাদে সরব হন এলাকার মানুষ। পূর্বস্থলী ১ ব্লকের শ্রীরামপুরে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরের সামনে গুরুত্বপূর্ণ কালনা কাটোয়া রাস্তা দীর্ঘক্ষন অবরোধ করে রাখা হয়। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও অবরোধে সামিল হন। সামিল হন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথও। স্থানীয়দের অভিযোগ, সমস্ত কিছু নথিপত্র ঠিক থাকা সত্ত্বেও অহেতুক সাধারণ মানুষজনকে শুনানির নামে হয়রানি করা হচ্ছে। বিশেষত বয়স্ক অসুস্থ মানুষ জনকে শুনানির জন্য ডাকা হচ্ছে। দূরবর্তী স্থান থেকে এই কনকনে ঠান্ডার মধ্যে ব্লক অফিসে আসা তাঁদের পক্ষে এক প্রকার কষ্টকর। সামান্য ভুলভ্রান্তি বা যেটুকু ভ্রান্তি রয়েছে বেশিরভাগই নির্বাচন কমিশনের দোষে বলেই এমনটা অভিযোগ।


**NABADWIP MUNICIPALITY**

**Recruitment Notice**

**Filling up of vacancies of Health Officer Under Nabadwip Municipality, Nadia, WB 741302**

**Name of Post: Health Officer**
**Memo No. 2731-UDMA-11012 (99)/45/2021 Dt. 25.11.2025.**

Walk in Interview are invited to the eligible candidates for the post of Health Officer. Check the notification from website Nabadwip Municipality **www.nabadwipmunicipality.in**

Sd/-
Chaiman
Nabadwip Municipality



SREI Insurance Broking

শ্রেই ইন্স্যুরেন্স ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড

CIN : U67120WB2002PTC095019

ফর্ম নং আইএনসি-২৬

[illegible]

ইস্টার্ন রিজিয়ন

[illegible]

ইমেল : gajendra.singh@srei.com

শ্রেই ইন্স্যুরেন্স ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
গজেন্দ্র কুমার সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং সিও

তারিখ : [illegible]
স্থান : কলকাতা



**ফর্ম নং আইএনসি-২৬**
**[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]**
**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন,
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
**এবং**
**ভিশন রোডলাইনস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস হিমালয়া প্লাজা, ব্লক-ডিই, রুম নং ২১৩, ৩য় তল, বাবা পঞ্চানন নগর (এফসিআই গোডাউনের বিপরীতে) ডানকুনি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭১১২২৪ সম্পর্কিত**

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **শুক্রবার ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''তামিলনাড়ু রাজ্যে'' স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, এএ-IIIএফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

**''হিমালয়া প্লাজা, ব্লক-ডিই, রুম নং ২১৩, ৩য় তল, বাবা পঞ্চানন নগর (এফসিআই গোডাউনের বিপরীতে) ডানকুনি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭১১২২৪''**

ভিশন রোডলাইনস ইন্ডিয়া প্রা. লি. এর পক্ষে
স্বা/-
সুশীল আগরওয়াল
ডিরেক্টর
(ডিন - ০২৭৩৯০৩৩)

তারিখ : ১৫.০১.২০২৬
স্থান : কলকাতা


# এসআইআরের শুনানিতে ডাক কেতুগ্রামের বিএলও ও তাঁর স্ত্রীকে

## স্ত্রীর প্রশ্নবাণে জর্জরিত হলেন খোদ বিএলও

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কেতুগ্রাম:** স্বামী খাওয়া দাওয়া সেরে স্কুলে বেরিয়েছিলেন। আর স্ত্রী দুপুরে নিশ্চিন্তে ঘুম দিচ্ছিলেন। আচমকা বাদ সাধে। স্বামী হন্তদন্ত হয়ে এসে স্ত্রীকে এসআইআর-এর শুনানির নোটিস ধরালেন! এমনকী নিজেও নিজের নোটিস ধরলেন। কিছুক্ষণের জন্য কেতুগ্রামের ভোমরকোল প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক বিএলও দেবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী বাকরুদ্ধ হয়ে যান।

বিএলও স্বামীকে তাঁর স্ত্রী হাজারও প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দেন। কারণ নোটিসে লেখা রয়েছে কোনও প্রশ্ন থাকলে তা বিএলও-কে জিজ্ঞাসা করবেন। স্ত্রী সেইমতো জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু বিএলও স্বামী সব প্রশ্নেরই নিরুত্তর থাকলেন। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী অ্যাপে নোটিস এসেছে। তাই শুনানিতে স্ত্রীকে নিয়ে নিজেকেও হাজির থাকতে হবে। আর পাঁচজনের মতই তাঁদের নিজেদেরও শুনানির লাইনে দাঁড়াতে হবে।

কাটোয়ার মহকুমাশাসক অনির্বান বোস বলেন, 'বিএলও হলেও নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনেই তাঁকে কাজ করতে হয়। তাই নিজের পরিবারের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম পালন করেছেন উনি।'

কেতুগ্রাম বিধানসভার ভোমরকোল অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দেবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ১৬৫ নম্বর বুথের বিএলও। তাঁর বাড়ি ওই এলাকারই কোড়োলা গ্রামে। তিনি কাটোয়া শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের চৌরঙ্গি এলাকায় স্ত্রী অনিন্দিতাদেবী ও এক পুত্র সন্তানকে নিয়ে থাকেন। দেবশঙ্কর বাবুর নিজের ও তাঁর স্ত্রী দু'জনেরই শুনানির নোটিস এসেছে। দেবশঙ্কর বাবু আবার নিজের বুথেই বিএলও। ফলে স্ত্রীকেও নিজের হাতে নোটিস ধরাতে হয়েছে। দেবশঙ্কর বাবুর বাবার নাম পুলকেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসিতে পদবীর বানান ভুল রয়েছে। কিন্তু ২০০২ সালের ভোটার তালিকাতে ঠিক বানানই রয়েছে। তবুও তাঁকে কমিশন শুনানির নোটিস পাঠিয়েছে। আর তাঁর স্ত্রী অনিন্দিতা

দেবীর বাপের বাড়ি নদিয়া জেলার নাকাশিপাড়া থানার মাঝেরগ্রামে। তাঁর বাবার নাম অনিল চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসির জন্য তাঁর ও বাবার বয়সের পার্থক্য ৫০ বছর রয়েছে। তাই তাঁকে শুনানির নোটিস ধরিয়েছেন খোদ তাঁরই বিএলও স্বামী। বিএলও দেবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কেতুগ্রামে আমরা ভোট দিই। গ্রামে আমার বুথে ৭১২ জন ভোটার রয়েছেন। তারমধ্যে আগে আমার বুথে ৭ জনের শুনানি হয়েছিল। আর এখন ৬২ জনের দ্বিতীয় পর্যায়ের শুনানির জন্য নোটিস এসেছে। তারমধ্যে আমার নিজের ও স্ত্রীর নোটিস ধরালাম। এটা সবটাই এআই-এর জন্য লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসি হচ্ছে। কিন্তু আমি তো নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে কাজ করতে বাধ্য। সেখানে আলাদা করে আমার নিজের পরিবারের কোনও গুরুত্ব নেই। সবাই সমান। আর পাঁচজনকে নোটিস ধরাতে গেলে আমাকে যেমন প্রশ্নবাণের মুখে পড়তে হচ্ছে। তেমনিভাবে আমার স্ত্রীর কাছেও অনেক প্রশ্নবানের মুখে পড়তে হয়েছিল। একটাই উত্তর দিয়েছি ম্যাডাম নির্বাচন কমিশন আমাকে যেমনটা নির্দেশ দিয়েছে। আমি তেমনি করেছি।' এদিকে তাঁর স্ত্রী অনিন্দিতা দেবী বলেন, 'আমি প্রথমটা অবাকই হয়েছিলাম। কিন্তু এটা তো আমার স্বামীর কাজ। তাঁকে তো কাজটা করতে হবে। তাই স্বামী-স্ত্রী দু' জনেই শুনানির লাইনে দাঁড়াবো।'

# সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শন করলেন সুকান্ত মজুমদার

## সিঙ্গুরবাসীদের সভায় আমন্ত্রণপত্র বিজেপির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর:** সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে আশ্বাসবাণী বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের। তিনি বলেন, 'এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসছেন। ভবিষ্যতে টাটাও আসবে। শুধু রাজ্যে পালাবদল ঘটিয়ে শাসন ক্ষমতায় আনতে হবে বিজেপিকে।' টাটা গোষ্ঠীর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে শিল্পায়নের বিদায় ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। দোরে দোরে গিয়ে বোঝালেন সুকান্ত। 'মোদীকে সামনে রেখে রাজ্যে শিল্পায়নের জন্যে বিজেপির হাতই ধরতে হবে, ২৬-এর আগে সেই বার্তাই যে তুলে ধরা হবে প্রধানমন্ত্রীর সিঙ্গুরের সভামঞ্চ থেকে।' বুধবার তা স্পষ্ট করে দিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি।

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের ১৮ মে, সিঙ্গুরে স্বপ্নের গাড়ি কারখানা নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছিল টাটা গোষ্ঠী। ২০ বছর বাদে ১৮ জানুয়ারি সেই সিঙ্গুর থেকেই নতুন স্বপ্নের বীজ পুঁততে চাইছে বঙ্গ বিজেপি। প্রয়াত শিল্পপতি রতন টাটার বক্তব্য মনে করিয়ে দিয়ে সুকান্ত বলেন, 'টাটাকে তাড়ানো ছিল কলঙ্ক। রতন টাটা বলেছিলেন, খারাপ এম-কে ছেড়ে ভালো এম-কে বেছে নিলাম। খারাপ 'এম' মানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর ভালো 'এম' মানে তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই কলঙ্ক সিঙ্গুরের মাথা থেকে ঘোচানোর কাজ ভারতীয় জনতা পার্টি করবে। টাটা-সহ অন্য শিল্পপতিদের এখানে নিয়ে এসে শিল্প করে দেখাব।' এদিন মোদীর সভাস্থল পরিদর্শন করেন সুকান্ত। সেখান থেকে সাহানাপাড়া গ্রামে প্রধানমন্ত্রী সভায়

যাওয়ায় আমন্ত্রণপত্র বিলি করেন। টাটা গোষ্ঠীর বিদায়ের পরে এই প্রথম সিঙ্গুরে সভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। সিংহের ভেড়ি মৌজায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে টাটার জমিতেই হবে সেই সভা। মোদীর সভার আমন্ত্রণপত্র বিলি করার পাশাপাশি ওই এলাকায় জনসংযোগের কাজও একধাপ এগিয়ে রাখলেন সুকান্ত, দাবি স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের। দল-মত নির্বিশেষে সকলকেই এই সভায় আসার আমন্ত্রণ জানানো হয় বিজেপির পক্ষ থেকে।

যদিও রাজ্যে 'পরিবর্তন'-এর পটভূমি তৈরি হয়েছিল যে মাটিতে, সেই সিঙ্গুর জুড়ে বিজেপির এই প্রচার পর্বকে আমল দিতে নারাজ শাসকদল। গোপালনগর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি অমিয় ধাড়া বলেন, 'যে জায়গায় মানুষ আন্দোলন করেছিল, সেই গোপালনগর, ঘোষপাড়া, বেড়াবেড়িতে তিনি (সুকান্ত) যাননি। তিনি গোপালনগরের একটি অন্য জায়গায় গিয়েছেন, যেখানকার লোক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তাঁরা সিপিএম করতেন। তাঁরা কিছু জমি দিয়েছিল, তাঁরাই এখন জামা পাল্টে বিজেপি হয়েছেন। তাঁদের কাছে এসে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন।'


**বিক্রয়/ নিলাম নোটিশ**
**হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)**
**CIN : U15490UP2014PTC065749**
রেজিস্টার্ড অফিস : সি-২৩, ৩য় তল, স্বস্তিক গার্ডেনিয়া শিবপুর বারাণসী ইউপি ২২১০০৩
ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস : বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৫১২১

**কর্পোরেট ডেটর এর সম্পদ একলপ্তে ভিত্তিতে বিক্রয়**
**(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে দেউলিয়াগ্রস্ত)**
**আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ (ইওআই) : ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে**
**বায়না জমা (ইএমডি) দাখিলের শেষ তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে**
**নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে**
(৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)** (কোম্পানি) এর সম্পদ লিকুইডেটর কর্তৃক প্রস্তাবিত (মহামান্য এনসিএলটি এলাহাবাদ বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত) ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত টেবিলে বিস্তারিত মতে বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে :-

কর্পোরেট ডেটরের সম্পদসমূহ একলপ্তে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে **''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যে অবস্থায় আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত''** এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই বিক্রি করা হবে। কোম্পানির সম্পদ একলপ্তে বিক্রি করা হবে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম : **https://www.nesl.co.in** (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে প্রতিটির ক্ষেত্রে) মাধ্যমে।

| ক্রম নং | সম্পদের বিবরণ | সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর) | ইএমডি (আইএনআর) | ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি, জমি ভবন এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫১২১, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে একলপ্তে সম্পাদিত হবে। | ৬,২৫,০০,০০০ টাকা | ৫০,০০,০০০ টাকা | ৫,০০,০০০ টাকা |

**সাইট পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ : ০২.০২.২০২৬ থেকে ০৯.০২.২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত) (আগাম অনুমতি সাপেক্ষে)**

১. আগ্রহী আবেদনকারীরা **https://www.nesl.co.in** এবং **https://hansrajagrofresh.com**-এ উপলব্ধ অনলাইন ই-নিলামের শর্তাবলী, ই-নিলামের দরপত্র ফর্ম, যোগ্যতার মানদণ্ড, দরদাতাদের ঘোষণা, ইএমডি প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত সম্পূর্ণ **ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি** দেখতে পারেন।
২. লিকুইডেটরের যেকোনো সময় ই-নিলামের যেকোনো শর্তাবলী গ্রহণ বা বাতিল, সম্প্রসারণ বা পরিবর্তন ইত্যাদি করার অধিকার রয়েছে। কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনো দরপত্র প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তার রয়েছে।
৩. বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষিত মূল্য সমস্ত প্রযোজ্য কর এবং শুল্ক ব্যতীত থাকবে এবং সফল দরদাতাকে প্রযোজ্য সমস্ত কর এবং শুল্ক বহন করতে হবে। এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার উপর কোনও হার বা অন্যান্য কর প্রযোজ্য হবে না বা বহন করা হবে না।
৪. নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **১৪.০২.২০২৬ এবং ই-নিলাম ১৭.০২.২০২৬ তারিখে বিকাল ৩টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।**
৫. সম্ভাব্য দরদাতাদের ইওআই-এর সাথে একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে যে তারা প্রযোজ্য পরিমাণে কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে কোনও অযোগ্যতার শিকার নন এবং উল্লেখ করতে পারেন যে যদি কোনও পর্যায়ে অযোগ্য প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদের জমা করা জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।

স্বা/-
**দেব ব্রত রানা**
লিকুইডেটর : হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে
**রেজিস্ট্রেশন নং :** IBBI/IPA-001/IP-P-02567/2021-2022/13936
**লিকুইডেটরের ঠিকানা :** শপ নং ৫, বি এস এম তিরাহা, রুরকি
হরি সিং মার্কেট, হরদ্বোয়ার, উত্তরাখণ্ড- ২৪৭৬৬৭
**ইমেল :** cirp.hapl@gmail.com **মোবাইল :** ৭৫৩৫৮২৮৬৭৩

তারিখ : ১৫.০১.২০২৬
স্থান : রুরকি



**ফর্ম নং আইএনসি-২৬**
**[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]**
**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
**এবং**
**অভয় নিটওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড** রেজিস্টার্ড অফিস **হিমালয়া প্লাজা, রুম নং ২১৩, ৩য় তল, বাবা (এফসিআই গোডাউনের বিপরীতে) ধানকুনি, ধানকুনি পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭১২৩১০ সম্পর্কিত**

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **শুক্রবার ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''তামিলনাড়ু রাজ্যে'' স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, এএ-IIIএফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

**হিমালয়া প্লাজা, রুম নং ২১৩, ৩য় তল, বাবা (এফসিআই গোডাউনের বিপরীতে) ধানকুনি, ধানকুনি পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭১২৩১০**

অভয় নিটওয়ার প্রা. লি. এর পক্ষে
স্বা/-
সুশীল আগরওয়াল
ডিরেক্টর
(ডিন - ০২৭৩৯০৩৩)

তারিখ : ১৫.০১.২০২৬
স্থান : কলকাতা


# শুরু হল পাণ্ডুবেশ্বরের পৌষ মেলা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর :** বুধবার মকর সংক্রান্তির পূণ্য তিথিতে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও পশ্চিম বর্ধমান জেলার অজয় নদের তীরে জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্বোধন হল পাণ্ডবেশ্বর পঞ্চপাণ্ডব মন্দির প্রাঙ্গণে পৌষ মেলা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেলা চত্বর আনন্দঘন পরিবেশের রূপ নেই। যেখানে উপস্থিত বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও গীতা ভবনের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যশিবানন্দজী মহারাজ মিলিতভাবে শান্তি পতাকা ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। এদিন সকাল থেকেই দেখা যায় মেলা চত্বরে বহু পুণ্যার্থীর আগমন, বসেছে একাধিক খাবারের দোকান, বাচ্চাদের খেলার সামগ্রী নিয়ে বসেছে বহু মনোহারী দোকান, এছাড়াও রয়েছে সাংসারিক বিভিন্ন সরঞ্জামের দোকান। আগত পুণ্যার্থীদের যাতে কোনরকম কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য ভোর রাত থেকেই পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশের কড়া নিরাপত্তা রয়েছে মেলা ও মন্দির চত্বরে। পুণ্যার্থীরা সকলেই এসে অজয় নদের পবিত্র জলে মকর স্নান সেরে পঞ্চপাণ্ডব মন্দিরে পুজো দিয়ে মেলা ঘুরছেন। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গীতা ভবনের অধ্যক্ষ স্বামী সত্য শিবানন্দজী মহারাজ, পাণ্ডবেশ্বর ট্রাফিক গার্ডের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিশ্বজিৎ কুণ্ডু, কেন্দ্রা অঞ্চল সভাপতি জীবন ধীবর -সহ মেলা কমিটির সদস্য থেকে শুরু করে বহু বিশিষ্ট জন।

# এসআইআরের জের, উত্তাল ফরাক্কা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ফরাক্কা:** এসআইআর-এর নামে হেনস্থার অভিযোগ তুলে ফরাক্কায় উত্তাল পরিস্থিতি। হিয়ারিং ক্যাম্পে ভাঙচুর চালানো হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে যান ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। এসআইআর প্রক্রিয়ার নামে সাধারণ মানুষ ও বিএলওদের হেনস্থার অভিযোগে বুধবার ফারাক্কায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এদিন ফারাক্কা বিডিও অফিস চত্বরে সমস্ত বিএলও একযোগে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। বিক্ষোভ চলাকালীন তাঁরা তাদের ইস্তফাপত্র ইআরও-র কাছে জমা দেন। বিডিও অফিসে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে বিডিও অফিস চত্বর।

বিএলওদের অভিযোগ, তারা এসআইআর-এর বিরুদ্ধে নয়। বরং এসআইআর-এর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেই তাঁদের এই আন্দোলন। বিএলওদের দাবি, সরকার নির্ধারিত নির্দেশ অনুযায়ী তারা সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করে অ্যাপে আপলোড করে কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। কিন্তু তার পরেও প্রতিদিন নতুন নতুন নথি চেয়ে পাঠানো হচ্ছে এবং একাধিকবার সংশোধনের নির্দেশ আসছে। এর ফলে সাধারণ মানুষকে বারবার ডাকা হচ্ছে। যা থেকে সাধারণ মানুষ হেনস্থার অভিযোগ তুলে উত্তেজিত হচ্ছেন। এই পরিস্থিতির সমস্ত দায়ভার এসে পড়ছে বিএলওদের উপর। এর প্রভাব পড়ছে তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে। মানসিক চাপ এতটাই বেড়েছে যে অনেক বিএলও প্রতিদিন সরকার প্রদত্ত অ্যাপ খুলতেই ভয় পাচ্ছেন। ক্রমাগত চাপ ও অনিশ্চয়তার কারণে তারা স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারছেন না বলে অভিযোগ। বিএলওদের অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা-কর্মীরাও বিডিও অফিস চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দেন। তারা গেট অবরুদ্ধ করে প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে এই প্রক্রিয়া বন্ধের দাবি তোলেন।

বিক্ষোভ ক্রমশ বড় আকার ধারণ করলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ফরাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম ও তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্ব। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হেয়ারিং-এর কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে উত্তেজনা আরও বাড়লে এক পর্যায়ে উত্তেজিত জনতা হেয়ারিং ক্যাম্পে ভাঙচুর চালায়। ঘটনার জেরে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ফরাক্কার এসডিপিও শেখ শামসুদ্দিন বলেন, 'প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা চলছে।'

# হিন্দমোটরে ধর্ষণ-কাণ্ডে গ্রেপ্তার আরও ২

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** হুগলির বন্ধ হিন্দমোটর কারখানার পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মঙ্গলবার উত্তরপাড়া থানা এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, গত বৃহস্পতিবার বন্ধুর সঙ্গে বন্ধ হিন্দমোটর কারখানায় ঘুরতে গিয়েছিল বছর ষোলোর এক নাবালিকা। সেখানেই নিজেকে সিভিক ভলান্টিয়ার পরিচয় দিয়ে উত্তরপাড়ার বাসিন্দা দীপঙ্কর তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। নির্যাতিতার পরিবারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে দীপঙ্করকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নাবালিকার বন্ধুকেও হেফাজতে নেওয়া হয়। এ দিন নীলেশ চৌধুরী ও বিশ্বজিৎ বেরাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এই প্রসঙ্গে চন্দননগর কমিশনারেটের এসিপি আলি রাজা বলেন, 'হিন্দমোটরের ঘটনায় উত্তরপাড়া থানা এলাকা থেকে আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দু'জনেই দীপঙ্করের পূর্ব পরিচিত। আমরা তাদের আদালতে পাঠিয়ে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানাব।'

# হাড়োয়ায় বিজেপির বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া:** নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিজেপি বিক্ষোপ যেন সংক্রামিত হচ্ছে। মঙ্গলবার ভাটপাড়ার পর বুধবার হাড়োয়া। নির্বাচন কমিশনের ৭ নম্বর ফর্ম জমা দিতে গিয়ে ইআরও সঙ্গে বাকবিতণ্ডা কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়লেন বিজেপি বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি। যে এসআইআর নিয়ে বিজেপি গলা ফাটিয়েছিল, এবার তার পদ্ধতি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দিকে দিকে বিজেপি নেতা কর্মীরা ক্ষোভ, বিক্ষোভ শুরু করে দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, 'বিজেপি কোনও ইস্যু নেই, এসআইআর করে ভেবেছিল রাজ্য জয় করবে কিন্তু সেগুড়ে বালি। দেখতে পেয়েই হতাস হয়ে গন্ডগোল পাকাচ্ছে।' উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার হাড়োয়া ব্লকের ঘটনা, বসিরহাট বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি রাজেন্দ্র সাহা সহ-নেতা কর্মী সমর্থকরা নির্বাচনের গাইডলাইন মেনে আজ হাড়োয়া বিডিও অফিসে গিয়ে কয়েকশো সাত নম্বর ফরম জমা দিতে গেলে ইআরও নেওয়ার অনুমতি দেননি। এই নিয়ে রীতিমতো তার সঙ্গে তর্কাতর্কি বাগবিতণ্ডা জড়িয়ে পড়ে বিজেপি নেতা। তারপর বিডিও অফিসের সামনে ফর্ম নিয়ে প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন পুরো বিষয়টা আমরা নির্বাচন কমিশনকে জানাবো।

# বনগাঁয় অবস্থান তিন বিজেপি বিধায়কের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ:** ফর্ম ৭ না জমা নেওয়ায় বনগাঁর এসডিও ঘরের সামনে অবস্থানে বসল তিন বিজেপি বিধায়ক। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর এসডিও ফর্ম-৭ জমা নিচ্ছেন না সেই

অভিযোগ তুলে বুধবার দুপুরে এসডিও সাহেবের ঘরের সামনে অবস্থানে বসল বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া, বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার ও গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর। বিধায়কদের দাবি, 'মঙ্গলবার ফর্ম-৭ জমা নেওয়া হয়েছে এদিন সকালে জমা নেওয়া হয়েছে কিন্তু অদৃশ্য কারণে ফার্ম-৭ নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা সেই কারণে অবস্থানে বসেছি। আমাদের কোনও গাইডলাইন দেখাতে পারেননি।'


**GOVT OF INDIA (MINISTRY OF DEFENCE)**
**EX-SERVICEMEN CONTIBUTORY HEALTH SCHEME**
**STATION HQ (ECHS CELL), AF STN, KALAIKUNDA**
**(Mob.- : 9343816064/9672650240 / E-mail : midnapur@echs.gov.in)**

**EMPLOYMENT NOTICE**

1. ECHS invites applications to engage Medical Officers, Dental Officer, Para-Medical staffs and Non-Medical staffs on contractual basis in ECHS Polyclinic Midnapur for a period of 01 year renewable for additional period of one year / till attending the maximum age subject to performance of candidate/ other conditions according to the criteria as mentioned against each

| Posts | Minimum Qualification | Mini Exp. | No of Vac | Salary/ Month |
|---|---|---|---|---|
| Medical Officer | MBBS | Min 05 Yrs after internship | 02 | Rs 95,000/- |
| Dental Officer | BDS | Min 05 Yrs | 01 | Rs 95,000/- |
| Nursing Asst | GNM Diploma/Class-I Nursing Assistants Course (Armed Forces) | Min 05 Yrs | 01 | Rs 36,500/- |
| Dental hygienist / Dental A/T/H | Diploma Holder in Dental Hyg / Class-1 DH/DORA Course (Armed Forces) | Min 05 Yrs in dental Laboratory | 01 | Rs 36,500/- |
| Driver | Education- 8 Class /Class-1 MT Driver (Armed Force) Posses of Civil Driving License | Min 05 Yrs as Driver | 01 | Rs 25,600/- |
| Female Attendant | Literate | Min 05 Yrs in Civil /Army Health Institutions | 01 | Rs 21,800/- |
| Peon | Education- Class 8/GD Trade(Armed Forces) | Min 05 Yrs service | 01 | Rs 21,800/- |
| Safaiwala | Literate | Min 05 Yrs service | 01 | Rs 21,800/- |
| Chowkidar | Education-class 8th/GD Trade(Armed Force) | Min 05 Yrs | 01 | Rs 21,800/- |

2. **Terms & Conditions, Application Form & Remuneration** : Kindly visit our website **www.echs.gov.in.** For additional details please contact **Stn HQ ECHS Kalaikunda** at Tel No **03222- 232176, Extn 7240, mobile No. 9343816064, 9672650240** and email ID- **midnapur@echs.gov.in. Preference will be given to Ex-servicemen.**
3. **Last date for receipt of application as per format is 02 Feb 2026.** Application as per requisite format along with self-attested copies of testimonials in support of Educational Qualification and Work Experience will be submitted to Commanding Officer and SEMO to ECHS, 4 Air Force Hospital, Air Force Station Kalaikunda, District- West Midnapur, Pin-721303 by 02 Feb 2026 in duplicate. Any application received after 02 Feb 2026 will be rejected.
4. **Interview Date, Timing & Venue** : Candidate must reach Kalaikunda at 4 Air Force Hospital at **0900 AM(Time) on 06 Feb 2026** for the interview to be held between **1000 hrs to 1400 hrs**. Candidate must bring all the original certificate (Mark sheets, degree of 10th / matric 10+2 & Graduation/diploma/courses, Work Experience, discharge book and PPO Service records) and two PP size color photographs at the time of interview. No TA/DA is admissible. Only candidates meetings the qualitative requirements may apply.
5. **Overlapping of Handing / Taking over Period & Submission of Annual Property Return (Declaration of Assets) :** 10 days of handing / taking over between the key appointment Medical Officer, Dental Officer, Female Attendant, Nursing Asst, Driver, Chowkidar, Peon, Safaiwala and Dental hygienist) at Polyclinic will be carried out. The Annual Property Return in respect of Medical officer and Dental Officer regarding immovable & movable property will be deposited with Stn HQ Kalaikunda before tenanting the appointment. There will be application for both initial appt & extension of tenure. The appt/ extension letter will be issued only after submission of the said document. The selected individual will have to undergo 10 days of On Job Training (OJT) and obtain a certificate from OIC Polyclinic before signing the contract. This duration of OJT will remain unpaid and counted as mandatory before assuming charge as a contractual employee.

# সাত নম্বর ফর্ম জমা না নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করল বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** স্বচ্ছ ভোটার তালিকার দাবিতে ভুয়ো ও মৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার জন্য প্রশাসনের উপর চাপ বাড়াল বিজেপি। শুধু পুরশুড়া কেন্দ্রে ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা পাঁচ হাজার। এমনটাই দাবি বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষের। পাশাপাশি বিজেপি নেতৃত্বের আরও দাবি গোঘাট, আরামবাগ, খানাকুলে বহু ভুয়ো ভোটার রয়েছে। এদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য সাত নম্বর ফর্ম জমা নিতে হবে মহকুমা প্রশাসনকে। বুধবার আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে সাত নম্বর ফর্ম জমা দিতে যান আরামবাগের তিন বিজেপি বিধায়ক ও আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি। কিন্তু অভিযোগ, মহকুমা শাসক সেই ফর্ম গ্রহণ না করায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিজেপির দাবি, ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে সাত নম্বর ফর্ম জমা নেওয়া প্রশাসনের দায়িত্ব। সেই ফর্ম গ্রহণ না করলে ভুয়ো ও মৃত ভোটারদের নাম থেকে যাবে, যা আসন্ন নির্বাচনে স্বচ্ছতা নষ্ট করবে। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, মহকুমা শাসক ইচ্ছাকৃতভাবে ফর্ম জমা নিতে অস্বীকার করছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থী। পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'আগামী ১৫ জানুয়ারি ফর্ম সাত জমা দেওয়ার শেষ দিন। তাই পুরশুড়ার কিছু সন্দেহজনক ভোটারের বিষয়ে সাত নম্বর ফর্ম জমা দিতে যাই। কিন্তু মহকুমা শাসক ও ইআরও তা নেননি। ভোটার তালিকা পরিষ্কার না হলে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। প্রশাসন যদি ফর্ম গ্রহণ না করে, তাহলে আমরা কলকাতায় নির্বাচন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানাব।' আরামবাগ বিধায়ক মধুসূদন বাগের অভিযোগ, 'ভুয়ো ভোটারদের রক্ষা করার জন্য প্রশাসন বাধা দিচ্ছে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ফর্ম জমা দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের সঙ্গে অসহযোগিতা করা হয়েছে। প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে।' বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ জানান, 'প্রশাসন যদি অবিলম্বে সাত নম্বর ফর্ম গ্রহণ না করে, তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বিজেপি।' তিনি বলেন, 'ভোটার তালিকা স্বচ্ছ করা আমাদের অধিকার। এই দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।' অন্যদিকে, আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, 'প্রশাসনের এই ভূমিকা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ভুয়ো ও মৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত। না হলে আমরা রাজ্যজুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলব।' তবে এই বিষয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার পর আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয় চত্বরে কিছু সময় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তবে আরামবাগ মহকুমা শাসক বিজেপি নেতৃত্বের কাছে আবারও একদিন সময় নেন। তাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে বিজেপি নেতৃত্ব স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, দাবি মানা না হলে তারা প্রশাসনের বিরুদ্ধে আরও কঠোর কর্মসূচি নেবে।

## শিক্ষার পথে নতুন গতি!

# দক্ষিণ দিনাজপুরে 'সবুজ সাথী' প্রকল্পে সাইকেল পেল ৭০০ পড়ুয়া

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্প 'সবুজ সাথী'র হাত ধরে ফের ডানা মেলল দক্ষিণ দিনাজপুরের শত শত শিক্ষার্থীর স্বপ্ন। বুধবার বালুরঘাটের মহিনগর কিষাণ মান্ডিতে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলার একাদশ পর্যায়ের সাইকেল বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটল। এ দিন বালুরঘাট ব্লক ও পুরসভার মোট ৭০০ জন শিক্ষার্থীর হাতে নতুন সাইকেল তুলে দেওয়া হয়।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বালা সুব্রামনিয়াম টি, বালুরঘাট ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সোহম চৌধুরী, বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার-সহ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক এবং বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবকরা। প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে, এদিন বালুরঘাট ব্লকের ৩২টি স্কুল এবং বালুরঘাট পুরসভার ৫টি স্কুল মিলিয়ে মোট ৩৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৭০০ জন পড়ুয়ার হাতে এই সাইকেল তুলে দেওয়া হয়। সম্প্রতি যারা নবম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে, যা তাদের শিক্ষা জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক বালাসুব্রামনিয়ান টি. বলেন, 'সবুজ সাথী প্রকল্প কেবল সাইকেল বিতরণ নয়, এটি শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। বিশেষ করে গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকায় যাতায়াতের প্রতিকূলতা দূর করে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করাই আমাদের লক্ষ্য।' তিনি আরও যোগ করেন, 'দূরত্ব যেন কোনোভাবেই মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সরকার তা নিশ্চিত করছে।' তিনি পড়ুয়াদের মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান। অন্যদিকে, কেবল একটি যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে নয়, অনেক শিক্ষার্থীর কাছে এই সাইকেলটি এখন তাদের আত্মনির্ভরতার প্রতীক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত এক অভিভাবক জানান, সাইকেল পাওয়ায় যাতায়াতের সময় যেমন বাঁচবে, তেমনি যাতায়াত খরচ কমার ফলে পারিবারিক সাশ্রয় হবে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা আরও বেশি উৎসাহ নিয়ে নিয়মিত স্কুলে যেতে পারবে।

# রঘুনাথপুরে দুই মহিলা সহ তিন জনের মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া:** পুরুলিয়া জেলাজুড়ে বুধবার মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে টুসু পরব অনুষ্ঠিত হয়। সেই আবহের মধ্যেই জেলার রঘুনাথপুরে পৃথক পৃথক ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল দুই মহিলার। পাশাপাশি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত দুই মহিলার নাম বছর ২৫-এর বৈশাখী বাউরি ও বছর ৭৬-এর বিজলা গোপ। বৈশাখী বাউরির বাড়ি পুরুলিয়ার পাড়া থানার অন্তর্গত কেলাহি গ্রামে। আর বিজলা গোপের বাড়ি পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটি থানার অন্তর্গত ডিসেরগড় এলাকার রক্তা গ্রামে। দু'জনের পরিবারের আত্মীয়রা জানান, বাড়িতে অতিরিক্ত ঠান্ডার জন্য আগুন পোহানোর সময় অসাবধানতার কারণে তাঁরা অগ্নিদগ্ধ হন। পরিবারের আত্মীয়রা তাঁদের রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করেন। চিকিৎসা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে তাঁদের মৃত্যু হয়। বুধবার দুপুরে বৈশাখী বাউরির দেহটি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত হয়। এরপর দেহ দু'টি রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে পুরুলিয়ার গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য রঘুনাথপুর থানার পুলিশ।

অন্যদিকে, মোটর বাইক নিয়ে রঘুনাথপুর থেকে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। মৃত ওই ব্যক্তির নাম অনন্ত ব্যানার্জী (৪৮)। তাঁর বাড়ি রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত ঘুঁটিতোড়া গ্রামে। জানা যায়, অনন্ত বাবু মঙ্গলবার রাতে রঘুনাথপুর শহর থেকে মোটর বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। ওই সময় রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার সাপ্লাই কারখানা যাওয়ার রাস্তায় কারখানার অদূরে একটি কালভার্টের কাছে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। রাস্তার পাশে পড়ে ছিল মোটর বাইকটি। পুলিশে খবর জানালে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ তাকে স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বুধবার দুপুরে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ হাসপাতাল থেকে দেহটি উদ্ধার করে মৃত্যুর আসল কারণ জানতে দেহ গুলিকে পুরুলিয়ার গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

# মুখ্যমন্ত্রীকেও জেলে যেতে হবে: দিলীপ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** 'মুখ্যমন্ত্রীকেও জেলে যেতে হবে।' মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে দুর্গাপুরের মুচিপাড়ায় 'চায়ে-পে-চর্চা' কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এমনভাবেই তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'ইডি-সিবিআই ঠিকভাবে কাজ করলে তৃণমূলের কোনও নেতা বাদ যাবে না, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীকেও জেলে যেতে হবে। ইডির হাত থেকে ফাইল ছিনতাইয়ের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সঙ্গে থাকা সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ডাকাতির মামলা হওয়া উচিত।' দিলীপ ঘোষের আরও অভিযোগ, 'রাজ্যে প্রশাসন ভেঙে পড়েছে এবং মানুষের শেষ ভরসা এখন আদালত।' শুভেন্দু অধিকারীর গাড়িতে হামলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'রাজ্যে বিজেপি কর্মীদের উপর একের পর এক হামলা হলেও দোষীরা শাস্তি পাচ্ছে না।' হুমায়ুন কবীর প্রসঙ্গে দিলীপের বক্তব্য, 'রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন চাইছে এবং সেই পরিবর্তনের আশা জাগাতে পারলেই জনগণের সমর্থন মিলবে।'

# জঙ্গলমহলে মকর পরব পালনে শুভেন্দু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** মকর পরবে মেতেছে জঙ্গলমহল। মঙ্গলবার থেকেই শুরু হয়েছে পিঠে বানানো ও টুসু জাগরণ। বুধবার পুণ্যস্নান সেরে মেলায় মেতেছে জঙ্গলমহলবাসী। ঐতিহ্যবাহী এই মকর পরবে এদিন সামিল হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জনসংযোগ বাড়াতে যোগ দিলেন একাধিক কর্মসূচিতে। মানিকপাড়ার কালাঝরিয়া ও জামবনির তুলিবড় গ্রামে লোধা, শবর সম্প্রদায়ের সঙ্গে মকর পরব পালন করেন। এদিন শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে উৎসাহী বিজেপি কর্মী ও জঙ্গলমহলের একাংশ মানুষ উৎসবে সামিল হন। কালাঝরিয়া গ্রামে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা লাবনি ভক্তার বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন ও পিঠ পুলির আয়োজন করা হয়। দলীয় কর্মী, সমর্থক ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে বসে সেই সব খাবার খান বিরোধী দলনেতা। বিকেলে গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দেন আতপচাল, গুড়-সহ পিঠা তৈরির বিভিন্ন উপকরন। বিলি করেন কম্বল ও মশারি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ইডি প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'ইডি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ কেউ ছাড়া পাবেন না।' তৃণমূলের সেবাশ্রয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ওদের মূল চালিকা শক্তি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছি। তাই নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় কোনও প্রভাব ফেলতে পারবে না।'

# মহিলাকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদে মারধর, ধৃত তিন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** এক মহিলাকে প্রথমে উত্ত্যক্ত করার পর সেই মহিলা প্রতিবাদ করায় তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে মারধর করার অভিযোগ উঠল একদল মদ্যপ যুবকদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় কাঁকসার পানাগড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ। আক্রান্ত ওই মহিলা ও তাঁর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে কাঁকসা থানার পুলিশ তিন জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হলেন কাঁকসার কোরা পাড়ার বাসিন্দা নিদন কোরা, বরুণ কোরা ও রাজু কোরা। ধৃত তিনজনকে বুধবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার একটি লরিতে চেপে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন যুবক বুদবুদের রণডিহা ড্যামে পিকনিক করতে গিয়েছিল। ফেরার সময় রাস্তায় এক মহিলাকে একা দেখতে পেয়ে তাঁকে কটূক্তি করে। ওই মহিলা প্রতিবাদ করায় তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় চলন্ত গাড়ি থেকে। ঘটনার কথা ফোনের মাধ্যমে ওই মহিলা তার পরিবারকে জানান। পরিবারের লোকজন পানাগড়ের রেল গেটের সামনে লরিটিকে আটকালে লরি থেকে নেমে মদ্যপ যুবকরা মহিলাকে ও তাঁর পরিবারের লোকজনকে মারধর করতে বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে ওই মহিলা ও তার পরিবারকে উদ্ধার করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে একটি লরি-সহ ডিজে মেশিন, ডিজে বক্স, জেনারেটর, আটক করে। এবং তিনজনকে গ্রেপ্তার করে।

# যুবতীর আপত্তিকর ছবি ভাইরাল, কাঁকসায় ধৃত যুবক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** এক যুবতীর আপত্তিকর ছবি ভাইরাল করার অভিযোগে যুবতীর পরিবারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল আসাম রাজ্যের পুলিশ। কাঁকসা থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আসাম রাজ্যের পুলিশ ওই যুবককে কাঁকসার গোপালপুরে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত যুবককে মহকুমা আদালতে পেশ করার পর তাকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে আসাম যায় ওই রাজ্যের পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম রঞ্জিত সিং। তার বাড়ি

কাঁকসা থানার গোপালপুরের উত্তর পাড়া এলাকায়। আসাম রাজ্যের পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক বছর ধরে ওই যুবকের সঙ্গে আসামের বাকুম থানার অন্তর্গত এক যুবতীর সঙ্গে সমাজমাধ্যমে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সম্পর্ক গভীর হওয়ায় দু'জনের মধ্যে আপত্তিকর ছবি দেওয়া নেওয়া হয়। এরই মধ্যে ওই যুবতীর অন্যত্র বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে যায়। সেই খবর জানতে পেরে ধৃত যুবক ওই যুবতীকে নানানভাবে ব্ল্যাকমেইল করতে থাকে। শেষে কোনরকম ভাবে কোনো কাজ না হওয়ায়, যুবতীর আপত্তিকর ছবি ভাইরাল করে দেয় যুবক। যুবতী ও তাঁর পরিবার বিষয়টি জানতে পারার পর বাকুম থানায় রঞ্জিত সিং-এর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে আসাম রাজ্যের পুলিশ মঙ্গলবার রাতে বাড়ি থেকে রঞ্জিত সিং-কে গ্রেপ্তার করে।

# গঙ্গাসাগরের বিকল্প স্নান হেমনগরের কল্পতরু মেলায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হেমনগর:** গঙ্গাসাগরে যেতে না পারার আক্ষেপ পূরণে রায়মঙ্গল নদীর পাড়ে পূণ্যার্থীদের স্নান, হেমনগরের কল্পতরু মেলায়। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার হিঙ্গলগঞ্জের সুন্দরবনের হেমনগর কল্পতরু মেলা এবার ২৫ বছরে পড়লো। গঙ্গাসাগরে পুণ্য স্নানের আশা থেকে পুণ্যার্থীরা বঞ্চিত হয়ে মকর সংক্রান্তির দিনে গঙ্গাসাগরের বিকল্প হিসেবে স্নান সারলো এই মেলাতে। পুণ্যের আশায় সকাল সকাল স্নান সারলেন সুন্দরবনবাসী। সাকাল থেকে পুণ্যার্থীদের ঢল নামে রায়মঙ্গল নদীতে। বসিরহাট জেলার পুলিশের কঠোর নিরাপত্তা ও হেমনগর থানার কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পূণ্যার্থীরা স্নান সারেন এদিন। কথায় আছে, সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর এক বার, তাই পুণ্যের আশায় তারা আজ মকর সংক্রান্তির দিন গঙ্গাসাগরের স্বাধ রায়মঙ্গল নদী পাড়েই মেটালেন। এখানেই পরিবারের মঙ্গল কামনার্থে সপরিবারে স্নান ও পুজোর দিলেন। পাশাপাশি এই মকর সংক্রান্তির দিনে পূণ্যার্থীদের হাতে গীতা প্রদান ও পুণ্যার্থীদের কম্বল বিতরণ করা হয়। আনুমানিক ২০০ থেকে ৩০০ গীতা

সঙ্গে এক টাকা দিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষক নিতাই চন্দ্র রায় ও কম্বল পুণ্যার্থীদের স্নানের ঘাটে এদিনে উপস্থিত ছিলেন কল্পতরু মেলা কমিটির সভাপতি, মুরারী মোহন মণ্ডল, মন্দিরের পূজারী অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই চন্দ্র রায় ও একাধিক বিশিষ্টজনেরা।


**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD**

**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**
৩য় এবং ৪র্থ তল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

**পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১)**
**দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ২৯.০৭.২০২৫ তারিখে **১. মেসার্স কৃষ্ণা এন্টারপ্রাইজেস (স্বত্বা - শ্রীমতী মোনালিসা দাস) ঠিকানা : ১ম তল, ২৩সি, ড. সুরেশ ব্যানার্জি রোড, (নন্দী হাউস) ওয়ার্ড নং ৩৪, বেলেঘাটা মেন রোড, কলকাতা - ৭০০০১০ ২. শ্রীমতী মোনালিসা দাস - ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা (স্বত্বা - মেসার্স কৃষ্ণা এন্টারপ্রাইজেস) ঠিকানা : ১ম তল, ২৩সি, ড. সুরেশ ব্যানার্জি রোড, (নন্দী হাউস) ওয়ার্ড নং ৩৪, বেলেঘাটা মেন রোড, কলকাতা - ৭০০০১০ প্রাপ্ত ঋণ ভবানীপুর শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৬০,১৯,৩৯৪.০০ টাকা (ষাট লাখ উনিশ হাজার তিনশ চুরানব্বই টাকা) ২৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত অ্যাকাউন্ট এনপিএ ঘোষণার তারিখ থেকে, নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ (৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **৬০,১৯,৩৯৪.০০ টাকা (ষাট লাখ উনিশ হাজার তিনশ চুরানব্বই টাকা) ২৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

সম্পত্তি : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একতলা (পিছনের অংশ) উত্তর-পশ্চিম অংশ পরিমাপ কমবেশি ৬০৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির, দুই বেড রুম, এক টয়লেট, এক কিচেন, চওড়া লবি ২২ বছরের পুরানো ভবনে সিমেন্টের মেঝে প্রেমিসেস নং ২৩সি, ডা. সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জি রোড (নন্দী হাউস) কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৩৪ অধীন, থানা বেলিয়াঘাটা, কলকাতা -৭০০০১০। **চৌহদ্দি দলিল অনুযায়ী : উত্তরে :** ৮ ফুট চওড়া সড়ক। **দক্ষিণে :** স্বরূপ দাস এর সম্পত্তি। **পূর্বে :** ভবেশ মিত্র এর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।
****সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৪) অধীনে পূর্বে কোনও নোটিশ ইস্যু করা হয়ে থাকলে তা প্রত্যাহৃত/ বাতিল গণ্য হবে।**

তারিখ : ১৪.০১.২০২৬, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক



**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD**

**দখল নোটিশ**
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে

**কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা**
বি-৮/৩৫, (সিএ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী পো - কল্যাণী,
জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২৩৫

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **দাবি নোটিশ তারিখ : ২২.১০.২০২৫,** ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা :
**১. শ্রীমতী জবা দাস (ঋণগ্রহীতা),** স্বামী প্রয়াত নিতাই পদ দাস, "সোনার ভুবন" কমপ্লেক্স, ব্লক বি, ৩য় তল, ফ্ল্যাট নং বি/২, পো কল্যাণী, ওয়ার্ড নং ২০, পিন - ৭৪১২৩৫, জেলা - নদিয়া, পব।
**২. শ্রীমতী রীনা ঘোষ (জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী ধীরাপদ দাস, ৩৫, কালীনাথ ঘোষাল রোড, আড়িয়াদহ, বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পব, পিন - ৭০০০৫৭
**৩. শ্রী দীপক চক্রবর্তী (জামিনদাতা)** পিতা প্রয়াত অরবিন্দ চক্রবর্তী, লেকটাউন, কাঁচড়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পব, পিন - ৭৪৩১৪৫।
**কল্যাণী আই.ই. শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৯,০৮,৭০৯.৭৯ টাকা (উনত্রিশ লাখ আট হাজার সাতশ নয় টাকা এবং উনআশি পয়সা) ২২.১০.২০২৫ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **২৯,০৮,৭০৯.৭৯ টাকা (উনত্রিশ লাখ আট হাজার সাতশ নয় টাকা এবং উনআশি পয়সা) ২২.১০.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি-২, ৩য়তলা, সোনার ভুবন, ব্লক -বি, পরিমাপ ৮৫০ বর্গফুট (সুপার বিল্ডআপ এরিয়া), ৬৯৬ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া) অবস্থিত মৌজা - কাঁচড়াপাড়া, রথতলা , কল্যাণী পুরসভা অদীন, জেএল নং ৫৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২২৬, খতিয়ান নং এলআর ৯০৬ এবং ৯০৭, বিক্রয় দলিল নং ১৩০৩০১৪৬৯-২০১৫ সালের তারিখ ০৫.০৫.২০১৫, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩০৩-২০১৫,পৃষ্ঠা ২৪২ থেকে ২৬২, এডিএসআর -কল্যাণী। **জমির চৌহদ্দি :** উত্তরে : হীরামণি দেবী এর জমি। দক্ষিণে : বাগের খাল। পূর্বে শীলা দেবী এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : জমি দাগ নং ২২৫। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি :** উত্তরে : খোলা জায়গা। দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং এ-২। পূর্বে : খোলা জায়গা। পশ্চিমে : সিঁড়ি এবং লবি।

**পূর্ববর্তী দখল বিজ্ঞপ্তি তারিখ ০২.০১.২০২৬, প্রকাশের তারিখ ০৬.০১.২০২৬ কারিগরি সমস্যার কারণে বাতিল বলে বিবেচিত হয়েছে।**

তারিখ : ১৪.০১.২০২৬
স্থান : কল্যাণী
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক



**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD**

**কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা**
বি-৮/৩৫, (সিএ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী
পো - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় নোটিশ**

**পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) ]**
**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে**
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১৮.০২.২০২৬ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** আদায় করা হবে নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বকেয়া।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

| ক্র. নং. | ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম<br>খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ | জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি পরিমাণ<br>গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ<br>ঘ) সম্পত্তির আইডি<br>ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা<br>চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১ | **ক) ১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স ঘোষ কনস্ট্রাকশন, স্বত্বাধিকারী : দেবজ্যোতি ঘোষ,**<br>নিউ-৩৮১, পুরানো ০৭৩৬, মসজিদ বাটী রোড, কাঁচড়াপাড়া, ওয়ার্ড নং ১১, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।<br>**২. স্বত্বাধিকারী/ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা : শ্রী দেবজ্যোতি ঘোষ,**<br>নিউ-৩৮১, পুরানো ০৭৩৬, মসজিদ বাটী রোড, কাঁচড়াপাড়া, ওয়ার্ড নং ১১, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।<br>**খ) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা।** | **সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন, সম্পত্তি শ্রী দেবজ্যোতি ঘোষ এর নামে** দলিল নং ০৬৮৪১-২০১৪ অবস্থিত মৌজা- গ্রাম -হালিশহর, জেএল নং ৬, আরএস নং ৩৭, তৌজি নং ৯০৫, আরএস খতিয়ান নং ৬০৬, এলআর খতিযান নং ৯৮৩৩, হাল এলআর নং ১৭৮৬২, আরএস দাগ নং ৮০৮, এলআর দাগ নং ২২৫৫, হোল্ডিং নং ৭৭/ নতুন এবং ৭৮/ নতুন, বঙ্কিম চ্যাটার্জি লেন,ওযার্ড নং ৪, থানা বীজপুর, এরিয়া ০৩.৩০ ডেসিমেল -২ কাঠার। চৌহদ্দি উত্তরে : বুলু শর্মার জমি। দক্ষিণে : স্বপন কুমার সাহা এর জমি। পূর্বে : জমি দাগ নং ৭৯৩। পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া রোড। | **৮,৬১,২৮৮.০০ টাকা**<br>(আট লাখ একষট্টি হাজার দুশো অষ্টআশি টাকা)<br>(বিবি ৭৯৬৯৫৫.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ৬৪,৩৩৩.০০ টাকা)<br>**১৩.০১.২০২৬ অনুযায়ী**<br>পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ | **ক) ১০,৩৯,০০০.০০ টাকা (*)**<br>(দশ লাখ উনচল্লিশ হাজার টাকা)<br>**খ) ১,০৩,৯০০.০০ টাকা**<br>(এক লাখ তিন হাজার নশো টাকা)<br>**গ) ১০,০০০.০০ টাকা**<br>(দশ হাজার টাকা)<br>**ঘ) IDIB30184452250**<br>**ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই**<br>**চ) প্রতীকী দখলীকৃত** |
| ২ | **ক) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : প্রবীর মন্ডল**<br>পিতা পতিত পাবন মন্ডল,<br>ওয়ার্ড নং ২০, ঈশ্বর গুপ্ত লেন এর নিকট, রথতলা, হাইওয়ে, গ্রাম কাঁচড়াপাড়া, বুদ্ধপার্ক, কল্যাণী, পিন -৭৪১২৩৫।<br>**জামিনদাতা : ১. চৈতালী মন্ডল,**<br>স্বামী প্রবীর মন্ডল,<br>গ্রাম কাঁচড়াপাড়া, রথতলা হাইওয়ে, ঘোষ মিস্টান্ন ভান্ডার এর নিকট, নদিয়া, পিন -৭৪১২৩৫।<br>**২. শ্রী আশরফ রহমান শেখ,**<br>৫৪, উত্তর পল্লদহ, নৈহাটি, কানপা চাকলা, পো কাটাগঞ্জ, থানা বীজপুর, উত্তর ২৪ পরগনা,<br>পিন - ৭৪১ ২৫০।<br>**খ) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা।** | বসবাসের ফ্ল্যাট ৫মতল, এজি-৪ তলা ভবন, নাম চৈতালী কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ফ্ল্যাট নং ই-০৪, পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৮৭৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপএরিয়া, ২ বেড রুম, এক কিচেন, এক হল তথা ডাইনিং রুম, ২ টয়লেট, প্রিভি এবং এক ব্যালকনি এবং গ্যারাজ নং এ-৫, একতলা পরিমাপ কমবেশি ২৫০.০০ বর্গফুট গ্রাম কাঁচড়াপাড়া, রথতলা কল্যাণী হাইওয়ে থানা : কল্যাণী, কাঁচড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন এবং বর্তমানে কল্যাণী পুরসভা অধীন, জেলা নদিয়া, পব, **সম্পত্তি প্রবীর মন্ডল এর নামে। সমুদয় ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্য জমির প্লট। দক্ষিণে : উত্তম কুমার পালের প্লট। পূর্বে : পঞ্চয়েত সড়ক, পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **ই০৪ ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি :** উত্তরে খোলা জায়গা। দক্ষিণে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট। পূর্বে : খোলা জায়গা। পশ্চিমে : সাধারণ করিডর এবং সিঁড়ি। | **২১,৩৯,৩১৪.০০ টাকা**<br>(একুশ লাখ উনচল্লিশ হাজার তিনশ চোদ্দ টাকা)<br>(বিবি ১৫,৬২,৯৯৯.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ৫,৭৬,৩১৫.০০ টাকা)<br>**১৩.০১.২০২৬ অনুযায়ী**<br>পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ | **ক) ১১,৩৮,০০০.০০ টাকা (*)**<br>(এগার লাখ আটত্রিশ হাজার টাকা)<br>**খ) ১,১৩,৮০০.০০ টাকা**<br>(এক লাখ তেরো হাজার আটশ টাকা)<br>**গ) ১০,০০০.০০ টাকা**<br>(দশ হাজার টাকা)<br>**ঘ) IDIB11662017205**<br>**ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই**<br>**চ) প্রতীকী দখলীকৃত** |

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৮.০২.২০২৬ সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত**
**ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
**দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

**দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও**

তারিখ - ১৪.০১.২০২৬
স্থান : কল্যাণী
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক



**বৈংক আঁফ় ইংডিয়া Bank of India BOI** Relationship beyond banking

**বর্ধমান জোনাল অফিস**
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর,
জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং- ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

**দখল বিজ্ঞপ্তি**
**(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**
পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বাঁকুড়া শাখার** (প্রতিষ্ঠানের নাম) অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৬-১০-২০২৫** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী অমৃতা দে,** মেসার্স বাঁকুড়া ই.ভি এর স্বত্বাধিকারী -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত পরিমাণ **১,০১,৮৯,৯৯২.১০/- টাকা সহ ইউসিআই (কথায়- এক কোটি এক লক্ষ উননব্বই হাজার নয়শত বিরানব্বই টাকা এবং দশ পয়সা মাত্র)** উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, **০৯ জানুয়ারি, ২০২৬** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **১,০১,৮৯,৯৯২.১০/- টাকা** এবং তার উপর সুদ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বাঁকুড়া শাখার** (প্রতিষ্ঠানের নাম) ধার্য সাপেক্ষ হবে।
**ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।**

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- গুয়ানালা, জে.এল. নং- ১৯৪, এল.আর. খতিয়ান নং- ৪৬০ এবং ৪৬১, দাগ নং- ৬৪৮ এবং ৬৪৯-এ অবস্থিত, জমির পরিমাণ ০.০৯ একর বা ৩৯২০ বর্গফুট বাস্তু জমি (আবাসিক এবং বাণিজ্যিক বিল্ডিং) যা খাতড়া এলআইসি রোড, পোঃ ও থানা- খাতড়া, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২২১৪৬-এ অবস্থিত। ২৪-০১-২০০৫ তারিখের **দলিল নং- ১২০/২০০৫** এবং ১৭-০৫-২০০৫ তারিখের **দলিল নং- ১০৭৮/২০০৫** মূলে। **চৌহদ্দি:-** উত্তরে- মালিকের অন্যান্য ভবন, দক্ষিণে- মালিকের খালি জমি, পূর্বে- মালিকের খালি জমি, পশ্চিমে- খাতড়া হতে রানিবাঁধ মেইন রোড।

তারিখ: ০৯.০১.২০২৬
স্থান: বাঁকুড়া
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

# দিল্লিতে পোঙ্গল উৎসবে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী, তামিল সংস্কৃতির জয়গান

## ‘কৃষকরা দেশ গঠনে শক্তিশালী অংশীদার’

**নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি:** দিল্লিতে পোঙ্গল উৎসবে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই উৎসবে যোগ দিলেন তামিল সংস্কৃতির জয়গান করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বুধবার সকালে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এল মুরুগানের বাসভবনে পোঙ্গল উৎসবে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, ‘পোঙ্গল এখন বিশ্বব্যাপী উৎসবে পরিণত হয়েছে। তামিল সমাজ ও বিশ্বজুড়ে তামিল সংস্কৃতিকে ভালোবাসে এমন মানুষরা এই উৎসব উৎসাহের সঙ্গে উদযাপন করে। আমিও তাঁদের মধ্যে একজন। আপনাদের সকলের সঙ্গে এই বিশেষ উৎসবটি উদযাপন করা আমার জন্য সৌভাগ্যের। পোঙ্গল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। খাদ্যদাতা, পৃথিবী এবং সূর্যের কঠোর পরিশ্রমের প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতি রয়েছে।’

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘এই উৎসব প্রকৃতি, পরিবার এবং সমাজের মধ্যে ভারসাম্য তৈরির পথ দেখায়। এই সময়ে, দেশের বিভিন্ন স্থানে লোহরি, মকর সংক্রান্তি, মাঘ বিহু এবং অন্যান্য উৎসবের জন্য উৎসাহ রয়েছে। ভারত এবং বিশ্বজুড়ে বসবাসকারী সমস্ত তামিল ভাই-বোনদের আমি পোঙ্গল এবং সমস্ত উৎসবের শুভেচ্ছা জানাই।’

মকর সংক্রান্তির মাহেন্দ্রক্ষণে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বুধবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জানান, মকর সংক্রান্তিতে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা। তিল এবং গুড়ের মিষ্টতায় পরিপূর্ণ, ভারতীয় সংস্কৃতি এবং পরম্পরার এই মুহূর্ত সকলের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং সাফল্য বয়ে আনুক। সূর্যদেব সকলের মঙ্গল করুন। উত্তরায়ণ উপলক্ষ্যেও শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি মাঘ বিহু উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

দেশের অন্নদাতাদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায়, কৃষকরা দেশ গঠনে শক্তিশালী অংশীদার। প্রধানমন্ত্রী বুধবার সকালে নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এল মুরুগানের বাসভবনে পোঙ্গল উৎসবে যোগ দেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বিশ্বের প্রায় সমস্ত সভ্যতাই ফসলের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও না কোনও উৎসব উদযাপন করে। তামিল সংস্কৃতিতে, কৃষককে জীবনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমাদের কৃষকরা দেশ গঠনে শক্তিশালী অংশীদার। তাঁদের প্রচেষ্টা থেকে আত্মনির্ভর ভারত অভিযান ব্যাপক শক্তি অর্জন করছে। কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের ক্ষমতায়নের জন্যও নিরন্তর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।’

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ‘মাত্র কয়েক মাস আগে, আমি তামিলনাড়ুতে প্রাকৃতিক কৃষিকাজ সংক্রান্ত একটি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম, যেখানে আমি আমাদের তামিল তরুণদের দ্বারা চমৎকার কাজ করা দেখেছি। তাঁরা মাঠে কাজ করার জন্য লাভজনক পেশাদার ক্যারিয়ার ছেড়ে আসছে। আমি তাদের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি কৃষির সঙ্গে জড়িত আমার তরুণ তামিল বন্ধুদের সুস্থায়ী কৃষিতে বিপ্লব আনার জন্য এই প্রচারণা আরও সম্প্রসারণের জন্য অনুরোধ করছি।’

# দিল্লির জনগণ ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবে, আরোগ্য মন্দির প্রসঙ্গে রেখা

**নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি:** রাজধানী দিল্লিতে উদ্বোধন হয়েছে ৮১টি আরোগ্য মন্দির। এই ৮১টি আরোগ্য মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, ‘মকর সংক্রান্তির এই উৎসবে, আজ দিল্লিতে আমরা পরবর্তী ৮১টি আরোগ্য মন্দির জনসাধারণের জন্য উৎসর্গ করার কাজ শুরু করছি। পূর্বে, দিল্লিতে ২৩৮টি আরোগ্য মন্দির ইতিমধ্যেই খোলা হয়েছে। ধারাবাহিক ভাবে, এই আরোগ্য মন্দিরগুলির মাধ্যমে, আমরা দিল্লিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য একটি সুবিধাজনক স্থান প্রদান করছি। দিল্লিতে মানুষ ভালো স্বাস্থ্যসেবা পাবে। আমাদের ১১০০টি আরোগ্য মন্দিরের লক্ষ্য রয়েছে এবং আমরা তা অর্জনের জন্য কাজ করছি।’

# সুকমায় ১০টি আধুনিক অস্ত্র-সহ ২৯ জন মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

**সুকমা, ১৪ জানুয়ারি:** ছত্তিশগড়ের দণ্ডকারণ্য এলাকায় মাওবাদী দমনে ফের বড়সড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। বুধবার সুকমা জেলার গোগুন্ডা এলাকায় দর্ভা ডিভিশনের সশস্ত্র ক্যাডারের ২৯ জন মাওবাদী একসঙ্গে আত্মসমর্পণ করেছেন। একইসঙ্গে তাঁরা নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছেন বেশ কিছু অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র। চলতি বছরে সুকমা জেলায় এটিই বৃহত্তম আত্মসমর্পণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিন সুকমার পুলিশ সুপার কিরণ চহ্বাণ জানিয়েছেন, আত্মসমর্পণের সময় মাওবাদীরা ১০টি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র জমা দিয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছে, ৩টি একে-৪৭ রাইফেল, ১টি এসএলআর, ৩টি ইনসাস রাইফেল, ২টি ৩০৩ রাইফেল, ১টি ৩০ কার্বাইন রাইফেল।

পুলিশ সুপার আরও জানান, গোগুন্ডা এলাকায় নতুন সুরক্ষা ক্যাম্প স্থাপনের ফলে সেখানে স্থায়ী নিরাপত্তা ও উন্নয়নের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সরকারের পুনর্বাসন নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং পুলিশের ক্রমাগত চাপে কোণঠাসা হয়েই এই সশস্ত্র ক্যাডাররা মূলস্রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সিআরপিএফের ৭৪তম ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট হিমাংশু পাণ্ডে বলেন, সরকারের সুরক্ষা, বিশ্বাস এবং উন্নয়নের ত্রিমুখী কৌশলের মাধ্যমেই নকশালবাদের অবসান সম্ভব হচ্ছে।

**গুরুত্বপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী ও পুরস্কার:** আত্মসমর্পণকারীদের তালিকায় গোগুন্ডা পঞ্চায়েতের ডিএকেএমএস সভাপতি পোড়িয়াম বুধরা রয়েছেন, যাঁর মাথার ওপর সরকারের পক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। এছাড়া তালিকার অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় সদস্যদের মধ্যে গোগুন্ডা পঞ্চায়েত ডিএকেএমএস সহ-সভাপতি হেমলা মঙ্গডু এবং মিলিশিয়া ডেপুটি কমান্ডার মড়কম হিড়মা ও হেমলা হড়মার নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রসঙ্গত, পুলিশের পক্ষ থেকে সক্রিয় মাওবাদীদের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে যে, হিংসার পথ ছেড়ে সম্মানজনক জীবনযাপনের জন্য তাঁরা যেন সরকারের এই উন্নয়নমূলক অভিযানের অংশীদার হন।

# ক্রেনের ধাক্কায় বেলাইন ট্রেন, তাইল্যান্ডে মৃত কমপক্ষে ২৮

**ব্যাংকক, ১৪ জানুয়ারি:** ক্রেনের ধাক্কায় লাইনচ্যুত হল ট্রেন। ঘটনায় অন্তত ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে তাইল্যান্ডের সিখিওতে এই ঘটনাটি ঘটেছে। ট্রেনটি ব্যাঙ্কক থেকে উবন রাতচাথানি প্রদেশের দিকে যাচ্ছিল। জানা গিয়েছে, রেলের কাজের জন্যই ওই ক্রেনটি ব্যবহার করা হচ্ছিল। সেই সময়েই ট্রেনে ধাক্কা মারে ক্রেনটি। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, উত্তর-পূর্ব থাইল্যান্ডে একটি চলন্ত ট্রেনের উপর নির্মাণাধীন ক্রেন পড়ে যাওয়ার ঘটনায় কমপক্ষে ২৮ জন নিহত এবং ৬৪ জন আহত হয়েছেন। ক্রেনটি ট্রেনটি লাইনচ্যুত করে এবং কয়েকটি বগি ভেঙে ফেলে, যার মধ্যে একটিতে আগুন ধরে যায়। দুর্ঘটনার সময় ট্রেনটিতে প্রায় ১৯৫ জন যাত্রী ছিলেন। উদ্ধারকারীরা পরে সমস্ত যাত্রীকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে নিতে সক্ষম হন এবং আহতদের অনেককে ওই অঞ্চলের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

# প্রবীণ সৈনিক দিবসে বার্তা রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

**নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি:** ‘প্রবীণ সৈনিক দিবসে, আমি আমাদের প্রাক্তন সৈনিকদের বীরত্ব, নিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগকে প্রণাম জানাই। তাঁদের অটল সাহস প্রতিটি ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করে।’ বুধবার এভাবে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এক্সবার্তায় তিনি লিখেছেন, ‘প্রবীণ সৈনিক দিবস এবং সশস্ত্র বাহিনী পতাকা দিবসের মতো অনুষ্ঠানগুলি কেবল আমাদের সাহসী সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগই নয়, বরং তাঁদের প্রতি অর্থপূর্ণ সমর্থন জানানোরও সুযোগ। আমি নিশ্চিত যে আমাদের প্রবীণ সৈনিকরা জাতির স্বার্থে গভীর ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবেন।’

# বিজেপি নেতা রবিশঙ্করের বাড়িতে আগুন আয়ত্তে

**নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি:** আগুন লাগল বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদের বাড়িতে। বুধবার সকালে রবিশঙ্করের বাড়িতে আগুন লাগে। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। বুধবার সকালে বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্করের দিল্লির বাসভবনে আগুন লাগে। খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে যান ফরেনসিক দলের কর্মীরাও। সাব-ফায়ার অফিসার সুরেশ এম বলেন, ‘ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পৌঁছে যাই। একটি ঘরে আগুন লেগেছিল, যা এখন নেভানো হয়েছে। আমরা ঊর্ধ্বতন অধিকারিককেও বিষয়টি জানিয়েছি। আগুন লাগার কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কোনও ধরণের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।’

# মকর সংক্রান্তিতে প্রয়াগের সঙ্গমে পুণ্যস্নান ভক্তদের

**প্রয়াগরাজ, ১৪ জানুয়ারি:** মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে প্রয়াগরাজের সঙ্গমে পুণ্যস্নান করলেন অসংখ্য ভক্তরা। হাঁড়কাঁপানো ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর মিলনস্থল ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যার্থীরা পুণ্যস্নান করেন। প্রচণ্ড ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষজন বুধবার পুণ্যস্নানে অংশ নিয়েছেন।

মেলা প্রাঙ্গণ জুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি বিশেষ ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালায় প্রশাসন। মেলার এসপি নীরজ কুমার পান্ডে বলেন, ‘মধ্যরাত থেকে মকর সংক্রান্তির পবিত্র স্নান শুরু হয়েছে। যদিও ১৫ তারিখ মূল স্নানের দিন, তবুও ভক্তরা পবিত্র স্নান করতে ধারাবাহিকভাবে আসছেন। সকাল ৬টা নাগাদ প্রায় ৯.৫ লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যেই পবিত্র স্নান সেরে ফেলেছেন।’ প্রয়াগরাজের মাঘ মেলায় আগত তীর্থযাত্রীরা সরকারি ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বলেন, কুম্ভ মেলার মতো সুযোগ-সুবিধাগুলি সুপরিকল্পিত। লক্ষ লক্ষ ভক্ত কোনও অসুবিধা ছাড়াই প্রতিদিন সঙ্গমে পবিত্র স্নান করছেন। শুধুমাত্র প্রয়াগের সঙ্গম নয়, মকর সংক্রান্তিতে পবিত্র স্নানের জন্য ভক্তরা অযোধ্যার সরযূ ঘাটেও ভিড় জমান। কনকনে ঠান্ডা সত্ত্বেও, ভোর ৪টে থেকে সকল বয়সের মানুষ স্নান করেন, তারপরে রাম লালা এবং হনুমানগড়িতে প্রার্থনা এবং দর্শন করেন।

## ময়দান

# মিচেলের সেঞ্চুরিতে ম্লান রাহুলের শতরান!

## রাজকোটে সিরিজে সমতা ফেরাল নিউজিল্যান্ড

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজকোটে যেন প্রত্যাশার উল্টো ছবি। ব্যাটারদের স্বর্গ হিসেবে পরিচিত এই পিচেই মুখ থুবড়ে পড়ল ভারতীয় ব্যাটিং। আর সেই দিনে সেঞ্চুরির পালটা সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ভারতের হাত থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে নিলেন আইপিএলে উপেক্ষিত ড্যারিল মিচেল। তাঁর দুরন্ত শতরানে ভর করেই দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সিরিজে সমতা ফেরাল নিউজিল্যান্ড। আগামী রবিবারের ম্যাচেই এখন নির্ধারিত হবে সিরিজের ভাগ্য।

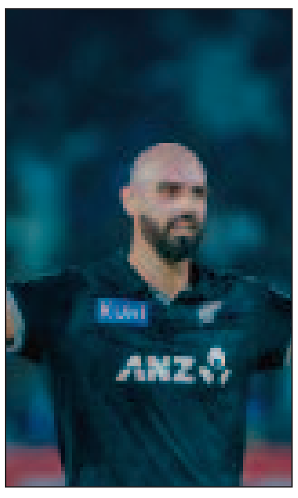

বুধবারের ম্যাচে টস হারেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। প্রথমে ব্যাট করতে নেমেই অস্বস্তিতে পড়ে ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপ। রাজকোটের উইকেট সাধারণত একেবারে পাটা হলেও এদিন পিচের আচরণ ছিল অদ্ভুত। বল কখনও উঠে আসছিল, কখনও আবার ব্যাটে পৌঁছতে দেরি করছিল। এই অনিশ্চিত বাউন্সেই সমস্যায় পড়েন ব্যাটাররা।

তবে শুরুটা খারাপ হয়নি ভারতের। প্রথম উইকেটে রোহিত শর্মার সঙ্গে ৭০ রানের জুটি গড়েন শুভমান গিল। কিন্তু ২৪ রানে আউট হয়ে যান রোহিত। তাঁর বিদায়ের পরই ধস নামে। বিরাট কোহলি (২৩), রবীন্দ্র জাদেজা (২৭), নীতীশ রেড্ডি (২০) ; কেউই ইনিংস লম্বা করতে পারেননি। ১১৮ রানের মধ্যেই চার উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ভারত।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে আবারও ‘মিস্টার ডিপেন্ডেবল’ হয়ে উঠলেন কে এল রাহুল। এক প্রান্ত আগলে রেখে ধৈর্য ও দৃঢ়তায় ইনিংস গড়েন তিনি। চাপের মুখে দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে নটআউট থাকেন রাহুল। তাঁর লড়াকু শতরানেই ভারত সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছতে পারে। গিলের ব্যাট থেকে আসে একটি হাফসেঞ্চুরি (৫৬)। সব মিলিয়ে ভারতের ইনিংস শেষ হয় ২৮৪ রানে।

এই রান তাড়া করতে নেমে শিশিরের সুবিধা পেলেও শুরুতে সমস্যায় পড়ে নিউজিল্যান্ডও। পিচের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে দ্রুত আউট হয়ে যান দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে (১৬) এবং হেনরি নিকোলস (১০)। কিন্তু এরপরই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন ড্যারিল মিচেল ও উইল ইয়ং।

মিচেল আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট করতে থাকেন। আইপিএলে অবিক্রিত থেকে যাওয়া এই ব্যাটার এদিন নিজের জাত চেনান। উইল ইয়ংয়ের সঙ্গে ১৬২ রানের গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়েন তিনি। ইয়ং করেন ৮৭ রান, আর মিচেল খেলেন ঝকঝকে শতরানের ইনিংস। ৯টি বাউন্ডারি ও ২টি ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংস ভারতীয় বোলারদের কার্যত অসহায় করে তোলে।

বোলিংয়ে চেষ্টা করেও সাফল্য পাননি মহম্মদ সিরাজ। একটি করে উইকেট নেন হর্ষিত রানা, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এবং কুলদীপ যাদব।

তবে মিচেল,ইয়ং জুটির সামনে তা যথেষ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত নির্ভার ভঙ্গিতেই লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে নিউজিল্যান্ড।

ফলে সিরিজ এখন ১-১। রাজকোটে রাহুলের সেঞ্চুরি যেমন জলে গেল, তেমনই মিচেলের শতরান হয়ে রইল ম্যাচের পার্থক্য। সব উত্তেজনার কেন্দ্রে এখন রবিবারের ফাইনাল ম্যাচ।

**e-TENDER NOTICE**
1 no. e-Tender Notice floated at gov.website. Please visit: https//wbtenders.gov.in.
Sd/- Prdhan
Kalinga Gram Panchayat, Under Chapra P.S, Nadia.

Office of the
**DEBIPUR GRAM PANCHAYAT**
Dhanirampur, Shibnagar, Murshidabad-742306.
**NIeT No-11/15 th CFC Untied/DGP/2025-26, Memo No 07/DGP/2026, Dt 05.01.26.** Last date of bid submission **20.01.26 upto 10.00 hrs,** Technical Bid opening date 23.01.26 at 11 hrs. For details visit website http://wbtender.gov.in
Sd/- Prodhan, Debipur Gram Panchayat, Murshidabad.

Office of the
**DEBIPUR GRAM PANCHAYAT**
Dhanirampur, Shibnagar, Murshidabad-742306.
**NIeT No-10/15th CFC Tied/DGP/2025-26, Memo No 06/DGP/2026, Dt 05.01.26.** Last date of bid submission **20.01.26 upto 15.00 hrs,** Technical Bid opening date **23.01.26 at 11 hrs.** For details visit website http://wbtender. gov.in
Sd/- Prodhan, Debipur Gram Panchayat, Murshidabad.

Office of the
**DEBIPUR GRAM PANCHAYAT**
Dhanirampur, Shibnagar, Murshidabad-742306.
**NIeT No-9/15 th CFC Tied/DGP/2025-26, Memo No 01/DGP/2026, Dt 02.01.26.** Last date of bid submission **19.01.26 upto 15.00 hrs,** Technical Bid opening date **22.01.26 at 11 hrs.** For details visit website http://wbtender. gov.in
Sd/- Prodhan, Debipur Gram Panchayat, Murshidabad.

**BONGAON MUNICIPALITY**
Water Body Rejuvement Project.
**Tender reference: WBMAD/NIeT/279/BM/2025-26/PWD**
**Date: 13.01.2026**
**Tender ID: 2026_MAD_988614_1**
1. Bid Submission Start date- **14.01.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date- **19.01.2026 at 14.00.** 3. End date **03.02.2026 at 14.00.** 4. Bid opening date- **05.02.2026 at 14.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

**BONGAON MUNICIPALITY**
**CORRIGENDUM NOTICE**
**Tender reference: WBMAD/NIeT/271/BM/2025-26/APAS**
**Date: 02.01.2026**
**Tender ID- TENDER ID: 2026_MAD_5006167_1, 2026_MAD_5006167_2, 2026_MAD_5006167_3.**
1. End date- **21.01.2026 at 18.55.** 2. Bid opening date- **24.01.2026 at 18.55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

**TENDER NOTICE**
**NIET No :04/15th CFC/2025-26 Memo No : 09/JGP/2026 & NIET No :05/15th CFC/2025-26 Memo No :11/JGP/2026**
1. Droppings starts from **15/01/2026 at 12:00 hours (IST)**
2. Droppings ends at, **24/01/2026 at 12:00 hours (IST)**
3. Technical bid opens at **27/01/2026 at 12:00 hours.**
4. Financial bids open will be shown in **"wbtenders.gov.in"**
For Details Contact With The Office Of The Undersigned At Any Working Days.
Sd/- Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad

**Date Corrigendum**
**NIT No. SFDC/MD/NIT-11(e)/2025-26**
**Tender Id:- 2025_SFDCL_973905_1**
**Schedule of Dates:-**
**Bid Submission End Date - 24/01/2026 upto 3.00 p.m.**
**Date of opening Technical Bid - 27/01/2026 at 3.00 p.m.**
**Note:- Details of information are available in the website https://wbtenders.gov.in.**
**All other terms and condition will remain unchanged.**

**ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION**
**NOTICE INVITING E-TENDER**
**N.I.E. ET. No. 54, 56, 57, 59, 63, 60/PW/Eng/APAS/25 Dt. 01-09-25 & 12-09-25, 20-09-25, 10-09-25 (4th Call), ET. No. 69, 71, 72, 73 74, 75 77, 79, 66, 68/ PW/Eng/APAS/25 Dt. 14-10-25, 15-10-25, 16-10-25, 17-10-25, 18-10-25, 04-11-25, 24-09-25, 10-10-25 (3rd Call)**
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
**Sd/- SE,**
**Asansol Municipal Corporation**

**SHORT CORRIGENDUM NOTICE**
**NABADWIP MUNICIPALITY**
**Tender No: NM/PWDT/ NIT-84e/2025-26.**
**ID: 2025_MAD_982052_1**
Corrected name of the work will be Construction of RCC drain from math para to Ananda kanan culvert in ward no 6 with in Nabadwip Municipality.
**N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site http://wbtenders.gov.in this advertisement is also given http://nabadwipmunicipality.in
**Sd/- Chairman**
**Nabadwip Municipality**

**TENDER**
E- Tender invited by The Prodhan, Palsunda-I Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Palsunda, Nadia. **NIET- 22/PAL-I/15TH CFC/2026, 23/PAL-I/15TH CFC/2026 & Sealed Tender NIT 21/PAL-I/15TH CFC/2026.** visit **www.wbtenders.gov.in.** Last date of submission accordingly **28.01.2026 & up to 6p.m. & 27.01.2026.** For details please contact to the office or
Sd/- Prodhan,
Palsunda-I Gram Panchayat.

**NABADWIP MUNICIPALITY**
**SHORT TENDER NOTICE**
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:- NIT No:- NM/ABPS/NIT-097e/2025-2026 to NM/ABPS/NIT-099e/2025-2026, Tender ID- 2026_MAD_5006979_1, 2026_MAD_5006990_1, 2026_MAD_5006996_1. Type of Work:-** Construction of Cement Conc Road & Drain for APAS Project . **Bid Submition End Date:- 22-01-2026 at 05:00 PM. Bid Open Date:- 27-01-2026 at 10:00 AM.** N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day And Govt.Website https://tenders.wb.gov.in/ Also Given https://nabadwipmunicipality.in
SD/- Chairman,
Nabadwip Municipality

**পূর্ব রেলওয়ে**
**ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-৩০-২০২৫-২৬, তারিখঃ ০৭.০১.২০২৬।** সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং.ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-৩০-২০২৫-২৬। কাজের নামঃ** "শিয়ালদহ ডিভিসনের শিয়ালদহ-নৈহাটি শাখায় বিধাননগর রোড এবং দমদম জংশন স্টেশনের মধ্যে ব্রিজ নং. ১৫-এর রি-গার্ডারিং" সম্পর্কিত ২৫ কেভি ওএইচই এবং সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৭১,৩৬,২৪৮.৩০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১,৪২,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখঃ** ০৩.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। SDAH-354/2025-26
**পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে**
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**
**টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-ইটিএন-আরএন-টিআই-কন-২৬, তারিখঃ ১২.০১.২০২৬।** ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নংঃ এসডিএসটিই-ইটিএন-আরএন-টিআই-কন-২৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নামঃ** কনস্ট্রাকশন অফিসে রেল নেট এবং টেলিকম ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ব্যবস্থা। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৫১,০১,০৪৪.১৭ টাকা। **বায়না মূল্য/ বিড সিকিউরিটিঃ** ১,০২,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৪ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ ও সময়ঃ** ১২.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ০৪.০৬ মিনিট। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ২৩.০১.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৬.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in-** তে পাওয়া যাবে। HWH-536/2025-26
**পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে**
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY**
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
**N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/Q-07/25-26 Dated 13.01.2026**
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_987817_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

**Nabastha-I Gram Panchayat**
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman
**Notice Inviting e-Tender**
e-Tenders are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 20/N1GP (NIT No. WB/BWN/N1. GP./NIT 03 /2025-26), Date- 14/01/2026** for 02 (Two) nos. scheme under 15th CFC Fund. Bid Submission Start Date: **15.01.2026 from 10:00 AM.** Bid Submission Closing Date: **24.01.2026 up to 10:00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **27.01.2026 at 12:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/- Prodhan
Nabastha-I Gram Panchayat

**Durgapur Municipal Corporation**
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
**Notice Inviting e-Tender**
**1) Name of the Work:** Construction of Shed near Munger Basti Shiv Mandir within W- 36.
e-Tender No. : WBDMC/W/249(APAS) of 25-26 (2nd Cal)
Tender ID : 2026_MAD_5008059_1 • Estimated Amount : 5,39,380.00/-
**2) Name of the Work:** Repairing of B.T. Road from Oxygen Plant to Bipin Burnwal Shop via Moloy Saloon, W- 34.
e-Tender No. : WBDMC/W/340(APAS) of 25-26 (2nd Cal)
Tender ID : 2026_MAD_5008062_1 • Estimated Amount : 4,11,227.00/-
**Last Date : 24th January 2026, up to 09:00 am** **Sd/- Executive Engineer**
For details : **https://tenders.wb.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

**e-Tender No.- DHE/NC/NIeT-9 of 2025-26**
Online Bid is invited by Nistarini College, Purulia for- **NIeT-9 of 2025-26 for Civil works.** All NIeTs documents download and bid submission starting date (online)- **17.01.2026** and bid submission end date (online)- **27.01.2026 up to 10.00 A.M.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.
**Sd/-**
**Principal**
**Nistarini College**
**Purulia, WB**

**WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.**
**( A Govt. Undertaking )**
**Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001**
**NIEQ- 03/25-26 along with NIeT- 218(3rd Call)/ 25-26) NIeT- 475 to 490/2025-2026, Dated- 13-01-2026 and 14-01-2026**
e-Tenders are invited by the Executive Engineer/General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil an Electrical works at Bankura, Paschim Midnapore, Jhargram, North 24 PGS, Nadia, Cooachbihar, Purba Midnapore, Purulia and Howrah District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **14-01-2026 and 15-01-2026 after 06.00 pm.** Bid submission end date- **30-01-2026 and 31-01-2026 upto 3.00 pm.**
**Date: 14.01.2026** **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

**Durgapur Municipal Corporation**
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
**Notice Inviting e-Tender**
**1) Name of the Work:** Construction of Connecting Road from 32/19 to 34/22, Shibaji, Ward No.- 10, Booth No.- 22, Borough No.- 01.
e-Tender No. : WBDMC/W/383(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5007900_1 • Estimated Amount : 1,80,963/-
**2) Name of the Work:** Construction of Drain and Jungle Cleaning at 21 No. Street Shibaji back side of 2nd Building, Borough- 01, Booth No.- 22, Ward No.- 10.
e-Tender No. : WBDMC/W/383(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5007900_2 • Estimated Amount : 1,89,627/-
**3) Name of the Work:** Repairing of Road at 4/5 North Avenue, Ward No.- 10, Booth No.- 22, Borough No.- 01.
e-Tender No. : WBDMC/W/383(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5007900_3 • Estimated Amount : 1,19,056/-
**4) Name of the Work:** Construction of Concrete Road between 6 No. & 8 No. Street North Avenue, Ward No.- 10, Booth No.- 22, Borough No.- 01.
e-Tender No. : WBDMC/W/383(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5007900_4 • Estimated Amount : 1,50,009/-
**5) Name of the Work:** Construction of Drain North Avenue St. No.- 2 Street, Ward No.- 10, Booth No.- 22, Borough No.- 01.
e-Tender No. : WBDMC/W/383(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5007900_5 • Estimated Amount : 1,44,648/-
**Last Date : 22nd January 2026, up to 09:00 am** **Sd/- Executive Engineer**
For details : **tenders.wb.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

# ধোনির গান থেকে যুবরাজের খুনসুটি, রোহিতের ঘুম না বিরাটের ফিটনেস?

## ভারতীয় ড্রেসিংরুমের কাহিনি

বিট্টু দত্ত

মাঠের আলো, গ্যালারির গর্জন আর স্কোরবোর্ডের হিসাব;এই সব কিছুর আড়ালেই থাকে ভারতীয় ক্রিকেট দলের আর একটি জগৎ, যার নাম ড্রেসিংরুম। এখানেই ম্যাচের আগে তৈরি হয় আত্মবিশ্বাস, ভাঙে চাপ, আর জয়ের পরে ছড়িয়ে পড়ে নিখাদ আনন্দ। দর্শক যে ক্রিকেট দেখে, তার অনেকটাই জন্ম নেয় এই চার দেওয়ালের ভেতর;হাসি, ঠাট্টা, নীরবতা আর পারস্পরিক বিশ্বাসের মিশেলে। ড্রেসিংরুমে ক্রিকেটাররা শুধু তারকা নন; তাঁরা সহযোদ্ধা, বন্ধু এবং একে অপরের ভরসার জায়গা। কখনও একজন অধিনায়কের ঠান্ডা রসিকতা দলকে চাপমুক্ত করে, কখনও সিনিয়রের দুষ্টুমি নতুনদের সাহস জোগায়। এই অদেখা মুহূর্তগুলোই আসলে দলকে ভিতর থেকে শক্ত করে তোলে। তাই ভারতীয় ক্রিকেটের সাফল্য বুঝতে গেলে শুধু মাঠের লড়াই নয়, ড্রেসিংরুমের গল্পগুলোও শোনা জরুরি; কারণ সেখানেই লুকিয়ে থাকে জয়ের আসল কৌশল। আজ ভারতীয় ক্রিকেট দলের ড্রেসিংরুমের এমনই পাঁচটি মজার গল্প তুলে ধরলাম।

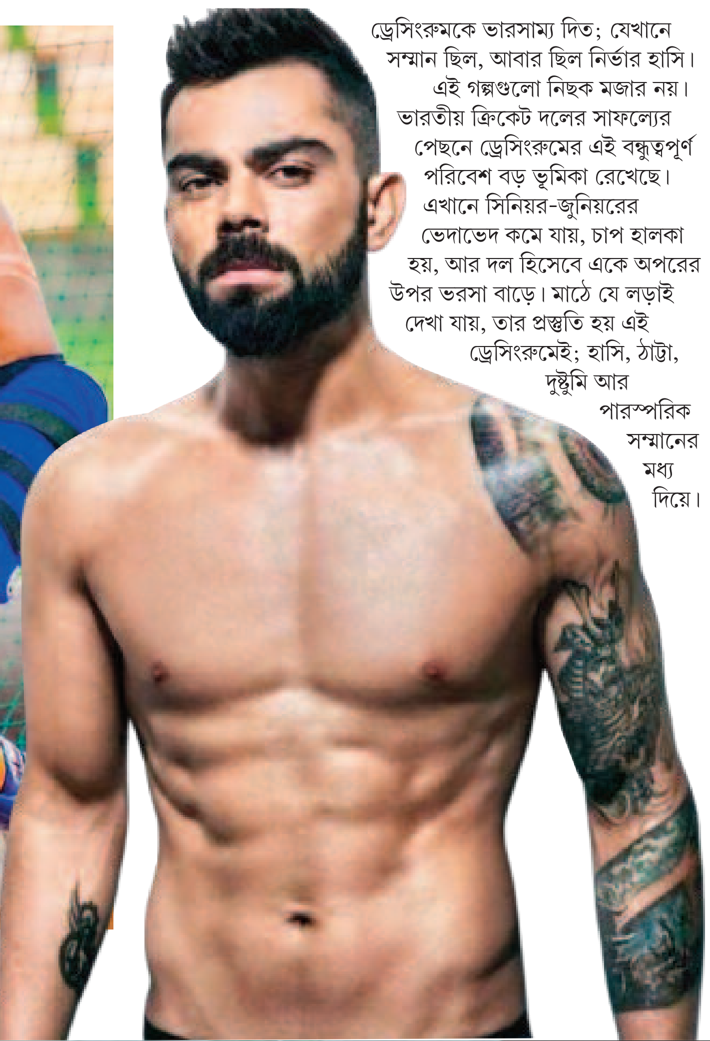

### ১) ধোনি যখন গায়ক!

এমএস ধোনি মানেই ঠান্ডা মাথা, কম কথা, নিখুঁত সিদ্ধান্ত। কিন্তু ড্রেসিংরুমে তাঁর আর এক রূপ। ২০১১ বিশ্বকাপের সময় এক ম্যাচের পর টিম মিটিংয়ে সবাই যখন ট্যাকটিক্স নিয়ে আলোচনা করছে, ধোনি নাকি হঠাৎই পুরনো হিন্দি গান গুনগুন করতে শুরু করেন। প্রথমে কেউ বুঝতে পারেনি; এটা কি মনোযোগ ভাঙানোর কৌশল নাকি নিছক মজা? কয়েক সেকেন্ড পর পুরো ড্রেসিংরুমে হাসির রোল। ধোনি তখন বলেন, ‘চাপ বেশি হলে মাথা হালকা রাখা দরকার।’ সেই দিন থেকেই বড় ম্যাচের আগে ধোনির এই ‘মুড-চেঞ্জার’ কৌশল দলকে অনেক সময় মানসিকভাবে স্বস্তি দিয়েছে। অধিনায়ক হিসেবে তিনি বুঝতেন; ড্রেসিংরুমের হাসিই মাঠে আত্মবিশ্বাস হয়ে নামে।

### ২) কোহলি বনাম পান্ডিয়ার ফিটনেস চ্যালেঞ্জ!

বিরাট কোহলি মানেই ফিটনেস আইকন। কিন্তু ড্রেসিংরুমে তাঁর ফিটনেস-প্রীতি অনেক সময় মজার প্রতিযোগিতায় বদলে যায়। এক সফরে নাকি কোহলি হঠাৎ ঘোষণা করেন; ‘পুশ-আপ চ্যালেঞ্জ!’ শর্ত একটাই, যে হারবে সে পুরো টিমকে ডিনার খাওয়াবে। রবীন্দ্র জাডেজা, রোহিত শর্মা থেকে শুরু করে তরুণ খেলোয়াড়; সবাই নেমে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত কোহলির সঙ্গে টক্কর দিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। দু’জনের লড়াই জমে উঠলেও শেষ হাসি কোহলিরই। তবে ডিনারের বিল বাঁচাতে হার্দিক পরের দিন নাকি সবাইকে আইসক্রিম খাওয়ান। এইসব ছোট্ট মজা ড্রেসিংরুমে প্রতিযোগিতার সঙ্গে বন্ধুত্বও বাড়িয়ে তোলে।

### ৩) রোহিতের ‘ঘুম-কাণ্ড’!

রোহিত শর্মা মাঠে যতটা মারকুটে ব্যাটসম্যান, ড্রেসিংরুমে ততটাই নির্ভার। তাঁর ঘুম নিয়ে টিমের মধ্যে বহু গল্প চালু আছে। একবার নাকি লাঞ্চ ব্রেকের সময় রোহিত সোফায় বসে চোখ বন্ধ করেছিলেন। সবাই ভেবেছিল, একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর টিম ম্যানেজার এসে ডাকতেই দেখা যায়; রোহিত গভীর ঘুমে! চারপাশে তখন ক্যামেরা, স্টাফ, সতীর্থদের হাসি। রোহিত অবশ্য নির্বিকার, উঠে বলেছিলেন, ‘ম্যাচের মাঝে পাওয়ার ন্যাপ জরুরি।’ সেই ঘটনার পর থেকে ড্রেসিংরুমে তাঁর জন্য ‘পাওয়ার ন্যাপ স্পট’ নামে আলাদা কোণও নাকি ঠিক করা হয়েছিল।

### ৪) যুবরাজের দাদাগিরি!

যুবরাজ সিং মানেই মজা আর দুষ্টুমি। ড্রেসিংরুমে নতুন খেলোয়াড় এলে তাঁদের ‘স্বাগত’ জানানোর দায়িত্ব প্রায়ই থাকত যুবির উপর। একবার এক তরুণ খেলোয়াড় প্রথমবার জাতীয় দলে সুযোগ পেয়ে ড্রেসিংরুমে ঢুকতেই যুবরাজ খুব গম্ভীর মুখে বলেন, ‘এখানে ঢুকতে হলে একটা গান গাইতে হবে।’ ভয়ে-উত্তেজনায় সেই খেলোয়াড় নাকি সত্যিই গান শুরু করে দেন! কয়েক সেকেন্ড পর পুরো টিম হেসে ওঠে, আর যুবরাজ বলে ওঠেন ‘ওয়েলকাম টু টিম ইন্ডিয়া!’ এই ধরনের দুষ্টুমি নতুনদের নার্ভাসনেস কাটাতে বড় ভূমিকা রাখত।

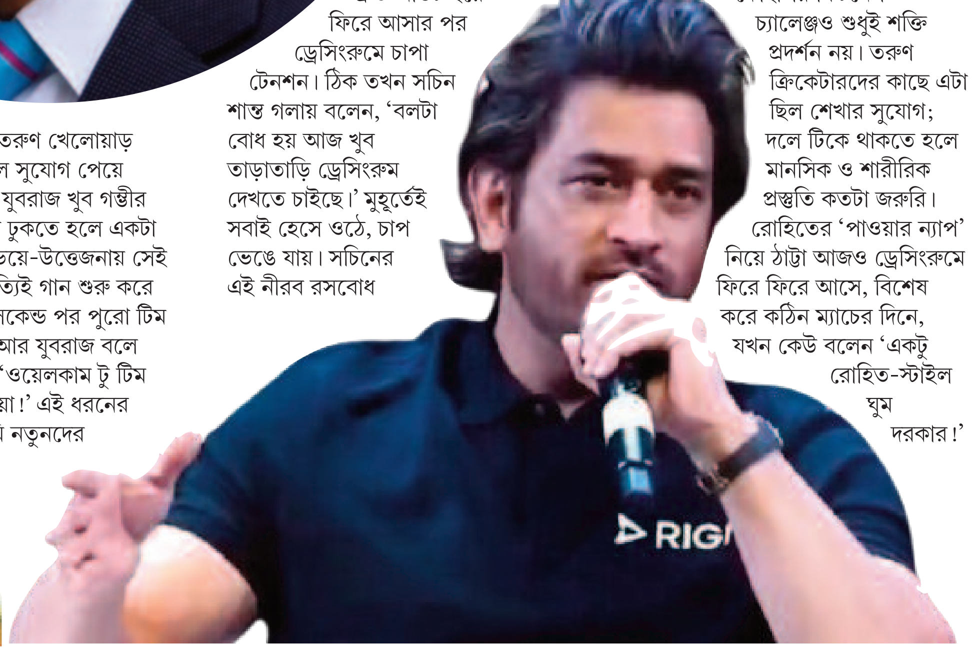

### ৫) সচিন—নীরবতার মধ্যে হাসি

সচিন তেন্ডুলকর; ড্রেসিংরুমে তাঁর উপস্থিতিই ছিল আলাদা প্রেরণা। তিনি খুব বেশি কথা বলতেন না, কিন্তু সময়মতো ছোট্ট মন্তব্যেই হাসির ঝড় তুলতেন। এক ম্যাচে কয়েকজন ব্যাটসম্যান দ্রুত আউট হয়ে ফিরে আসার পর ড্রেসিংরুমে চাপা টেনশন। ঠিক তখন সচিন শান্ত গলায় বলেন, ‘বলটা বোধ হয় আজ খুব তাড়াতাড়ি ড্রেসিংরুম দেখতে চাইছে।’ মুহূর্তেই সবাই হেসে ওঠে, চাপ ভেঙে যায়। সচিনের এই নীরব রসবোধ ড্রেসিংরুমকে ভারসাম্য দিত; যেখানে সম্মান ছিল, আবার ছিল নির্ভার হাসি।

এই গল্পগুলো নিছক মজার নয়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাফল্যের পেছনে ড্রেসিংরুমের এই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বড় ভূমিকা রেখেছে। এখানে সিনিয়র-জুনিয়রের ভেদাভেদ কমে যায়, চাপ হালকা হয়, আর দল হিসেবে একে অপরের উপর ভরসা বাড়ে। মাঠে যে লড়াই দেখা যায়, তার প্রস্তুতি হয় এই ড্রেসিংরুমেই; হাসি, ঠাট্টা, দুষ্টুমি আর পারস্পরিক সম্মানের মধ্য দিয়ে।

স্কোরবোর্ডে রান-উইকেট লেখা থাকে, কিন্তু ড্রেসিংরুমে লেখা থাকে দলগত বন্ধনের গল্প। আর সেই গল্পই ভারতীয় ক্রিকেটকে বারবার শক্তিশালী করে তুলেছে। ড্রেসিংরুমের দরজা বন্ধ হলে, ক্রিকেটাররা শুধু খেলোয়াড় নন; তাঁরা বন্ধু, সহযোদ্ধা, আর একে অপরের শক্তি। সেখানেই জন্ম নেয় জয়ের আসল মানসিকতা। ড্রেসিংরুম শুধু পোশাক বদলানোর জায়গা নয়; এটা ভারতীয় ক্রিকেট দলের আবেগের কেন্দ্র। এখানে জয়ের উল্লাস যেমন থাকে, তেমনই থাকে ব্যর্থতার নীরবতা ভাঙার ছোট্ট হাসি। ধোনির গান গাওয়ার সেই মুহূর্তে শুধু হাসিই নয়, খেলোয়াড়দের চোখে চোখে একটা বার্তা ছিল; চাপকে ভয় পেলে চলবে না। অনেকেই পরে স্বীকার করেছেন, সেই অপ্রত্যাশিত গান তাঁদের স্নায়ুর টান ঢিলা করে দিয়েছিল। কোহলির ফিটনেস চ্যালেঞ্জও শুধুই শক্তি প্রদর্শন নয়। তরুণ ক্রিকেটারদের কাছে এটা ছিল শেখার সুযোগ; দলে টিকে থাকতে হলে মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি কতটা জরুরি। রোহিতের ‘পাওয়ার ন্যাপ’ নিয়ে ঠাট্টা আজও ড্রেসিংরুমে ফিরে ফিরে আসে, বিশেষ করে কঠিন ম্যাচের দিনে, যখন কেউ বলেন ‘একটু রোহিত-স্টাইল ঘুম দরকার!’

# ভারতীয় ফুটবলকে বদলাতে পারব, জ্যোতি ছড়াচ্ছেন ‘বিহার কি বেটি’

ঋতিকা চক্রবর্তী

বিহার, নামটা শুনলেই মাথায় আসে রাজনীতি, ছটপুজোর মতো শব্দ তবে এই বিহার কোনও কোনও সময় খবরের শিরোনামে উঠে আসে কোনও ক্রীড়াবিদদের জন্যও। সাম্প্রতিক কালে ভারতের তরুণ ক্রিকেটার বৈভব সূর্যবংশী। বিহার থেকে উঠে আসা এই খেলোয়াড় ক্রিকেট বিশ্বে ঝড় বইয়ে চলেছেন। প্রতিভার জোরে একের পর এক সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। তবে বিহার থেকে উঠে আসা ফুটবলারদের তালিকা খুঁজতে বসলে, ওই হাতে গোনা কয়েকজন বেরোবেন, তা-ও ৬০ এর দশকে। সুনীলদের খেলার থেকে দেশে এখন আলোচ্য বিষয় মহিলাদের ফুটবল। পুরুষ দল যা পারেনি, তাই করে দেখিয়েছে কোচ ক্রিস্পিন ছেত্রীর ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। এএফসি এশিয়ান কাপে কোয়ালিফাই করেছে সঙ্গীতা বাসফোররা। বিহার থেকে উঠে আসা ফুটবলারদের নাম বলতে গেলে অবশ্যই আসবে জ্যোতি কুমারীর নাম। কোচ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন এই প্রতিভাবান প্রাক্তন ফুটবলার। ভারতের মহিলা কোচ সুজাতা কর, পারমিতা সিটদের তালিকায় না-এলেও ধীরে ধীরে নিজের জায়গা পাকা করতে চাইছেন জ্যোতি।

২০১৪ সালে প্রথম জাতীয় দলে সুযোগ, ভারতের অনূর্ধ্ব-১৫ শিবিরের জন্য নাম আসে জ্যোতির। তখন বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। তার আগে খেলেছেন বিহারের মুজাফফর ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে। ২০১৭ সালে খেলেছেন ভারতের অনূর্ধ্ব-১৭ দলে। প্রথমে মিডফিল্ডার হিসেবে আত্মপ্রকাশ, এরপর ডিফেন্ডার হিসেবে খেলেছেন জ্যোতি। আপাতত অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক পাশ করবেন জ্যোতি। ইউনিভার্সিটি গেমসেও খেলেন, সেখানে দলের অধিনায়কত্বও করেছেন। ডি লাইসেন্স পাশ করে এবার অনূর্ধ্ব-১৭ রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ইয়ুথ লিগে গয়েশপুর ফুটবল অ্যাকাডেমির কোচের দায়িত্বে রয়েছেন জ্যোতি।

ফুটবলার হিসেবে নাকি কোচ হিসেবে দলের দায়িত্ব পালন করা, কোনটা বেশি কঠিন? দুটোর মধ্যে কি তফাৎ, এর উত্তরে জ্যোতি বলেন, ‘ফুটবলার হিসেবে শুধু ম্যাচ নিয়েই ভাবতে হত, জেতার কথা ভেবেই মাঠে নামতাম। তবে কোচ হিসেবে পুরো ম্যানেজমেন্ট নিয়েই ভাবনা-চিন্তা করতে হয়। কী হবে ম্যাচের ফলাফল, গোটা দল নিয়েই ভাবতে হয়। খেলোয়াড়দের কী দুর্বলতা বা শক্তি আছে, সবটা নিয়েই চলতে হয়। কলকাতায় গয়েশপুরের সঙ্গে কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা বেশ ভালো। কলকাতা তো অসাধারণ শহর, ফুটবলের মক্কা। এখানে এসে ভালো খেলতে পারলে ভালো সুযোগ পাওয়া যায়। সবটাই নিজের উপর, কে কতটা পরিশ্রম করতে পারছে।’

আর্জেন্টাইন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসিকে বেশ পছন্দ করেন জ্যোতি। কলকাতায় এসেছিলেন স্বয়ং মেসি। তবে ওই সময় নিজের বাড়ি বিহারে থাকাকালীন মেসি সাক্ষাতের স্বপ্ন অধরাই থেকে গিয়েছে। বিহারে এক স্কুল দলের কোচিংয়ের দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি। জ্যোতি জীবনে আইডল মেনে চলেন তাঁর বাবা সিকন্দর মণ্ডলকে। বাবার কাছেই ফুটবলে হাতেখড়ি জ্যোতির। তাই তিনি নিঃসংকোচে বলে দিলেন, ‘বাবাই আমার আইডল, বাবার জন্যই এত দূর পর্যন্ত আসতে পেরেছি। সব কিছু পরিবার ও বাবার জন্যই করতে চাই।’

ভারতীয় ফুটবলের অবস্থা ধীরে ধীরে স্বমহিমায় ফিরছে। সদ্য শেষ হয়েছে আইডব্লুএলের প্রথম পর্ব। তবে অদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকালে ভারতীয় ফুটবলের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। অনেক অভিজ্ঞরাই বলে থাকেন, ভারতীয় হয়ে একমাত্র ফুটবলকে সঙ্গী করে কেরিয়ার তৈরি করা খুব কঠিন। ফুটবলের পাশাপাশি চাই কোনও চাকরিও। জ্যোতি অবশ্য তেমনটা মনে করছেন না, শুধুমাত্র ফুটবলকে নিয়েই কেরিয়ারে এগোতে চান তিনি। বলেন, ‘আমরাই শুধরাতে পারি ভারতের এই অবস্থাকে। ছোটবেলা থেকে ফুটবলকেই সবটা দিয়ে এসেছি। সেই ২০১৪ থেকে শুরু, এখনও ফুটবলেই আছি। অনেক পরিশ্রম করেছি। সবটা মোটিভেশন রয়েছে শুধুমাত্র ফুটবলকে কেন্দ্র করেই। এই মানসিকতা থাকলে আমরাই বদল ঘটাতে পারব ভারতীয় ফুটবলে ’